সোনার বাঙ্গলা

নিখিলনাথ রায়

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক লি কা তা ৬

Sonar Bangla
by Nikhilnath Roy

প্রথম প্রকাশ : ১৯০৬

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয়

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

সোনার বাঙ্গলার এই শ্মশান-আগারে,
উড়াইয়া চিতা-ভস্ম ক্ষুদ্রশক্তিভরে,
জ্বালে আশা-দীপ যারা নিবিড় আঁধারে,
সমর্পিণু গ্রন্থ সেই ছাত্রগণ-করে।

ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনে সকলের হৃদয়েই অল্পাবিস্তর তুফান উঠিয়াছে। সেই বিরাট আন্দোলন গ্রন্থকারেরও মর্ম্মস্পর্শ করায় সোনার বাঙ্গলার অবতারণা। আমাদের সোনার বাঙ্গলা পূর্ব্বেই বা কেমন ছিল, আর কিরূপেই বা ইহাতে ধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হয়, এবং সেই স্রোতোরোধের জন্য উপায়চিন্তা, ইহা লইয়া চারিটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। তাহাদের প্রথমটি 'বঙ্গদর্শনে' ও অপর তিনটি 'উপাসনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। সাধারণে সোনার বাঙ্গলাকে আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

কথামুখ

আধুনিক কালের তরুণ গবেষক এবং ইতিহাস-পাঠকের কাছে নিখিলনাথ রায় একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। অথচ এককালে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও ইনি ইতিহাসলেখক হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' একটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যবহুল রচনা হিসাবে ইতিহাস-অনুরাগীদের মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস-চর্চার দিগন্ত প্রসারিত হয়, পূর্বতন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটে, ইতিহাসের উপজীব্য কি হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কেও মতভেদের অবকাশ দেখা দেয়; আর সেই সঙ্গে পাঠকদের রুচি ও চাহিদার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে একযুগের জনপ্রিয় লেখক অপর অথবা পরবর্তী যুগে তেমন আদৃত হন না—এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিরল নয়। নিখিলনাথ এমনি এক প্রায়-বিস্মৃতির শিকার।

অথচ এ বিস্মৃতি অন্তত নিখিলনাথ রায়ের ভাগ্যে অপরিহার্য ছিল না। ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছাত্রাবস্থা থেকেই লক্ষণীয় ছিল। তিনি যখন বহরমপুর কলেজে প্রাক্-স্নাতক স্তরে অধ্যয়নরত, তখনই তিনি পত্র-পত্রিকায় ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। বস্তুত এই সময় থেকেই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' বইটি ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আঠার শতকের সূবে বাংলার ইতিহাসে একটি অতিপরিচিত নাম জগৎশেঠ। আসলে 'জগৎশেঠ' দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি উপাধি, কারো ব্যক্তিগত নাম নয়। জগৎশেঠরা বাংলা তথা পূর্ব ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের জীবনী ও কার্যকলাপ জানতে আমাদের আগ্রহ ছিল—কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সেই আগ্রহ পরিতৃপ্তির কোনও উপায় ছিল না। বাঙালী পাঠকদের কাছে জগৎশেঠদের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সর্বপ্রথম তুলে ধরার কৃতিত্ব নিখিলনাথ রায়ের। 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র মতো

'জগৎশেঠ'ও আশাব্যঞ্জক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নিখিলনাথের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল অধুনালুপ্ত 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রিকায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র অকালমৃত্যুর পর মাসিক পত্রিকা হিসাবে পুনঃ-প্রকাশের দায়িত্বভারও তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং কাশিমবাজার এস্টেটের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিখিলনাথ তাঁর ইতিহাস-চর্চার গতিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও বই রচনা সত্ত্বেও তিনি প্রথমে 'শাশ্বতী' এবং পরে 'পল্লীবাণী' পত্রিকা দুটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' এবং 'জগৎশেঠ' ছাড়াও তিনি 'প্রতাপাদিত্য' নামাঙ্কিত আর একটি বই লিখেছিলেন। ইতিহাস ছাড়া কাব্যসাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। নিখিলনাথের রচনাভঙ্গী সে যুগের পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য এবং সাবলীল বলে গণ্য হত।

'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী', 'জগৎশেঠ' এবং 'প্রতাপাদিত্য' ছাড়া নিখিল-নাথ রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-গ্রন্থ 'সোনার বাঙ্গলা'। বইটির রচনাকাল ১৯০৬। 'সোনার বাঙ্গলা' বইটি চারটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রতিটি প্রবন্ধ পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমটিতে ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙ্গলার মাটি জল কিরকম স্বর্ণপ্রসূ ছিল, শস্যসম্পদে, শিল্প-বাণিজ্যে সে যুগের বাঙালী কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঙ্গলার ঐশ্বর্যের খ্যাতি কতখানি সুবিদিত ছিল তার বিশদ বিবরণ গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দ্রুতগতিতে বাঙ্গলার সম্পদহানির ফলে এককালের সমৃদ্ধ বঙ্গভূমি কি ভাবে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হল তারই সকরুণ কাহিনী লেখা হয়েছে পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে। চতুর্থ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে স্বদেশপ্রেমিক গ্রন্থকার দেশবাসীর, বিশেষত ছাত্র-সমাজের, কাছে আবেদন করেছেন দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করে 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে। মনে রাখা দরকার, যে সময়ে বইটি লেখা হচ্ছিল তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে

বাংলার জনগণের মধ্যে চলছিল প্রবল আন্দোলন, তাদের মনে সেদিন দেখা দিয়েছিল এই অন্যায় এবং অশুভ পরিকল্পনা বানচাল করার দৃঢ় সংকল্প। তাদের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল বাংলা ও বাঙ্গালীকে অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বেঁধে রাখার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে সেদিন শিক্ষিত দেশবাসী উপলব্ধি করেছিলেন: ইংরেজ কোম্পানীর সওদাগরসুলভ স্বার্থান্ধ নীতির ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সম্পদ হরণ করে ইংরেজদের জাতীয় অর্থভাণ্ডার কিভাবে স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠছিল। অতীতে বাংলার সম্পদ এবং বর্তমানে বাংলার দুর্গতি নিখিলনাথ এই দুটি চিত্রই তুলে ধরেছেন তাঁর পাঠকদের সামনে। এই প্রসঙ্গে তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন, মধ্য এবং প্রাক্-ইংরেজ যুগের বাংলার কৃষি ও শিল্পসম্পদের সপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন; অপরদিকে তেমনই ইংরেজ আমলের সমসাময়িক সরকারী, আধা-সরকারী উপাদান উপস্থাপিত করেছেন—যে-সব উপাদান থেকে বাংলার ক্রমিক আর্থিক অবনতির সুস্পষ্ট পরিচয় ধরা পড়ে। অবশ্য নিখিলনাথ সংখ্যা-তত্ত্বের তেমন উল্লেখ করেননি। গ্রামীণ জীবনের অর্থনীতির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতের ফলে কিভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে পড়ছিল তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগ দ্বারা বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁর বইটি যে শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লেখা হয়েছিল তাঁরা এতে পাবেন একদিকে সোনার বাংলার প্রাচুর্যের ছবি, অপরদিকে তাঁর লেখায় ধরা পড়বে কি করে এতকালের সোনার দেশটি ধাপে ধাপে পেঁছিল নিঃস্বতার শেষ স্তরে। আর সবচাইতে বড় কথা, কাদের অনুসৃত স্বার্থান্ধ নীতি বাংলার সর্বনাশের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল—সে-সম্পর্কেও পাঠকের মনে গড়ে উঠবে একটি দ্ব্যর্থহীন, সুস্পষ্ট ধারণা। সাধারণ পাঠকের যা প্রত্যাশা তা পূরণ করছেন লেখক, শুধু সহজভাবে তাঁর বক্তব্যের উপস্থাপনার মাধ্যমে নয়, প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদগুণেও। এমন প্রাণস্পর্শী ভাষা আজ ক্রমশ দুর্লভ হয়ে পড়ছে। নিখিলনাথ রায় একজন উঁচু-দরের গবেষক ছিলেন—এ দাবি করা চলে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের

কাছে ইতিহাস-পরিবেষণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল।

'সোনার বাঙলার' পুনর্মুদ্রণে উদ্‌যোগী হয়ে 'সাহিত্যলোক' পুরাতন ধারায় পরিবেষিত বক্তব্য কতখানি হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ; আর, নিখিলনাথ রায়কে প্রায়বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করে বর্তমান যুগের বিদ্বজ্জনসমাজে স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—এজন্য এই প্রকাশন-সংস্থাটি ইতিহাস এবং সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হবেন।

নিশীথরঞ্জন রায়

সোনার বাঙ্গলা

বালার্ককিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গ যাঁহার কিরীট, তরঙ্গায়িত নীরনিধি যাঁহার মেখলা, সুচিত্রিত রাজব্যাঘ্র যাঁহার বাহন, ভাগীরথীপদ্মাবতী-ব্রহ্মপুত্রসলিলসেকে যিনি সর্বদা অভিষিক্তা, সেই শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবিনী আমাদের মাতৃভূমি। তিনিই আমাদের সোনার বাঙ্গলা। তাঁহার জলে সোনা, স্থলে সোনা, ফলে সোনা। তাঁহার অঞ্জলিপরিমাণ জল ছিটাইয়া দাও, দেখিবে সোনা ফলিবে; অর্ধহস্ত ভূমি কর্ষণ কর, দেখিবে সোনা ফলিবে; বৃক্ষে বৃক্ষে চাহিয়া দেখ—সোনা ফলিয়া রহিয়াছে। আবার তাঁহার গৃহে গৃহে সোনা ফলিত,—ব্রাহ্মণবিধবার হস্ত হইতে তন্তুবায়ের তন্ত্রে পর্যন্ত সোনা ফলিয়া থাকিত। তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণারূপিণী হইয়া যুগযুগান্তর হইতে সমগ্র জগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। জগতের আদিম অবস্থায় যখন মানবসভ্যতার প্রভাত-তপন ভারত-বর্ষে স্বর্ণকিরণ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই দুই একটি ছটা ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া তাহাকে স্বর্ণভূমি করিয়া তুলে। আর্যসভ্যতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান বঙ্গের উর্বরভূমিতে সোনা ফলাইতে আরম্ভ করে। তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া সোনার বাঙ্গলা হইয়া উঠিয়াছিলেন ও ধনধান্যপরিপূর্ণা হইয়া সন্তানগণের মস্তকে নিয়ত কল্যাণবর্ষণ করিতেন। এই সোনার বাঙ্গলার সোনার রঙের শস্যরাশি ভারতের বহু স্থানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বৃহৎকায় জলযানে দেশদেশান্তরে, দ্বীপদ্বীপান্তরে নীত হইত;—গ্রীক ও রোমক-সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপ পর্যন্তও ধাবিত হইয়াছিল। ইঁহার গর্ভজাত লবণ-রাশি বহুদেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার সাথী হইত। ফলমূলও সুরুচির উদ্রেক করিত। এই সোনার বাঙ্গলার সুচিক্কণ বস্ত্রপুঞ্জ ভারতের লজ্জানিবারণ করিয়া নানা দেশের লজ্জানিবারণ করিতে করিতে ইউরোপীয়

মহিলার অংগ-আবরণে নিযুক্ত হইত। সভ্যজগৎ তাহার কারুকার্যে মোহিত হইয়া যাইত। বিলাসিনী রোমক মহিলাগণ এই সুচিক্কণ বসনে অংগ ঢাকিয়া আপনাদের রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেন। ইহারই স্বর্ণবর্ণের রেশম ও রেশমী বস্ত্র সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিত। এশিয়ার সর্বত্র ও ইউরোপে তাহার আদরের সীমা ছিল না। যে সোনার বাংগলা একদিন সমগ্রজগতে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছে, আজ তাহার সর্বত্র অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে! আজ তাহার সন্তানগণ নগ্নকায় ঢাকিবার জন্য বিদেশীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কেন আজ সোনার বাংগলার এ দুর্দশা ঘটিল ? কেন আজ তাহার গৃহে গৃহে শ্মশানের ছায়া ঘনীভূত হইতেছে ? কেন আজ তাহার সন্তানগণ কংকালাবশেষ হইয়া প্রেতরাজ্যের অধিবাসীর ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় তাহার সে স্বাস্থ্য ?—কোথায় তাহার সে সম্পদ্ ?—কোথায় তাহার সে কল্যাণ ? তাহার স্বর্ণকান্তি কে কালিমামণ্ডিত করিল ? জানি না, ভগবানের কোন্ অভিশাপে তাহার এরূপ দুর্গতি ঘটিল ? ভগবানের যে অভিশাপ থাকে, থাকুক, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজবণিকের আসুরিক স্বার্থপরতা ও আমাদের অকর্মণ্যতা। এই সোনার বাংগলা পূর্বেই বা কেমন ছিল, আর ইংরেজবণিকই বা কেমন করিয়া ইহাকে ছারখার করিল, আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বৈদিককাল হইতে এই বংগভূমির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে।* যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ এক্ষণে সোনার বাংগলা বলিয়া পরিচিত, বংগই তাহার প্রধান অংশ ছিল। তাহার সন্নিহিত পুণ্ড্র, অংগ প্রভৃতির কিয়দংশ এক্ষণে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বৈদিকগ্রন্থে সেই সমস্ত স্থানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায়ও বংগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।† তাহার পর রামায়ণের সময় হইতে ইহাকে প্রকৃত সোনার বাংগলা বলিয়া জানিতে পারা যায়।

* "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বংগা মগধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমভিতো বিবিস্র" ইতি। ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১

† "অংগবংগকলিংগেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।" মনু।

সেই সময়ে বঙ্গভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।* মহাভারতের সময় ইহা একটি বিস্তৃত জনপদ হইয়া উঠে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে বঙ্গাধিপতি সমুদ্রসেন ভীমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গ বা বর্তমান উত্তর উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন† তাহার পর বিষ্ণু, গরুড়, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার নামকরণেরও বিবরণ দৃষ্ট হয়।‡

ইহার পর বৈদেশিকগণের বিবরণ হইতে সোনার বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় বঙ্গরাজ্যের সুস্পষ্ট

* রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীধি কৈকেয়ি! যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥"

রা, অযো, ১০স, ৩৭।৩৮

† "ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥"

মহা, সভা, ৩০।২২-২৪

"স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপা।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥"

মহা, বন, ১২৪ অ।

‡ "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥"

মহা, আদি, ১০৩ অ।

উল্লেখ না থাকিলেও গাংগারিডি বা গণকরের উল্লেখ আছে। এই গাংগারিডি বা গণকরদেশ গঙ্গার পশ্চিমে 'বঙ্গদ্বীপের শীর্ষভাগে অবস্থিত ছিল। মুর্শিদাবাদজেলায় জঙ্গীপুর উপবিভাগে অদ্যাপি গ্যাংগারিডি ও গণকর নামে দুইখানি গ্রাম বিদ্যমান আছে। এরিয়ান্ কটডুপানগরের নিকটস্থ আর্মিষ্টিসনদীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই কটডুপা কটদ্বীপ বা কাটোয়া ও আর্মিন্টিস্ই অজাবতী বা অজয়। টলেমি 'বঙ্গদ্বীপের বিশেষরূপ বিবরণই প্রদান করিয়াছেন।* এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীকদিগের নিকট সোনার বাঙ্গলা বিশেষরূপেই পরিজ্ঞাত ছিল। তাহার পর যখন ইউরোপভূখণ্ড রোমকসভ্যতায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই প্রাচ্যদেশের পণ্যদ্রব্যে তাহার বিলাসভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রোমক বণিক্গণের ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও শ্রীসম্পন্না হইয়াছিলেন।† এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যে সকল মসলিন, রেশম ও রেশমী বস্ত্র নীত হইত, তাহার অধিকাংশই বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত হইত। রোমকমহিলাগণ সেই সমস্ত সুচিক্কণ মস্লিনের অন্তরাল হইতে আপনাদের অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ করিতেন।‡

* "Ptolemy's description of the Delta is by no means a bad one". * * * "He begins with the western branch." (Wilford)

† "But if the commerce with India became a source of fortune, to the industrious trader, and an important branch of revenue to the government the introduction of the products of the East also leaded to stimulate and increase the already excessive luxury which prevailed at Rome.

Pliny states the balance against Rome of trade with the East at a hundred millions Sesterces or 1,041,666 pounds sterling." (Researches concerning the Lands &c. of Ancient and Modern India.)

‡ "Pliny when speaking of muslin, terms it, 'a dress under whose slight veil our women contrive to shew their shapes to the public." (Researches concerning the Lands) Theology, Learning, Commerce &c. of Ancient and Modern India by Q. Crauford.)

প্রসিদ্ধ রোমক লেখক প্লিনি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।*

যে সময়ে চীনপরিব্রাজকগণ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা সোনার বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধনধান্যপরিপূর্ণ দেখিয়াছিলেন। ভারতাগত প্রথম চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ বাঙ্গলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তথায় বণিক্‌গণের সমাগম দেখিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত হইতে তিনি বাণিজ্যযানে আরোহণ করিয়া সিংহলযাত্রা করেন।† সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্‌সিয়ং বাঙ্গলার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমি, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ও তাম্রলিপ্ত বা মেদিনীপুর প্রদেশে আগমন করিয়া অনেক দিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে আমাদের সোনার বাঙ্গলা 'সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা'ই ছিলেন। ইহার অধিবাসিগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কৃষি-বাণিজ্যে তাহাদের মাতৃভূমিকে স্বর্ণপ্রসবিনী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার পুণ্ড্রবর্ধনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তথায় নানাপ্রকার শস্য জন্মিত। হিউয়েন্‌সিয়ং তথাকার পনসফলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুণ্ড্রবর্ধনের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও অধিবাসিগণ বিদ্যোৎসাহী ছিল।‡ সমতটের বর্ণনায় তাহাকে উর্বর, শস্যপরিপূর্ণ ও ফুলফলে

* 'Satgon, the royal emporium of Bengal from the "time of Pliny." (Long)

† "From this (Champa), continuing to go eastwards nearly fifty yojans, we arrive at the kingdom of Tamralipti. Here it is the river empties itself into the sea.……He then shipped himself on board a great merchant vessel. Putting to sea, they proceeded in a south-westerly direction, and catching the first fair wind of the winter season (i. e. of the N. E. monsoon) they sailed for fourteen days." (Fa Hian)

‡ "The soil is flat and loamy, and rich in all kinds of grain-produce. The *Panasa* (*Pan-na-so*) fruit, though plentiful is highly esteemed.……The climate (of this country) is temperate, the people esteem learning." (Beal's Buddist Records, Vol. 11.)

সুশোভিত বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তাহার জলবায়ুকে কোমল ও অধিবাসিগণের ব্যবহারকে মনোজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কষ্টসহিষ্ণু, খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসিগণ বিদ্যার সমাদর করিত।* তাম্রলিপ্তির বর্ণনায় লিখিত আছে যে, উক্ত দেশও উর্বর ছিল ও অপর্যাপ্ত ফলফুল উৎপাদন করিত। বায়ু উষ্ণ, অধিবাসিগণ ক্ষিপ্র, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী।† হিউয়েনসিয়ং এইখান হইতে অর্ণবপোতে সিংহলযাত্রা করেন। কর্ণসুবর্ণের বিবরণে তাহাকে উর্বর ও পুষ্পশালী বলিয়া জানা যায়। লোকের ব্যবহার নম্র ও মনোজ্ঞ, জলবায়ুও তৃপ্তিকর। অধিবাসিগণ বিদ্যার সমাদর করিত।‡ হিউয়েনসিয়ঙের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সোনার বাঙ্গলা ফলশস্য-পরিপূর্ণ হইয়া সুস্থকায় ও বিদ্যোৎসাহী সন্তানের মাতৃভূমিরূপে বিরাজ করিত।

হিউয়েনসিয়ঙের আগমনের পূর্বে যখন ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের প্রতাপ ও বিদ্যোৎসাহিতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সে আলোকে এই সুদূর বঙ্গভূমিও দৃষ্টির অন্তর্ভূত

* "It is regularly cultivated, and is rich in crops, and the flowers and fruits grow everywhere. The climate is soft and the habits of the people agreeable. The men are hardy by nature, small of stature and of black complexion ; they are fond of learning, and exercise themselves diligently in the acquirement of it." (Beal)

† "The ground is low and rich ; it is regularly cultivated and produces flowers and fruits in abundance. The temperature is hot. The manners of the people are quick and hasty. The men are hardy and brave." (Beal)

হিউয়েনসিয়ঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণে গমন করেন। কিন্তু সিউকী বা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, তিনি তথা হইতে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

‡ "The land lies low and loamy. It is regularly cultivated, and produces an abundance of flowers, with valuables numerous and various. The climate is agreeable ; the manners of the people honest and amiable. They love learning exceedingly, and apply themselves to it with earnestness." (Beal)

হইয়াছিল। সেইজন্য কালিদাস ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালিদাস বঙ্গের অধিবাসিগণকে নৌযুদ্ধকুশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* বরাহমিহিরও বঙ্গ ও উপবঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।** প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও প্রাচীন লোকের নিকট আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গনামেই অভিহিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বাঙ্গলা নাম ধারণ করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া উঠেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা প্রথম বাঙ্গলা নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয়নামক স্থানের শিলালিপিতে প্রথমে এই বাঙ্গলাদেশের উল্লেখ দেখা যায়। রাজেন্দ্র চোলদেব তথাকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুমলয়ে আপনার গৌরব খোদিত করিয়াছেন।† তাহার পর হইতে আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গনাম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলানাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ফুলফলসুশোভিতা, শস্যশ্যামলা মাতাকে আমরা সোনার বাঙ্গলা বলিয়া থাকি।

ক্রমে যখন মুসলমান গৌরব ও প্রতিভা সুদূর ইউরোপখণ্ড হইতে চীনদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, সেই সময়ে বঙ্গভূমি মুসলমান পরিব্রাজকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। মুসলমানগণকর্তৃক ভারত-বিজয় আরব্ধ হইলে বঙ্গদেশও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুলেমান আমাদের সোনার বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহার বাণিজ্যগৌরবের বিষয়ও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।‡ ইবন

* "বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।"—রঘুবংশম্

** "আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গজঠরঙ্গাঃ।"—বৃহৎসংহিতা

† "Vangaladesa, where the rain does not last (long), and from which Govinda Chandra, having lost his fortune, fled." (South Indian Inscriptions.)

‡ "During the time of the Arab invasion of India (8th century of Christian era), Sulaiman came to this country. An account of his travels is given in the Bulletin of the Geogra-

বাটুটানামক একজন মুসলমান্ পরিব্রাজক অনেক পরে এ দেশে আগমন করেন, তিনি ইহাকে অত্যন্ত শস্যসুলভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* বৈদেশিকগণের বিবরণ যতই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের মাতৃভূমিকে সোনার বাংগলা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরাকাল হইতে স্বর্ণপ্রসবিনী বংগভূমি বৈদেশিকগণের চক্ষে স্বর্ণকিরণ প্রতিফলিত করিয়া আসিতেছেন। ফলফুলে সুশোভিনী মা আমাদের কৃষিবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া জগতের নিকট সগৌরবে আদৃত হইতেন। তাঁহার সন্তানগণ জ্যোৎস্নাচুম্বিত-সৈকতশালিনদীমালিনী শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির সেবায় আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিত। কৃষিবাণিজ্যেও তাঁহাকে গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মা তাহাদিগকে পবিত্র ও তৃপ্তিকর জলবায়ু প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সাহসী, কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু করিয়াছিলেন। মাতৃসেবার সহিত তাহারা বিদ্যারও আরাধনা করিত। চীনপরিব্রাজকগণ তাহাদের জ্ঞানগরিমার বিষয় ভূয়োভূয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারাও যেমন মাতৃসেবা করিত, মাতাও তাহাদিগকে তেমনই সুখসম্পদ্ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই সন্তানোচিত মাতৃসেবায় মাতা প্রকৃত সোনার বাংগলা হইয়াছিলেন, তাই সোনার বাংগলার গৌরব দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বংগভূমিতে মুসলমানবিজয়নিশান প্রোথিত হয়। পূর্ববংগ কিন্তু তাহার পর হইতে শতাধিক বৎসর পর্যন্ত হিন্দুরাজন্যগণের অধীনেই ছিল। ক্রমে সমগ্র বংগদেশে মুসলমান আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। মুসলমানগণ বংগের শ্যামলপ্রান্তরে বাস করিয়া হিন্দু সাধারণের প্রতিবেশী হইয়া উঠেন। উভয়ের জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য অনেকদিন পর্যন্ত উভয়কে

phical Society of Paris (P. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arrakan." (Proceedings of the Asiatic Society for December 1868. P. C. Ghosha's note)

* "I sailed for Bengal which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. (Ibn-Batuta)

স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে এক দেশে, এক গ্রামে, এক পল্লীতে বসবাস করিয়া উভয়ের বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হইয়া উভয়েই সোনার বাংগলার সন্তান হইয়া উঠে, উভয়েই মাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হয়, উভয়েই কৃষি-বাণিজ্যে মাতৃভূমিকে সোনার বাংগলা করিয়া তুলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সন্তানের সেবায় মাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নানাপ্রকার শিল্পে বংগভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার গৌরব দেশ বিদেশে বিঘোষিত হয়। বহুদেশ হইতে বণিকগণ সোনার বাংগলার দ্রব্যসম্ভারগ্রহণের জন্য অসংখ্য অর্ণবযান লইয়া তাহার প্রধান বন্দরসমূহে সমাগত হইত। ভারতবর্ষের সর্বত্র, এশিয়ার বহুদেশে, এমন কি সুদূর ইউরোপখণ্ড পর্যন্ত ইহার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ প্রেরিত হইত।

সোনার বাংগলার এই গৌরবের কথা শুনিয়া দূরদূরান্তর হইতে বৈদেশিকগণ তাহার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত হইতেন। অনেক বৈদেশিকের গ্রন্থে আমাদের বংগভূমি প্রকৃত সোনার বাংগলারূপেই চিত্রিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীয় পরিব্রাজক মার্কপোলো এশিয়ার নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বংগ রাজ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বাংগালী জাতি ও বাংগলাভাষার উল্লেখ করিয়া ইহার কৃষিবাণিজ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বংগভূমিতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে তুলা জন্মিত ও তাহার সমৃদ্ধ বাণিজ্য হইত। জটামাংসী, আদা, ইক্ষু প্রভৃতি অনেক দ্রব্য বংগভূমিতে উৎপন্ন হইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বণিকগণ তাহাদের বাণিজ্যের জন্য সমাগত হইত।* এইরূপে মার্কপোলোর গ্রন্থ হইতে বাংগলা সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

* "The province of Bengala is situated on the southern confines of India, * * * It has its peculiar language. The people are worshippers of idols, and amongst them there are teachers, at the head of schools for instruction in the principles of their idolatrous religion and of necromancy, whose doctrine prevails amongst all ranks, including the nobles and chiefs of the country. Oxen are found here almost as tall as elephants, but not

চীনপরিব্রাজক মাহুন বংগদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনার গাঁ, বাংগলা* প্রভৃতি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে লিখিত আছে যে, বংগদেশে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইত। গম, তিল, নানাজাতি কলায়, চিনা, আদা, সর্ষপ, পলাণ্ডু, গাঁজা, বার্তাকু, কাঁঠাল, আম্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু, গুড়, চিনি, কদলী ও নানা-প্রকার ফলোৎপাদনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নারিকেল ও তণ্ডুলজাত মদ্য, তাড়ী ও কাঁজী ও পাঁচ ছয় প্রকার মসলিনের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। মাহুন বলেন যে, বংগদেশের অধিবাসিগণ রেশমী রুমাল, সোনালীকাজকরা টুপী, চিত্রিত মাটীর বাসন, গামলা, পাত্র, সারলৌহ, বন্দুক, ছুরী, কাঁচী ও বৃক্ষত্বগ্‌জাত মৃগচর্মের ন্যায় চিক্কণ শ্বেতবর্ণের একপ্রকার কাগজ ব্যবহার করিত।† উক্ত শতাব্দীতে নিকলি কোণ্টি এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি

equal to them in bulk. The inhabitants live upon flesh, milk, and rice, of which they have abundance. Much cotton is grown in the country, and trade flourishes. Spikenard, galangal, ginger, sugar, and many sorts of drugs are amongst the productions of the soil ; to purchase which the merchants from various parts of India resort there." (Bohn's Marcho Polo)

* এই বাংগলানগর অনেক পরিব্রাজকের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্বসম্বন্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ইহাকে কাল্পনিক নগর বলেন, কেহ বা গৌড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেহ বা ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, জলপ্লাবনে উক্ত নগরের ধ্বংস হয়।

† "Among the products of the country may be named, wheat, sesamum, all kinds of pulse, millet, ginger, mustard, onions, hemp, brinjals, the jack fruit, mangoes, pomegranades, sugarcane. granulated sugar, white sugar, plantains and various fruits : there are four kinds of wines, the coconaut, rice, tarry and kadjang ; five or six kinds of cotton fabrics (muslins). They used silk handkerchiefs and caps embroidered with gold, painted ware, basins, cups, steel, guns, knives, scissors, a white paper from the bark of a tree smooth and glossy like a deer's skin." (Mahuon's account of the kingdom of Bengal 1405.)

বাংগলার অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।* ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারথেমা নামে একজন ইতালীয় পরিব্রাজক বংগদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও সোনার বাংগলার সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারথেমা বলেন যে, এখানে অপর্যাপ্ত শস্য ও সর্বপ্রকার মাংস প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন অপর্যাপ্ত চিনি, আদা ও তুলা জন্মিত। পৃথিবীর কোন দেশে এই সমস্ত দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইত না। ভারথেমা এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ সূতী ও রেশমী বস্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া বংগদেশ হইতে বহুস্থানে গমন করিত। ভারথেমা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নামোল্লেখও করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বস্ত্র তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশে ও ভারতের সর্বত্র নীত হইত। এতদ্ভিন্ন বংগদেশে অনেক জহরতব্যবসায়ী বণিকের সমাগম হইত।†

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে পর্তুগীজগণ বংগদেশে আগমন করিয়া ইহার অধিবাসিগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হয়। এই সময়ে সপ্তগ্রাম বাংগলার সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার

* "In the 15th century, Nicoli Conti sailed up the Ganges and passed by a city named *Cernouc* which was on the river. This city, he mentions, was then in a flourishing state." (Proceedings of the Asiatic Society for Dec. 1868, also Elphinstone's History of India)

† "This country abounds more in grain, flesh of every kind, in great quantity of sugar, also of ginger, and of great abundance of cotton, than any country in the world. And here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these, that is to say, *bairam*, *namone*, *lizati*, *ciantar*, *douzer*, and *sinaboff*. These same stuffs go through all Turkey, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethopia and through all India. There are also here very great merchants in jewels, which came from other countries." (The Travels of Ludovico di Varthema.)

নিম্নস্থ নদীপ্রবাহ রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাহার অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়ে। পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দরে করিয়া তুলে। ক্রমে সপ্তগ্রামের পরিবর্তে হুগলী তাহার স্থানে বন্দরে পরিণত হয়। পর্টুগীজেরা যে যে স্থানে বাণিজ্যোপলক্ষে বাস করিয়াছিল, সেই সেই স্থানকে তাহারা ব্যাণ্ডেল বা বন্দর নামে অভিহিত করিত। অদ্যাপি হুগলী ও চট্টগ্রামের নিকট ব্যাণ্ডেলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। পর্টুগীজগণের সময়ে বঙ্গদেশের মানচিত্র ইউরোপে প্রচারিত হয়। ডি ব্যারো ইহার বিবরণসহ মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার মানচিত্রে এশিয়ার সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ থাকিলেও বঙ্গদেশেরও উল্লেখ বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডি ব্যারোর মানচিত্রে বাঙলার অনেক নগরের নির্দেশ আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামেরও উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিবরণে বাণিজ্যের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।* পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে পোর্টো গ্রাণ্ডি বা বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামকে পোর্টো পেকিনো বা ক্ষুদ্রবন্দর নামে অভিহিত করিত। সময়ে সময়ে হুগলী ও পিপলী পোর্ট পেকিনো নামে কথিত হইত।

১৫৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রেডারিক নামে একজন ইউরোপীয় বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।† ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ্ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ফিচ্ বাঙলার বহু-

* "Its (Ganges) first mouth, which is on the west, is called Satigam, from a city of that name situated in its streams, where our people carry on their mercantile transactions. The other, which is on the east, comes out very near another and more famous port called Chatigam, which is frequented by most of the merchants who arrive at and depart from this kingdom." (De Barro)

† "Frederike, who travelled in Bengal in 1570 and visited Satigam, mentions that in it merchants gather themselves together for their trade." (Hunter.)

স্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্রের প্রাচুর্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। টাঁড়া, কুচবিহার, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্রের বিষয় তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হয়। ফিচের বিবরণে সোনারগাঁয়ের মসলিনের উল্লেখ আছে। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজলীর একপ্রকার তৃণ হইতে রেশমীবস্ত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র নির্মিত হইত। এতদ্ভিন্ন অপর্যাপ্তপরিমাণে ধান্য চাউলের উৎপত্তি ও বাণিজ্যের কথা তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম প্রভৃতির যে বাজারের বিষয় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সেই সমস্ত বাজারের অনেক দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইত।*

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভূমির অবস্থা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হয়। সেই সময়ে বাঙ্গলায় পাঠানরাজত্বের অবসান হওয়ায়, বঙ্গভূমি বাঙ্গালীগণেরই শাসনা-

* "*Tonda*—Great trade and trafique is here of cotton and cloth of cotton.

Country of Couche—Here they have much silk and muske, and cloth made of cotton.

Heegili—In this place is very much rice, and cloth made of cotton, and great store of cloth which is made of grasse, which they call yeram, it is like a silke.

Bacola—This country is very great and plentiful, and hath store of Rice, much cotton cloth, and cloth of silke.

Sereepore—Great store of cotton cloth is made here.

Sinnergon—There is best and finest cloth made of cotton that is in all India. * * * Great store of cotton cloth goeth from hence, and much Rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Mulacco, Sumatra, and many other places.

Satigam—Satigam is a faire citie of the Moores, and very plentiful of all things. Here in Bengala they have every day in one place or other a great market which they call Chandeun, and they have many great boats which they call peneas, wherewith they go from place and buy Rice and many other things; theire boats have 24 or 26 oares to roame them, they be great of burthen, but have no coverture." (J. H. Ryley's Ralph Fitch.)

ধীনে আইসে। বিশেষতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভূঁইয়ার অধীন থাকায় তত্তৎপ্রদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বারভূঁইয়ার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিই ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে সৌহার্দও ছিল। এই সময়ে রাল্ফ ফিচ বঙ্গভূমিতে আগমন করেন, তিনি কোন কোন ভূঁইয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর জেসুইট পাদরীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ফার্নাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউস নামে চারিজন পাদরী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উপস্থিত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর পর্যন্ত এতদ্দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূঁইয়াদিগের ও বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণ লইয়া ডুজারিক নামে একজন ফরাসী ঐতিহাসিক স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গলার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডুজারিকের গ্রন্থ ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।* তাহার পর স্যামুয়েল পার্শা নামে ইংরেজগ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গলার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রদান করেন। পার্শার গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের সোনার বাঙ্গলায় তৎকালে ধান্য, গম, চিনি, আদা, লঙ্কা, তুলা ও রেশম অপর্যাপ্তপরিমাণে জন্মিত এবং সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক পরিমাণে লবণের রপ্তানী হইত।† পার্শার গ্রন্থ ১৬২৫ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে পর্টুগীজগণের অনুসরণ করিয়া ওলন্দাজ-গণ বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে আগত হয়। তাহারা চুঁচুড়া, বরাহনগর, কালিকাপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করে। ইহাদের পর ইংরেজ ও ফরাসী বণিক্‌গণ এতদ্দেশে উপস্থিত হয়। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

* লেখকের সম্পাদিত প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে এই সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হইয়াছে।

† "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Long-pepper, Cotton and Silke.

*　*　*　*　*

"Three hundred ships are yearly laden from hence with salt." (Purcha His Pilgrims. Book V. P. 513.)

ইউরোপীয় বণিক্‌গণ ক্রমে বঙ্গভূমিতে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইলে অনেক ইউরোপীয় পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্সিস পাইরার্ড নামে একজন ইউরোপীয় এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভূমিকে স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে অত্যন্ত উর্বর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অপর্যাপ্তপরিমাণে ধান্য ভারতবর্ষের সর্বত্র গোয়া, মালাবার, সুমাত্রা ও মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে নীত হইত। বঙ্গভূমি মাতার ন্যায় ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। অসংখ্য জাহাজ ঐ সমস্ত দ্রব্যবহনের জন্য প্রতিদিন বঙ্গভূমিতে আগমন করিত। এই বঙ্গভূমিতে নানাপ্রকার পশু জন্মগ্রহণ করিত, এবং তাহাদের মাংস সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। কেবল দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিয়া লোকে তথায় জীবন ধারণ করিতে পারিত। বঙ্গবাসিগণ নানাপ্রকার শতরঞ্চ বয়ন করিত। ইহাতে নানাপ্রকার ফল জন্মিত, যথা—জামীর, লেবু, কমলা, দাড়িম, আনারস, লঙ্কা। ইক্ষু অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিত। তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে নীত হইত। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইত। তুলা এত অধিক পরিমাণে জন্মিত যে, উহার অধিবাসি-গণের পরিধেয়বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া তাহার পর বহুল পরিমাণে তুলা ও বস্ত্র নানাস্থানে নীত হইত। এতদ্ব্যতীত রেশম ও রেশমীবস্ত্রও অনেক পরি-মাণে হইত। এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সুতী ও রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত ও সূচীকার্য্য প্রভৃতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে পারিত। এরূপ শিল্পকার্য অন্যত্র দৃষ্ট হইত না। এই সমস্ত বস্ত্র এত সূক্ষ্ম হইত যে, কেহ তাহা পরিধান করিলে তাহাকে নগ্ন বলিয়া বোধ হইত —বস্ত্রপরিহিত বলিয়া বুঝা যাইত না। বঙ্গবাসিগণ চীনবাসীর ন্যায় গৃহসজ্জার উপকরণ ও বাসনাদি নির্মাণ করিতে পারিত। রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্যাদি হইত। এই সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্যের বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।*

* "The country is healthy and temperate, and so wondrous fertile that one lives there for almost nothing; and there is

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে 'সার্ টমাস্ রো'কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রো ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও বাঙ্গলার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন, এবং তাহার প্রধাননগর রাজমহল ও ঢাকা ও পোর্ট

such a quantity of rice, that besides supplying the whole country, it is exported to all parts of India, as well to Goa and Malabar as to Sumatra, the Malaccas, and all the islands of Sunda, to all of which lands Bengal is a very nursing mother, who supplies them with their entire subsistence and food. Thus, one sees arrive there every day an infinite number of vessels from all parts of India for these provinces. * * *

The country is well supplied with animals, such as oxen, cows, and sheep ; flesh is accordingly very cheap, let alone milk-foods and butter, whereof they have such an abundance that they supply the rest of India ; and pile carpets of various kinds, which they weave with great skill. There are many good fruits,—not however, cocos or bananas, plenty of citrons, limes, oranges, pomegranates, cujus, pineapple, ginger, long pepper, of which in the green state they make a great variety of preserves, as also of lemons and oranges. The country abounds with sugar cane, which they eat green ; or else make into excellent sugar, for a cargo to their ships, the like not being made in any part of India except in Cambaye and the other countries of the Mogor adjacent to Bengal. * * *

There is likewise exported from Bengal much scented oils, got from a certain grain, and divers flowers, these are used by all the Indians after bathing to rub their bodies withal. Cotton is so plentiful, that after providing for the uses and clothing of the natives, and besides exporting the raw material, they make such a quantity of cotton cloths, and so excellently woven, that these articles are exported, and thence only, to all India, but chiefly to the part of Sunda. Likewise there plenty of silk, as well that of silkworm as of the silk (herb) which is of the brightest yellow colour, and brighter than silk itself, of this make many stuffs of divers colours, and export them to all ports. The inhabitants both men and women, are wondrously adroit in all manufactures, such as of cotton cloth, and silks, and in needle work, such as embroideries, which are

গ্রাণ্ডি, পোর্ট পেকিনো, পিপলী ও সাতগাঁ প্রভৃতি বন্দরের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।*

বাদসাহ সাহজাহানের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-পরিব্রাজক বার্ণিয়ে ও টাভারনিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরংগজেবের রাজত্বকালেও অবস্থিতি করিয়াছিলেন। উভয়েই বংগদেশে আগমন করিয়া তাহার বিশেষরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বার্ণিয়ে বংগভূমিকে প্রকৃত সোনার বাংগলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মিশর চিরদিন হইতে জগতের মধ্যে সৌন্দর্যশালী ও শস্যপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বংগদেশই সেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এই দেশে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার নিকটস্থ ও দূরস্থ দেশসমূহে তাহা নীত হইয়া থাকে। গংগার দ্বারা পাটনা পর্যন্ত ও সমুদ্রের দ্বারা মছলীপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অনেক স্থানে ইহার রপ্তানী হয়। তদ্ভিন্ন সিংহল, মালদ্বীপ ও অন্যান্য রাজ্যেও নীত হইয়া থাকে। বাংগলায় অনেক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা গোলকুণ্ডা, কর্ণাট, এবং মোচা ও বসরা হইতে আরব ও মেসপটেমিয়া

worked so skilfully, down to the smallest stitches, that nothing prettier is to be seen anywhere. Some of these cottons and silks are so fine that it is diffcult to say whether a person so attired be clothed or nude. Many other kinds of work, such as furniture and vessels, are constructed with extraordinary delicacy, which, if brought here, would be said to come from China.

In this country is made a large quantity of small black and red pottery, like the finest and most delicate *terre sigille*, in this they do a great trade, chiefly in *Gorgowlettas*, and drinking-vessels and other utensils." (The Voyage of Francis Pyrard of Luval.)

*"Bengala—A mightie Kingdome inclosing the westside of the Bay on the North, and windeth Southwesterly, is bordereth on Cormondell, and the chief cities are Rajmehhell and Deeaka, there are many havens, as Port Grand, Port Pequina, traded by the Portugals, Philipatan, Satigam, it containeth divers provinces, as that of purp and patan." (Sir Thomas Roe.)

ও বস্ত্র আবাস হইতে পারস্যদেশে নীত হয়। এখানে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। পর্টুগীজগণই তাহা বিশেষরূপে প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহারা জামীর, শতমূল বা অনন্তমূল, আম, আনারস, হরীতকী, লেবু ও আতার মোরব্বা প্রস্তুত করে। বাংগলায় গমও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইউরোপীয় জাহাজের অধিবাসিগণ তদ্দারা আপনাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তণ্ডুল, তিন চারি প্রকার উদ্ভিজ্জ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য খাদ্যদ্রব্য অতি সুলভমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক টাকায় বিংশতি বা ততোধিক কুক্কুট পাওয়া যায়। রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও সুলভমূল্যে বিক্রীত হয়। ছাগ, মেষ ও শূকরাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পর্টুগীজগণ সাধারণত শূকরমাংসে জীবন-ধারণ করে, লবণাক্ত শূকরমাংসও ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজের আরোহি-গণ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাজা ও লবণাক্ত মৎস্য অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এক কথায় বাংগলা জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ। এইজন্য পর্টুগীজ, ফিরিংগী ও অন্যান্য খৃষ্টানগণ ওলন্দাজগণ কর্তৃক তাহাদের উপনিবেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই শস্যপূর্ণ রাজ্যে বাস করিয়াছে। বাংগলায় বহুমূল্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বৈদেশিক বণিক্-গণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চিনি ব্যতীত এতদ্দেশে এত অধিক-পরিমাণে তূলা ও রেশম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে ভারতবর্ষ, তাহার নিকটবর্তী দেশসমূহ, এমন কি ইউরোপের তূলা ও রেশমের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। ইহার শ্বেত ও রঞ্জিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ওলন্দাজগণ নানাস্থানে, বিশেষত জাপান ও ইউরোপে, ইহাদের রপ্তানী করে। ইংরেজ, পর্টুগীজ এবং দেশীয় ব্যবসায়ি-গণও বহুলপরিমাণে এই সমস্ত বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকে। রেশম ও রেশমীবস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। সুদূর লাহোর ও কাবুল পর্যন্ত সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের জন্য কত পরিমাণে কার্পাসবস্ত্র নীত হইত, তাহা বিবেচনারও অতীত। রেশম তাদৃশ চিক্কণ না হইলেও মূল্য অতি সুলভ। তাহাদিগকে বাছিয়া বুনিতে পারিলে তদ্দারা সুন্দর বস্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইতে পারে। ওলন্দাজেরা কাশীম-বাজারে ইহার জন্য সাত আট শত দেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে।

ইংরেজ ও অন্যান্য বণিক্‌গণও সেইরূপ অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করে। বাঙ্গলায় যথেষ্টপরিমাণে সোরাও উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতীত বাঙ্গলায় বহুলপরিমাণে লাক্ষা, অহিফেন, মোম, মৃগনাভি, লংকামরিচ প্রভৃতি জন্মে। তদ্ভিন্ন ইহা হইতে অনেক পরিমাণে ঘৃত সমুদ্রপথে নানা দেশে নীত হয়। বার্ণিয়ে সোনার বাঙ্গলার সৌন্দর্যের কথাও বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গার উভয়তীরে বিস্তৃত বহুসংখ্যক খাল ও অগণ্য-অধিবাসি-পরিপূর্ণ গ্রাম ও নগর এবং ধান্য, ইক্ষু, সর্ষপ, তিল, তুঁত প্রভৃতি নানাবিধ শস্য ও উদ্ভিজ্জে শোভিত প্রান্তরসমূহ ইহাকে সৌন্দর্যময় করিয়া রাখিয়াছিল। তদ্ভিন্ন সহস্রখাল-বেষ্টিত, অরণ্যসুশোভিত ও আনারসাদি-নানাবিধ-ফলপরিপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জও ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত।*

---

* "Egypt has been represented in every age as the finest and most fruitful country in the world, and even modern writers deny that there is any other land so peculiarly favoured by nature; but the knowledge I have acquired of Bengal during two visits paid to the kingdom, inclines me to believe that the pre-eminence ascribed to Egypt is rather due to Bengal. The latter country produces rice in such abundance that it supplies not only the neighbouring but remote states. It is carried up the Ganges as far as Patna and exported by sea to Muslipatam and many other ports on the coast of Coromondel. It is also sent to foreign kingdoms, principally to the island of Ceylon and the Maldives. Bengal abounds likewise in sugar with which it supplies the kingdoms of Golconda and the Carnatic, where very little is grown,—Arabia and Mesopotamia, through the towns of Mokha and Bussora, and even Persia, by way of Bender-Abbassy. Bengal likewise is celebrated for its sweatmeats, especially in places, inhabited by Portuguese, who are skilful in the art of preparing them, and with whom they are on article of considerable trade. Among other fruits, they preserve large citrons, such as we have in Europe, a certain delicate root about the length of Sarsaparilla, amba and pine apples, two common fruits of India, small mirobolam plums, which are excellent; lemons and ginger.

Bengal, it is true, yields not so much wheat as Egypt; but if this be a defect, it is attributable to the inhabitants, who live

বার্ণিয়েরের ন্যায় টাভার্নিয়েও বাঙ্গলার অনেক পণ্যদ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথমত ইহার রেশমের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার অন্তর্গত কাশীমবাজার হইতে বিশহাজার

a great deal more upon rice than the Egyptians and seldom taste bread. Nevertheless, wheat is cultivated in sufficient quantity for the consumption of the country, and for the making of excellent and cheap sea biscuits, with which the crews of European ships, English, Dutch and Portuguese, are supplied. The three or four sorts of vegetables which, together with rice and butter, from the chief aliment of the common people, are purchased for the merest trifle, and for a single rupee twenty or more good fowls may be brought. Geese and ducks are proportionably cheap. There are also goats and sheep in abundance ; and pigs are obtained at so low a price that the Portuguese, settled in the country, live almost entirely upon pork. This meat is salted at a cheap rate by the Dutch and English, for the supply of their respective vessels. Fish of every species, whether fresh or salt, is in the same profusion.

In a word, Bengal abounds with every necessary of life ; and it is this abundance that has induced so many Portuguese, half-castes, and other Christians, driven from their different settlements by the Dutch, to seek an asylum in this fertile kingdom. * * * In regard to valuable commodities of a nature to attract foreign merchants, I am acquainted with no country where so great a variety is found. Besides the sugar I have spoken of and which may be placed in the list of valuable commodities, there is in Bengal such a quantity of cotton and silks, that the kingdom may be called the common storehouse for those two kinds of merchandise, not of Hindostan only, but of all the neighbouring kingdoms and even of Europe. I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine ond coarse, white and coloured, which the Dutch alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent. The same may be said of the silks and silk stuffs of all sorts. It is not possible to conceive the quantity drawn every year from Bengal for the supply of the whole of the Mogul Empire, as far as Lahore and Cabul, and generally of all those foreign nations to which the cotton cloths are sent. The silks are not

গাঁইট রেশমের রপ্তানী হয়। ওলন্দাজগণ ছয় সাত হাজার গাঁইট চালান দিয়া থাকে। তাতার দেশীয় ও অন্যান্য বণিকেরাও ইহার ব্যবসায় করিয়া থাকে, এই সমস্ত রেশম গুজরাট, আমেদাবাদ ও সুরাট প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয় এবং এতদ্দেশে তদ্দ্বারা বস্ত্রাদিও নির্মিত হইয়া থাকে। কাশীমবাজারের রেশম সাধারণত পীতাভ, কিন্তু কাশীমবাজারবাসিগণ

certainly so fine as those of Persia, Syria, Said and Baruth, but they are of a much lower price ; and I know from indisputable authority, that if they were well selected and wrought with care, they might be manufactured into most beautiful stuffs. The Dutch have sometimes seven or eight hundred natives employed in their silk factory at Kassem-Bazar. The English and other merchants employ likewise a great number. Bengal is also the principal emporium for saltpetre. * * * * Lastly, it is from this fruitful kingdom that the best gum-luc, opium, wax, civet, long pepper and various drugs, are obtained ; and butter which may appear to you an inconsiderable article, is in such plenty, that although it be a bulky article to export, yet it is sent by sea to numberless places. * * *

In describing the beauty of Bengal, it should be remarked that throughout a country extending nearly an hundred leagues in length, on both banks of the Ganges, from Raja-Mahil to the sea, is an endless number of canals, cut from that river with immense labour, for the conveyance of merchandise and of the water itself, which is reputed by the Indians to be superior to any in the world. These canals are lived on both sides with towns and villages, thickly peopled with pagans ; and with extensive fields of rice, sugar, corn and other species of vegetables, mustard, sesamam for oil, and small mulberry trees, two or three French feet in height, for the food of silkworms. But the most striking and peculiar beauty of Bengal is the innumerable islands filling the vast space between the two banks of the Ganges, in some places six or seven days' journey asunder. These islands vary in size, but are all extremely fertile, surrounded with wood, and abounding in fruit-trees, and pineapples, and covered with verdure ; a thousand canals run through them, stretching beyond the sight, and resembling long walks arched with trees." (Bernier's Travels in the Mogul Empire).

তাহাকে শ্বেতবর্ণও করিয়া থাকে। ওলন্দাজেরা সেই সমস্ত রেশম হুগলী পর্যন্ত লইয়া গিয়া জাহাজে বোঝাই করে। বংগদেশে শাদা কার্পাসথানও প্রস্তুত হয়। এখান হইতে নীলেরও রপ্তানী হইয়া থাকে। বংগদেশে লাক্ষাও জন্মে। তদদ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। এখান হইতে অনেকপরিমাণ চিনির রপ্তানী হইয়া থাকে। হুগলী, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাহার বাণিজ্য হয়।*

বার্ণিয়ে ও টাভারনিয়েরর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে

* "Kasembazar, a village in the kingdom of Bengala, sends abroad every year two and twenty-thousand bales of silk : every bale weighing a hundred pound. The two and twenty bales make two millions and two-hundred-thousands pound, at sixteen ounces to the pound. The Hollanders usually carry away six or seven-thousand bales, and would carry away more, did not the merchants of Tartary, and the Mogul's empire oppose them ; for they buy up as much as the Hollander ; the rest the natives keep it to make their stuffs. This silk is all brought into the kingdom of Guzerat, the greatest part whereof comes to Amadabad and to Surat, where it is wrought up. * * * The raw silk of Kasembazar yellowish, as are all the raw silks that come from Persia and Sicily ; but the natives of Kasembazar have a way to whiten it, with a lye made of the ashes of a tree which they call Adam's fig-tree ; it is as white as the Palestine-silk. The Hollanders send away all their merchandise which they fetch out of Bengala, by water, through a great canal that runs from Kasembazar into Ganges, for fifteen leagues together ; from whence it is as for by water down the Ganges to Ouguely, where they laid their ships. * * * White Calicuts come partly from Agra, and about Lahore, part from Bengala. * * * There comes indigo also from Bengala which the Holland-Company transports for Muslipatam. * * * Gum luke for the most part comes from Pegu ; yet there is some also brought from Bengala, where it is very dear ; by reason the natives fetch that lively scarlet colour out of it, with which they paint their Calicuts. * * * Powdered sugar is brought in great quantities out of the kingdom of Bengala ; It causes also a very great trade at Ougueli, Patna, Dacca and other places." (Tavernier's Travels in India).

ইউরোপীয়গণের মধ্যে ওলন্দাজগণই বঙ্গদেশে অধিকপরিমাণে বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তৎকালে ইংরেজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্-গণও এতদ্দেশের সহিত বাণিজ্যকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের বাণিজ্যকার্যের বিষয় ও তাঁহাদের দ্বারা কিরূপে এতদ্দেশের বাণিজ্যের স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। ইংরেজরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের বহুসংখ্যক বাণিজ্যজাহাজ বঙ্গদেশে আগমন করিত এবং তাহা পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া দেশবিদেশে প্রেরিত হইত। এই সমস্ত জাহাজের আরোহিগণ বঙ্গ-দেশের যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে টমাস বাউরী নামক এক-জন কাপ্তেনের বর্ণনা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। বাউরী ১৬৬৯ হইতে ৭৯ পর্যন্ত এদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

বাউরী বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময় বাঙ্গলা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা ও তাহার শাখানদীসমূহের তীরবর্তী গ্রাম ও শস্যশ্যামল ভূমিতে ইক্ষু, কার্পাস, লাক্ষা, মধু, মোম, ঘৃত, তৈল, ধান্য, বুট প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্রব্য জন্মিত। ইংরেজ ওলন্দাজ ও পর্টুগীজগণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজসমূহ এই সমস্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভারতের নানাস্থানে, পারস্য, আরব, চীন ও দক্ষিণসমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করিত। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য ব্যতীত নানাপ্রকার কার্পাসনির্মিত থান ও ছিট, রুমাল, রেশম, রেশমীবস্ত্র, অহিফেন, মৃগনাভি, লঙ্কা প্রভৃতি দ্রব্যও উৎপন্ন হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ এবং বণিক্‌গণ ঢাকা, বালেশ্বর, পিপলী প্রভৃতি স্থান হইতে বিংশতি পালের জাহাজ বাণিজ্যার্থে সিংহল, টেনাসারিম প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতেন। ঐ সমস্ত জাহাজ হস্তী আনয়ন করিত ও মালদ্বীপ হইতে কড়ি প্রভৃতি আনিত। বাউরী কাশীমবাজারকে বাঙ্গলার সর্বপ্রধান বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার আড়ঙে সর্ব-প্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইত বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।*

* "This kingdom (Bengala) is now become most famous and flourishinge. First for the great River of Ganges and the many large and faire arms thereof, upon the banks of which are seated many faire Villages, delicate groves and fruitful lands,

এইরূপে বংগভূমি বহু প্রাচীনকাল হইতে ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যগৌরবে প্রকৃত সোনার বাংগলারূপেই পরিচিত ছিল। স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বাবসান হইলেও বংগভূমিতে অন্নের হাহাকার পড়িয়া যায় নাই। মুসলমানরাজত্বকালেও সোনার বাংগলার মস্তকে অশেষ কল্যাণ বর্ধিত হইত। নবাব সায়েস্তাখাঁ ও সুজাউদ্দীনের সময় টাকায় ৮ মণ ও মুর্শিদকুলীখাঁর সময় টাকায় ৪ মণ চাউল বিক্রীত হইত। তখনও ইহার শিল্পবাণিজ্যগৌরব সমগ্র এসিয়া ও ইউরোপে বিস্ময় উৎপাদন করিত। ইহার হিন্দু অধিবাসিগণের বাসভবনের অদূরে মুসলমানগণ বাস করিয়া সানন্দমনে কালযাপন করিত। ধর্ম বিদ্বেষ প্রথম কিছুকাল উভয়জাতির হৃদয়ে নানা তরংগের উদয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা শান্তভাব ধারণ করে। উভয়জাতির নানা সম্প্রদায় আপন আপন জাতীয়ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। এই উভয় জাতির হস্তপ্রসূত অসংখ্য পণ্যদ্রব্য অর্ণবযানে দেশবিদেশে নীত হইত। সর্বাপেক্ষা কার্পাসসূত্র ও বস্ত্র বয়ন ইহার প্রধান শিল্পকার্য ছিল। ইহার জন্য কৃষকপরিবার হইতে তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণ পরিবার পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কৃষকেরা ইহার চাষে, তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়নে, আর অন্যান্য জাতি ইহার সূত্রকর্তনে নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থের

affording great plenty of sugar, cottons, Lucca, honey, beeswax, butter, oyles, Rice, Gramme, with many other beneficial commodities to satisfie this and many other kingdoms. Many both great and small ships, both English, Dutch, and Portugals doe annually resort to lode and transport sundry commodities hence, and great commerce goeth on into most parts of accompt in India, Persia, Arabia, China and South Seas. * * *

This kingdom most plentifully doth abound with the before mentioned commodities, as also Callicoes of sundry sorts, Rommals, raw and wrought silks, opium (the best in India), Muske in codd and out of it, Long Pepper, and severall sorts of druggs which cometh it to be soe admirable well populated and effected by the best European travellers.

The Nabob and some Merchants here (Dacca) and in Balasore and Piple have about 20 saile of ships of considerable bur-

ভবনে কার্পাসবস্ত্রবয়নরূপ মহাযজ্ঞের জন্য অল্পবিস্তর আয়োজন হইত। অন্যান্য দ্রব্যেরও কৃষি ও শিল্পে ইহার অধিবাসিগণ মনোযোগ দিত। তাই বংগভূমি শস্যশ্যামলা ও শিল্পবাণিজ্যগৌরবে গরীয়সী হইয়া সোনার বাংগলারূপে দেশ বিদেশে পরিচিত ছিল। ইহার প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থ্যের কল্যাণকরী ছায়া বিস্তৃত হইত। শ্যামল বৃক্ষরাজির তলে বসিয়া পল্লীবাসিগণ শারীরিক পরিশ্রমে আপনাদের জীবিকার উপায় করিত। বর্তমান সময়ের বাংগালীর ন্যায় তাহারা শীর্ণদেহ ও কঙ্কালাবশেষ ছিল না। তাহাদের বাহুতে অপরিসীম শক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা সে বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছে। একদিন তাহারা আপনাদের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য পাঠান, মোগল, মগ ও ফিরিংগীর সহিত অসিযুদ্ধ ও অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিল। ইহা কাহিনী নহে, ইতিহাস। মুসলমান ও পাশ্চাত্য লেখকগণ বাংগলার এই বাহুবলের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের ইংরেজশাসনকর্তৃগণ বাংগালীর যে বৃথা অপবাদ দিয়া জগতের সমক্ষে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে না। বাংগালীর এরূপ অধঃপতনের কারণ ভারতে ইংরেজের শাসননীতি ও আমাদের চিত্তদৌর্বল্য। যে বাংগালিগণ স্বর্গীয় স্বাস্থ্যে বলশালী হইয়া দুর্ধর্ষ শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হইত না, আজ তাহারা কংকালাবশেষ প্রেতমূর্তি ব্যতীত

then, that annually trade to sea, some to Ceylone, some to Tanassarree. Those fetch elephants, and the rest, 6 or 7 yearly, goe to the 12000 Islands called Maldiva to fetch coweries and cayre, and most commonly doe make very profitable voyage.***

Cossumbazar—A very famous and pleasant town, famous in many respects, first and chiefly for its great commerce and plenty of very rich Merchants, the onley market-place in this kingdome for all commodities made and vended therein, whence it received this name, Cossum signifienge the husband or chiefe, and Bazar a market." (A Geographcial Account of countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679. By Thomas Bowrey.) বাউরীসাহেব কাশীমবাজারকে খসমবাজার মনে করিয়া তাহার খসম অর্থাৎ স্বামী অর্থ করিয়াছেন।

আর কিছুই নহে। যাহার প্রত্যেক পল্লীতে শান্তিদেবী বিরাজ করিতেন, যাহার প্রতি গৃহ হইতে এককালে রামায়ণ, চণ্ডী ও কীর্তনের আনন্দগীতি অনন্ত আকাশ স্পর্শ করিবার জন্য উত্থিত হইত, আজ তাহা শৃগাল পেচকের ধ্বনিতে মুখরিত। যাহার পল্লাললনাগণ স্বদেশী বস্ত্রের অন্তরাল হইতে আপনাদের লাবণ্যবিকাশ করিয়া দেবীমূর্তিরূপে বিরাজ করিতেন, আজ বিদেশীবস্ত্রে তাহারা আপনাদের কর্কশকায় আবরণ করিবার জন্য ব্যগ্র! যাহার প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে হাস্যমুখ অধিবাসিগণ স্ব স্ব জাতি ও সম্প্রদায়ানুমোদিত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিত, এক্ষণে তাহার সর্বত্র উদরান্নের সংস্থানের জন্য হাহাকারের রোল উঠিতেছে। আজ জীবনসংগ্রামে সকলেই আহত। কোথায় সে স্বাস্থ্য, কোথায় সে শান্তি, কোথায় সে কল্যাণ! আজ সোনার বাঙলা শ্মশান ভূমি! কেন এমন হইল, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সোনার বাঙ্গলা ছারখারের সূচনা

যে সময়ে মোগল রাজত্বের গৌরব-তপন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া আপনার কিরণলহরী সমগ্র ভারতবর্ষে বিকিরণ করিতেছিল, সেই সময়েই সোনার বাংগলা কৃষিবাণিজ্য-গৌরবে মহীয়সী মূর্তি ধারণ করে। পাঠান রাজত্বের অবসানে ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় তাহার কোমল দেহ পাঠান, মোগল, মগ, ফিরিংগি ও বাংগালীর অস্ত্রাঘাত-নিঃসৃত শোণিত স্রোতে পরিপ্লুত হইলেও, তাহার কোমল প্রান্তর ও স্নিগ্ধপল্লী কৃষি-বাণিজ্য-লক্ষ্মীর শুভাশীর্বাদে সর্বদাই উৎফুল্ল থাকিত। সোনার বাংগলার এই গৌরব গাথা সমগ্র ভারত ও এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ নীল সমুদ্রের তরংগের সহিত ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাই আমরা ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণকে এই স্বর্ণভূমিতে সমাগত দেখিতে পাই ও তাঁহাদের বিবরণে সোনার বাংগলার গৌরব সোনার অক্ষরেই লিখিত হইয়াছে। ক্রমে ইউরোপীয় বণিকগণ আপনাদের বাণিজ্য জাহাজ লইয়া ইহার বন্দরে বন্দরে উপনীত হন। সর্ব প্রথমে পর্টুগীজগণই সোনার বাংগলায় আগমন করেন। যে সময়ে তাঁহারা বংগভূমিতে উপস্থিত হন, সে সময়ে বংগে পাঠান রাজত্বের গৌরব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই বংগদেশ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। পর্টুগীজ-গণের পরে ওলন্দাজেরা ও তাহার পর ইংরেজ এবং সর্ব শেষে ফরাসী ও অন্যান্য বণিকগণও সোনার বাংগলার সোনার নামে মোহিত হইয়া বাণিজ্যার্থ বংগভূমিতে সমাগত হন।

যৎকালে ইংরেজেরা আপনাদিগের বাণিজ্য জাহাজ লইয়া বংগদেশে উপস্থিত হন, সে সময়ে মোগল রাজত্বের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, সোনার বাংগলাও সে আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু এই উজ্জ্বল আলোকের মধ্যেও ইংরেজ বণিক ভারতে ও বাংগালায় ধীরে ধীরে সুরংগ খনন করিয়া আপনাদের রাজ-সিংহাসন আনয়ন করিতেছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মোগল গৌরব-সূর্য অস্তমিত হইল। তারপর ?

"তারপরে শূন্য হ'ল
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লী রাজশালা,
একে একে কক্ষে কক্ষে
অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক-মালা!
শবলুব্ধ গৃধ্রদের
ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা,
রচিল শ্মশান-শয্যা,
মুষ্টিমেয় ভস্ম রেখাকারে
হ'ল তার সীমা!
সে দিন এ বঙ্গপ্রান্তে
পণ্য বিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ,
আনিল বণিক্ লক্ষ্মী
সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার
গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি,
নিল চুপে চুপে
বণিকের মানদণ্ড
দেখা দিল পোহালে শর্বরী—
রাজদণ্ডরূপে!"

যে দিন হইতে ইংরেজবণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে বাঙ্গালীর মস্তকে নিপতিত হইল, সেই দিন হইতে সোনার বাঙ্গলা চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল। রাজদণ্ড পতিত হইবার পূর্ব হইতেই ইংরেজ বণিক্ তাহার সূচনা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সোনার বাঙ্গলাকে কালিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। মোগল-বাদসাহ-দরবারে

ইংলণ্ডেশ্বরীর দূত উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইয়া প্রথমে ভারতে ও বাঙ্গলায় ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া লয়। তাহার পর ইংরেজ চিকিৎসকের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, মোগল রাজবংশকে চমকিত করিয়া, আপনাদের বাণিজ্যপথ বিস্তৃত করিয়া তুলে। এমন কি তাহারা সোনার বাঙ্গলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের আদেশ লাভ করে। এই সুযোগ লাভ করিয়া ইংরেজ বণিক বঙ্গদেশে অপরিসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্যবিষয়ে ক্ষমতাশালী হইয়া, ক্রমে তাহারা ভারতের ও বাঙ্গলার রাজনৈতিক ব্যাপারেও সংসৃষ্ট হইয়া পড়ে। যে সময়ে সাহানসাহ আরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-চ্ছত্রতলে দিল্লীর ময়ূরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজেরা বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। আরঙ্গজেবের কঠোর নীতিতে উপর্যুপরি পর্যুদস্ত হইয়াও ইংরেজবণিক আপনাদের ক্ষমতা সংকোচ করিতে প্রয়াসী হয় নাই। তাহারা ভারতের ও বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতগণের সহিত অবিরত বিবাদে মোগলসাম্রাজ্য শীঘ্রই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে। অন্যান্য ইউরোপীয় বিশেষতঃ ফরাসিগণ সে বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও ইংরেজ বণিকের চতুরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের নিকট সকলকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার ইচ্ছায়, ইংরেজ বণিক আপনাদের ভবিষ্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যারপর নাই ব্যগ্র হইয়া উঠে, এবং বাদসাহ আরঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁর তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াও তাহারা সে সংকল্প পরিত্যাগ করে নাই। পরে তাহারা সুতানুটীতে আপনাদের ভবিষ্যরাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। সেই সুতানুটী এক্ষণে সৌধকিরীটিনী কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়া প্রাচ্যদেশের অধিরাণীরূপে বিরাজ করিতেছে। কলিকাতার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই বঙ্গদেশে ইংরেজের ক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠে। বাঙ্গলার তীক্ষ্ণদর্শী সুবেদারগণ ইংরেজের এ ক্ষমতা হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরেজ বণিক কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাহার পর স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকগণের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজ বণিক পলাশী-প্রান্তরে দুর্বলচিত্ত সিরাজকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলার

সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। ক্রমে তাহারা ইহার রাজরাজেশ্বর হইয়া যাহাদের সাহায্যে বাংগলার সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদেরই মস্তকে রাজদণ্ড পাতিত করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ বণিক বাহুবলে বাংগলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিল এ কথা সত্য নহে। ইতিহাস তাহা স্বীকার করে না। বাংগালীর আহ্বানে ও বাংগালীর সাহায্যে পলাশী-প্রান্তরে রণাভিনয় করিয়া ইংরেজ সোনার বাংগলার একাধিপত্য লাভ করে। যে বাংগালী আপনাদের ভবিষ্য কল্যাণের জন্য ইংরেজ বণিককে বাংগলার সিংহাসন স্পর্শের অধিকার দিয়াছিল, ইংরেজ বণিক তাহারই মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সোনার বাংগলায় অন্নবস্ত্রের হাহাকার তুলিয়াছে। কিরূপে ইংরেজ বণিক বাণিজ্যার্থ সোনার বাংগলায় উপস্থিত হইয়া একাধিপত্য লাভ ও তাহাকে ছারখার করিতে আরম্ভ করে, আমরা নিম্নে তাহাই প্রদান করিতেছি।

সোনার বাংগলার বাণিজ্য-গৌরব শ্রবণ করিয়া পর্টুগীজ ও ওলন্দাজেরা এতদ্দেশে আগমন করিলে, ক্রমে বংগদেশের প্রতি ইংরেজদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ্ বংগদেশে উপস্থিত হইয়া ইহার শিল্পবাণিজ্যের বিষয়ে এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরেজ বণিকগণ ভারত-বর্ষে ও বংগদেশে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী এলিজাবেথ ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সার জন মিডল্টনকে দূতস্বরূপ আকবর বাদসাহের দরবারে পাঠাইয়া দেন। ১৬০০ খৃঃ অব্দে ইংরেজ ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করিয়া ভারতে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হয়। তাহার পর অনেক-গুলি কোম্পানী গঠিত হইয়া এই আদি কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্স, বাদসাহ জাহাংগীরের দরবারে সার টমাস রোকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সার টমাস্ রো ১৬১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬১৮ খৃঃ অব্দ এতদ্দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহ জাহাংগীরের নিকট হইতে বাংগলায় ইংরেজদিগের বাণিজ্যের আদেশ করাইয়া লন। তদনুসারে ১৬২০ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা বংগদেশে প্রথমে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা উড়িষ্যায় আপনাদের কুঠী

স্থাপন করে। সম্রাট সাজাহানের সময় বৌটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক বাদসাহ-দরবারে উপস্থিত হইয়া বিনাশুল্কে ইংরেজদিগের বাণিজ্য পরিচালনের সুবিধা করিয়া লন। তিনি আগ্রা হইতে বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী রাজমহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজমহলে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সা সুজা বাঙ্গলার শাসনকর্তাস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে ব্রিজম্যান ও ষ্টিফেন্স নামে দুইজন ইংরেজ বাঙ্গলায় কুঠী স্থাপনের জন্য সমাগত হইলে বৌটন তাঁহাদিগকে রাজমহলে আনয়ন করাইয়া সা সুজার সহিত পরিচয় করিয়া দেন, এবং তাঁহার আদেশে ইংরেজবণিকগণ হুগলীতে কুঠী স্থাপনে কৃতকার্য হন। ক্রমে কাশীমবাজার, মালদহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও তাহাদের কুঠী স্থাপিত হয়। সা সুজার নিকট হইতে তাহারা বাঙ্গলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহারা আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আপনাদের স্বজাতিসুলভ স্বার্থপরতা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদিগকে বাণিজ্য-যুদ্ধে পরাস্ত করিতে আরম্ভ করে। মীরজুম্লার সুবেদারী সময়ে তাহারা বিনাশুল্কের অধিকারচ্যুত হইয়া বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কশ প্রদানে আদিষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য বণিকগণের শতকরা ৩॥০ টাকা শুল্ক প্রদানের আদেশ থাকায় ইংরেজ বণিকগণের বাণিজ্যের বিশেষ কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই। ইহার পর নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন প্রবর্তিত হয়। এই সময়ে তাঁহার সহিত ইংরেজ বণিকগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করিতেছি।

ইংরেজ বণিককোম্পানী বাঙ্গলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, প্রত্যেক নূতন সুবাদারের নিকট হইতে তাহাদিগকে উক্ত বিষয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তাহারা সা সুজার নিকট হইতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রথম সুবেদারী সময় তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ইহার পর ইংরেজেরা বাদসাহ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে এক নিশান বা সনন্দ লাভ করে। তাহার লিখন কিছু দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় ইংরেজ বণিক ও বাদসাহের কর্মচারীদিগের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ইংরেজেরা নিশান

পত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছিল যে, কেবল সুরাটে তাহাদিগকে শুল্ক ও জিজিয়া করের জন্য শতকরা ৩॥০ টাকা দিতে হইবে, অন্যত্র তাহারা বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিতে পাইবে। তজ্জন্য তাহারা বাঙ্গলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি ও বাদসাহের অন্যান্য কর্মচারিগণ নিশান পত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছিলেন যে, সর্বত্রই ইংরেজ কোম্পানীকে সাড়ে তিন টাকা শুল্ক ও জিজিয়ার জন্য কর দিতে হইবে। তদনুসারে তিনি ইংরেজদিগের নিকট জিজিয়ার দাবী করিয়া বসেন। বাঙ্গলার বাণিজ্য ব্যাপারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল দেখিয়া, এই সময়ে কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ বাঙ্গলাকে তাহাদের বাণিজ্যের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র করেন ও মিস্টার হেজেস্ তাহার প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তৎপূর্বে বাঙ্গলা মান্দ্রাজের অধীন ছিল। হেজেস্ বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হইয়া নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট গোলযোগের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন। এই সময় তাঁহারা বাঙ্গলায় একটী সুরক্ষিত স্থান গ্রহণের জন্যও সচেষ্ট হন। ইহার পর পুনর্বার বাঙ্গলা মান্দ্রাজের অধীন হয়। কিন্তু বাঙ্গলার ইংরেজ বণিকগণ নবাবের কর্মচারিগণের সহিত নানা বিষয়ে গোলযোগ উপস্থাপিত করায় নবাব সায়েস্তা খাঁ তাহাদের দমনে কৃতসংকল্প হন। সর্বাপেক্ষা কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণক অধিক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ কাশীমবাজার কুঠীর কার্য বন্ধ করিয়া চার্ণকের প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করেন। কিন্তু চার্ণক তথা হইতে হুগলীতে পলায়ন করেন। এই সময়ে ইংরেজদিগের সহিত নবাবের কর্মচারীদিগের প্রকাশ্য-ভাবে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহা একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধেও পরিণত হয়। ইহাতে ইংরেজেরা যদিও আংশিক জয়লাভ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা তাহাদের পরিণাম বিষময় ভাবিয়া হুগলী পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সুতানুটী, হিজলী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজ বণিকদিগের এইরূপ ব্যবহারে

তাহাদিগকে নীচ, কলহপরায়ণ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিতেন।* তিনি এই স্বার্থপর বিবাদশীল বণিকগণকে দমন করিতে অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংরেজদিগের প্রতি বাদসাহ আরংগজেবের ক্রোধের শান্তি হওয়ায় তাহার আদেশে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদিগকে মান্দ্রাজ হইতে আহ্বান করিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৬৯০ খৃঃ অব্দে জব চার্ণক তাঁহার কর্মচারিগণসহ সুতানুটি বা কলিকাতায় আগমন করিয়া তথায় অবস্থান করেন, এবং তদবধি কলকাতার প্রতিষ্ঠা হয়। ইব্রাহিম খাঁ, বাদসাহের নিকট হইতে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের সনন্দ আনাইয়া দেন; তদনুসারে তাহারা বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেস্কশ প্রদান করিয়া বাঙ্গলায় বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করে। এইরূপে বাদসাহের অনুমতি পাইয়া ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য বিষয়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদিগের স্বার্থ এরূপ বৃদ্ধিত যে, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে সক্ষম হইত না। ক্রমে বঙ্গদেশ মধ্যে তাহাদের ক্ষমতা অপরিসীম হইয়া উঠে। তাহারা তাহাদের বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিত।

ইব্রাহিম খাঁর রাজত্ব সময়ে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম বঙ্গে এক বিদ্রোহের সূচনা হয়। সভাসিংহ, রহিম খাঁ প্রভৃতি সেই বিদ্রোহের নেতা হয়। ইব্রাহিম খাঁ তাহাদিগকে দমন করিতে অশক্ত হইলে, বাদসাহ স্বীয় পৌত্র আজিম ওস্বানকে বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া

* "The English in Bengal were equally notorious for their quarrels, the natural outcome of the prevailing eagerness to make money and the spirit of espionage fostered by their masters; who were pleased that their servants should tell tales of one another. The old Viceroy Shayesta Khan call them a company of base quarrelling people and faul dealors and our great modern authority will not gain say that the Nawab had good grounds for his assertion."

(Wilson's Early Annals of the English in Bengal vol.I. p. 66)

প্রেরণ করেন। আজিম ওশ্বান বিদ্রোহ শান্ত করিয়া বাংগলার শাসন কার্যে ব্যাপৃত হন। ইংরেজেরা তাঁহাকে ১৬ হাজার টাকা নজর দিয়া সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের ভূমি ক্রয় করার আদেশ লাভ করে, এবং তথায় সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণের সূচনা হয়। পূর্বে যে দুর্গ ছিল, এক্ষণে তাহা পরিবর্তিত হইয়া ইংলণ্ডাধীশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়ম আখ্যা ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন ইংরেজেরা আজিম ওশ্বানের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবারও আদেশ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তাহাদের দুইটী কোম্পানী এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত ছিল। তাহারা মিলিত হইয়া পরে যুক্ত কোম্পানী নামে অভিহিত হয়। এইরূপে সকল বিষয়ে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় বংগদেশে ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা যারপরনাই প্রবল হইয়া উঠে। যে সময়ে উভয় কোম্পানী মিলিত হইয়া যুক্ত কোম্পানী নাম ধারণ করে, তাহার কিছু পূর্বে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং তিনি তথায় বাংগলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান স্বরূপে অবস্থিতি করিতেন। ইংরেজ বণিকগণ আপনাদিগের বাণিজ্যের পুনঃবন্দোবস্তের জন্য অন্যান্য বণিক অপেক্ষা অল্প নজরানা প্রদান করিয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তীক্ষ্নদর্শী মুর্শিদকুলী তাহাদিগকে সহজে কোনরূপ অধিকার প্রদান করেন নাই। এই সময়ে মোগল-গৌরব-তপন সান্ধ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অস্তমিত হইল। ভারতাকাশে অতি অল্প কাল মাত্র তাহার রক্তরাগ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আসমুদ্র হিমালয় মোগলের গৌরব বিস্তার করিয়া সাহানসাহা আরংগজেব এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহারই সংগে সংগে মোগল-গৌরব বিলয় প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পর্যন্ত তাহার ছায়ামাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। আরংগজেবের মৃত্যুর পরেই ইংরেজদিগের চক্ষের সমক্ষে এক অভূতপূর্ব আলোক দেখা দিল। যে অন্ধকারে মোগল-গৌরব সূর্য মিলাইয়া গেল, ইংরেজ বণিক তাহারই মধ্য হইতে দিব্যালোক দেখিতে পাইল। সে আলোকে তাহাদের চক্ষু ঝলসিত হইয়া গেল, কিন্তু ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিল না যে, সেই আলোকের মধ্যে কঠোর বজ্র লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহার পর ইংরেজেরা আপনাদের বাণিজ্যের নানা প্রকার

সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সংগে সংগে ক্ষমতাপ্রসারেরও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মুর্শিদকুলী তাহাদিগকে উত্তমরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেওয়ান হইতে ক্রমে নবাব নাজিম হন। ইংরেজেরা সহজে তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভাগ্য যাহাদের সহায়, তাহারা সংসারে সহজেই জয়লাভে সমর্থ হয়। আরংগজেবের পরিত্যক্ত ময়ূরাসনে দুই একজন বাদসাহের উপবেশনের পর ফরখ্সের সমাসীন হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজ বণিককে সেই আসনের পাশে টানিয়া লইয়া গেলেন। ইংরেজ চিকিৎসকের ইন্দ্রজালে এবারও মোগল বাদসাহ আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ও ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যের ও সাম্রাজ্যের পথ সুগম করিয়া দিলেন। নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বাদসাহ আরংগজেবের মৃত্যুর পর হইতে ইংরেজ বণিকগণ আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও সুচতুর মুর্শিদকুলী খাঁর সুতীক্ষ্ন দৃষ্টির প্রভাবে কোনরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা বাদসাহ ফরখ্সেরের দরবারে দূত প্রেরণ করে। সর্মান সাহেব নেতা হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাঁহার সংগে ডাক্তার হামিল্টন নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসকও ছিলেন। বাদসাহ ফরখ্সেরের সহিত মাড়বাররাজ অজিতসিংহের কন্যার বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বাদসাহ একটি ব্রণে অত্যন্ত কষ্ট পাওয়ায় বিবাহের বিলম্ব ঘটিয়া উঠে। দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহার কোনরূপ প্রতিকার করিতে না পারায়, ইংরেজ চিকিৎসক হামিল্টন বাদসাহের নিকট আহূত হন। তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসায় বাদসাহ সত্বর আরোগ্যলাভ করেন, ইহাতে বাদসাহ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া খেলাত প্রদান পূর্বক তাঁহার কিছু প্রার্থনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। হামিল্টন তদুত্তরে ইংরেজ কোম্পানীর আবেদন মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেন। বাদসাহ তাহাতে সম্মত হইয়া ইংরেজ বণিকদিগকে এক ফর্মান বা সনন্দ দিবার আদেশ দেন। সেই সনন্দের প্রথম দফায় লিখিত ছিল যে, "কলিকাতার অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত দস্তক বা ছাড়পত্র দেখিলে বাংগলার সরকারী কর্মচারিগণ কোন প্রকার ছল ধরিয়া উক্ত পত্রের লিখিত দ্রব্যাদি আটক বা পরীক্ষা করিতে পারিবেন না।" তদ্ভিন্ন তাহাদিগকে আরও অধিকার দিবার বিষয় উল্লিখিত হয়।

শেষোক্ত অধিকারগুলি তাহারা মুর্শিদকুলীর কৌশলে প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু উক্ত প্রথম দফার বলে তাহারা বঙ্গদেশে অবাধ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। মুর্শিদকুলী তাহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশলে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ইংরেজেরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনাদের অবাধ বাণিজ্য পরিচালনে সচেষ্ট হয়। উক্ত ফর্মানে তাহারা কোন কোন বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশের জন্যও আদেশ পাইয়াছিল। এইরূপে ইংরেজ কোম্পানী বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশেষরূপে সুবিধা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গরাজ্যে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়। মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর তাহারা আপনাদের বাণিজ্যের পথ আরও সুগম করিয়া তুলে। এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণ এরূপ অর্থোপার্জন করিত যে, তাহারা বিলাসিতায় মুসলমান বাদসাহ নবাবগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।* মুর্শিদকুলীর পর যাঁহারা নবাব হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরেজ বণিকগণের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিপাত না করিলেও মুর্শিদাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবাব আলিবর্দি খাঁ বঙ্গরাজ্যের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিলে বিলাসী ও স্বার্থপর ইংরেজ বণিকগণ তাহার তীক্ষ্নদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। নবাব আলিবর্দি তাহাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে বাণিজ্যের সুবিধা হওয়ায় ইংরেজেরা দেশমধ্যে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। নবাব আলিবর্দি খাঁর ন্যায় নীতি-বিশারদ নবাবের রাজত্বসময়েও তাহারা আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারে পরাঙ্মুখ হয় নাই। সেই সময়ে দেশমধ্যে অবাধবাণিজ্যে তাহারা অন্যান্য বণিকগণকে পরাজিত করিয়াছিল। বিশেষত ফরাসীদিগের সহিত তাহাদের শত্রুতা থাকায় তাহারা জাহাজাদি অধিকার ও লুণ্ঠন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বণিকগণের প্রতিও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিত না। অন্যান্য বণিকদিগের প্রতি এইরূপ অত্যাচারের জন্য নবাব আলিবর্দি খাঁ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন।† আর্মেনীয়-

* Marshman's History of Bengal.

† আমরা এস্থলে নবাবের একখানি পরোয়ানা প্রদান করিতেছি :—

দিগের প্রতি অত্যাচারের জন্য তাহাদিগকে একবার ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল।* নবাব আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকালে অন্ত-বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্যই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার রাজত্ব-কালে তন্তুবায়েরা অবাধে আপনাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত। তাহাদের প্রতি সরকার হইতে কোন রূপ অত্যাচার হইত না। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, মোগল প্রভৃতি নানা দেশীয় লোক ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া জলপথে ও স্থলপথে দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিত। তজ্জন্য বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইংরেজ বণিকগণ কেবল আপনাদেরই সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অতএব কেবল যে তাহারা এদেশে বাণিজ্য-ব্যাপারেই লিপ্ত থাকিবে নবাব আলিবর্দি তাহা মনে করেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা কালে

"Translate of the Nabab's porwannah to Governor Barwell received the 9th January 1749.

The Syads, Moghals, Armenians &c merchants of Hooghly have complained that lakhs of goods and treasure with their ships you have seized and plundered, and I am informed from foreign parts that ships bound to Hooghly you seized on under pretence of their belonging to the French. The ship belonging to Antoney with lakhs on board from Mochie and several curiosities sent me by the sheriff of that place on that ship you have also seized and plundered. These merchants are the Kingdom's benefactors. Their Imports and Exports are an advantage to all men and their complaints are so grievous that I cannot forbear any longer giving ear to them.

As you were not permitted to commit piracies therefore I now write you that on receipt of this you deliver up all the merchants goods and effects to them as also what appertains unto me; otherwise you may be assured a due chastizement in such manner as you least expect.

(Long's Selections from the unpublished records p. 17.)

* Longs Selections p. 18.

"রাজারাজ্য ব্যবসায়" আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভারতক্ষেত্রকে বাণিজ্যাগার করিয়া তুলিবে।

"সামান্য বণিক এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়,
রাজারাজ্য ব্যবসায়,
বিপণী সমরক্ষেত্র অস্ত্র বিনিময়।"

সুচতুর তীক্ষ্নদর্শী নবাব আলিবর্দি খাঁ ইহাই বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি অন্তিম কালে স্বীয় স্নেহপাত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, 'তুমি যেরূপে পার প্রথমে এই ইংরেজ বণিকদিগকে পদদলিত করিবে; নতুবা তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। আমি জীবিত থাকিলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন করিতাম। ইংরেজেরা এতদ্দেশে অর্থোপার্জনের জন্য আসিয়াছে। রাজ্যলিপ্সা ও অর্থপিপাসা খৃষ্টান-দিগের অন্তরের বিষয়। তাহারা ঐশ্বরিক উপদেশ মান্য করে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা অনন্তজীবন বা অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিশ্বাস করার ভান করে, তাহারই বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে।' এই সমস্ত বিষয় নির্দেশ করিয়া তিনি ইংরেজদিগকে দমন করিবার জন্য সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান।* সিরাজ তাঁহার উপদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে নিপতিত হইয়া তিনি শক্তিহীন হইয়া পড়েন ও ইংরেজরা প্রাধান্য লাভ করিয়া সোনার বাংলা ছারখার করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

* My son the power of the English is great; reduce them first; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country is not yours. I would have freed you from this task, if God had lengthened out my days. The work, my son, must now be yours. Reduce the English first; if I read their designs aright., your dominions will be most in danger from them. They lately have conquered Angria and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the same thing to you; they make not war among us for justice but

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ইংরেজেরা বাণিজ্য বিষয়ে নানাপ্রকার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে আপনাদের ক্ষমতা প্রচার করিতে আরম্ভ করে। সায়েস্তা খাঁ, মুর্শিদকুলী খাঁ, বা আলিবর্দি খাঁর ন্যায় নবাবগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহাদের উপর নিপতিত হইলেও তাহারা আপনাদের প্রাধান্য সংকোচের কথা দূরে থাকুক বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। নবাব আলিবর্দি খাঁ তাহা সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সিরাজকে এইরূপ উপদেশ দিয়া যান। এই সময়ে ইংরেজেরা কলিকাতার দুর্গাদি সুদৃঢ় করিয়া আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট হয়। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ইংরেজদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি ইংরেজদিগের প্রতি প্রথমে এই তিন আদেশ পাঠাইলেন—(১) তাহারা তাহাদের নবগঠিত দুর্গপ্রাকারাদি ভূমিসাৎ করিবে। (২) নবাবের অধীনস্থ কোন লোককে স্থান দান করিবে না। এবং (৩) তাহারা দস্তক অর্থাৎ বিনা শুল্কে দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানির আদেশ পাওয়ার জন্য সরকারের যাহা ক্ষতি করিয়াছে তৎসমুদায়ের পূরণ করিবে। ইংরেজেরা তাহাতে কর্ণপাত না করায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে কাশীমবাজার কুঠী অধিকার করিয়া কলিকাতা আক্রমণে অগ্রসর হন। কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব কুক্কুরের ন্যায় পলাইয়া যান।

for money. It is their object, all the Europeans come here to enrich themselves, and on pretence of private contests between their kings, they have seized the country of the king and divided the goods of his people between them. Love of dominion and gold hath laid fast hold of the souls of the Christians and their actions have proclaimed over all the East, how little they regard the express precepts they received from God. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves and suffer them not to have factories or soldiers. If you do the country will be theirs and not yours. They who,we see, are every day using their policy and their power, against what they themselves say is the law at the Most-High, are only to be restrained by force."

(An Enquiry into our national conduct to other countries.)

কিন্তু তাঁহার সহকারী হলওয়েল দুর্গে অবস্থিত করিয়া নবাব-সৈন্য কর্তৃক বন্দী হন। অবশেষে তিনি শৃংখলাবদ্ধ হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতা পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে আডমিরাল ওয়াট্‌সন ও কর্নেল ক্লাইব কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমাগত হন। ওয়াট্‌সন সাহেব কেণ্টনামক জাহাজ হইতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এই-রূপ ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডেশ্বর আমাকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও তদ্বিষয়ক অধিকারাদি রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার রাজার প্রজাবর্গ কর্তৃক বাণিজ্য ব্যবসায়ে মোগল সাম্রাজ্যের যে কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে উক্ত কোম্পানীর কুঠী আক্রমণ করিয়া তাহার কর্মচারিগণকে বিতাড়িত, বন্দী ও তাহাদের সমস্ত লুণ্ঠন ও অনেককে মৃত্যুমুখে পতিত করিয়াছেন। আমি উক্ত কোম্পানীর কর্মচারিগণকে তাহাদের কুঠীতে স্থাপন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি, এবং আশা করি, আপনি তাহাদের অতীত অধিকারসমূহ পুনঃ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন। ইংরেজেরা আপনার রাজ্যে অবস্থিত করায় কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা আপনি অবশ্য জ্ঞাত আছেন। তজ্জন্য আমি নিঃসংকোচে আশা করি, তাহাদের যে সমস্ত ক্ষতি হইয়াছে, আপনি তাহা পূরণ করিবেন; এবং তদ্দারা সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া ইংলণ্ডাধিপের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।" * ওয়াট্‌সনের পত্র পাইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলাও

* The king my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet to protect the East India Company's trade, right and privilages. The advantages resulting to the Moghal's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects are too apparecet to need enumerating; how great was my surprize, therefore, to hear you had marched against the said Company's factories with a large army and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects amounting to a large sum of money and killed great numbers of the king my master's subjects.

I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their former factories and houses and hope

তাহার এক সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাহারও মর্ম প্রদান করিতেছি। নবাব লিখিয়াছিলেন যে, "আপনি আমাকে লিখিয়াছেন যে আপনাদের রাজা ভারতে কোম্পানীর বন্দোবস্তী স্থান ও ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য স্বত্বাধিকারাদির রক্ষার জন্য আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার পত্র প্রাপ্তিমাত্র আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম, বোধ হয় সে পত্র আপনার নিকট পেঁছে নাই, তজ্জন্য আমি পুনরায় লিখিতেছি। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, কোম্পানীর অধ্যক্ষ রজার ড্রেক আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং আমার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সে দরবারের পরীক্ষা হইতে পলায়িত বাদসাহের প্রজাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছে। আমিও তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। যদি কোম্পানী অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আমার তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে আদেশ দিবার ইচ্ছা আছে। এতদ্দেশের ও তাহার অধিবাসীদিগের কল্যাণের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। যদি আপনি কোম্পানীর পুনঃ স্থাপনের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আর একটি অধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন; তাহা হইলে তাহারা পূর্বে যে বাণিজ্যাধিকার ভোগ করিত, আমি এক্ষণে তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। যদি ইংরেজেরা বণিকগণের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আমার আদেশ মান্য করে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আমার অনুগ্রহ, আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"* ইহার পর আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন্‌ ও কর্নেল

to find you willing to restore them their ancient rights and immunities ; as you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country. I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and by that means put an amicable end to the troubles & secured the friendship of my King, who is a lover of peace, and delights to act in equity. What can I say more ?

From on board his Britannic Majesty's ship Kent at Fulta. The 17th Dec. 1756.

* Sirajah Dowlah's letter to Admiral Watson. January 13. 1757.

ক্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার একটি দফাতে লিখিত ছিল যে, বংগদেশে জলপথে ও স্থলপথে যে সমস্ত মালামাল ইংরেজদিগের দস্তক লইয়া যাতায়াত করিবে, তাহাদিগের প্রতি ঘাটওয়ালা, চৌকীদার বা জমিদারেরা কোন রূপ কর বা শুল্ক ধার্য করিতে পারিবে না। ইহার পর তিনি জমীদার ও তাহার কর্মচারিগণকে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের জন্য সাহায্য করিতে পরওয়ানা দেন। এই আদেশ হইতেই বাংগলার সর্বনাশের সূত্রপাত হয়। ইংরেজেরা যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশীয় শিল্পিগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। বাস্তবিক এই সময় হইতে সোনার বাংগলা ছারখারের সূচনা হয়। আমরা পরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের সন্ধি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহারা তলে তলে আপনাদের ক্ষমতা প্রচারের চেষ্টা পাইতে

You write me that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trade, rights and privileges ; the instant I received this letter. I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again. I must inform you that Roger Drake, the Company's chief in Bengal acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority, he gave protection to the king's subjects who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid but to no purpose. On this account I was determined to punish him and accordingly expelled him my country. But it was my inclination to have given the English Company permission to have carried on their trade as formerly, had another chief been sent here : for the good therefore of these provinces and the inhabitants I send you this letter and if you are inclined to re-establish the Company, only, appoint a chief and you may depend upon my giving currency to their commerce upon the same terms as heretofore enjoyed. If the English behave themselves like merchants, and follow my orders they may rest assured of my favour, protection and assistance.

The slave of Allamgeer, King of Indostan, the mighty conqueror, the lamp of riches, Shah Kuly Khan, The most valiant amongst warriors."

লাগিল। নবাবের আদেশপত্রে যেমন তাহারা দেশমধ্যে অবাধ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিল, সংগে সংগে রাজনৈতিক ব্যাপারেও তাহারা প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ইহারা হুগলী অধিকার করিয়া ফরাসীদিগের নিকট হইতে চন্দননগর অধিকার করে। অবশেষে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে এরূপ অসীম সাহসী দেখিয়া বাংগলার কতিপয় কুলাংগার সিরাজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের অবতারণা করিয়া ইংরেজদিগের সহায়তা লাভে সচেষ্ট হয়। তাহাদের সাহায্য লাভ করিয়া ইংরেজবণিক নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইচ্ছা করে। বাংগলার উক্ত কুলাংগারগণ ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ বণিক বংগদেশে প্রাধান্য স্থাপিত করিতে পারিলে, বাঙ্গলায় অশেষ প্রকার কল্যাণের স্রোত প্রবাহিত হইবে। ইহা মনে করিয়া তাহারা সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজ দিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, ইংরেজ বণিক প্রথমে তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া পরে তাহাদিগকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। ইহার পর পলাশীর বিশাল প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের একটি রহস্যময় রণাভিনয় সংঘটিত হইল। ষড়যন্ত্রকারিগণের কুহকে সিরাজ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া সাধের মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার জীবনের যবনিকা পতিত হইল। ইংরেজ বণিক মীরজাফরকে ক্রীড়া পুতুল করিয়া সিংহাসনে বসাইল, এবং তাঁহার নিকট হইতে এক বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করিল, তাহাই বর্ত্তমান ২৪ পরগণার মূল। তদ্ব্যতীত বাণিজ্য বিষয়ে নানাপ্রকার সুবিধা লাভ করিয়া দেশমধ্যে শিল্পিগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। মীরজাফরের পুত্র মীরণ একটু স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তজ্জন্য মীরকাসেমের নিকট ইংরেজেরা বাংগলার সিংহাসন বিক্রয় করার চেষ্টা করে। উভয়ে মিলিত হইয়া মীরণকে এ জগৎ হইতে অপসৃত করার বন্দোবস্ত হইল। মীরণ এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইলেন। রাষ্ট্র হইল, বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু আজিও ঐতিহাসিকগণের নিকট রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পরে

মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাসেমকে স্থাপন করা হইল। তাহার পর আবার তাহার সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাহার মূলও ঐ বাণিজ্য ব্যাপার। আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

মীরকাসেমকে সিংহাসন প্রদান করিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ দেশমধ্যে আপনাদের অনেক প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যতীত তাহারা আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায়ের পরিচালনাও আরম্ভ করে। এই উভয় প্রকার বাণিজ্যে বঙ্গদেশে এক ভীষণ অনর্থ উপস্থিত হয়। ইংরেজ বণিকগণ এতদ্দেশের দ্রব্যাদির এত অধিক পরিমাণে শোষণ আরম্ভ করে যে, এ দেশের অধিবাসিগণ অন্যান্য বণিকগণের নিকট অধিক মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিত না। আপনাদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরেজেরা কলিকাতা কাউন্সিল হইতে এইরূপ এক নিয়ম জারি করে যে, তাহাদের অনুমতি পত্র লইয়া বিনা শুল্কে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্য লোকদিগকে অধিক পরিমাণে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হওয়ায় অনেক নৌকা ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ সিপাহীর পরিচ্ছদযুক্ত লোক লইয়া যাতায়াত করিত ও নবাবের কর্মচারীদিগের অনুসন্ধান হইতে নিস্কৃতি পাইত। এইরূপ অবাধ বাণিজ্যে সমস্ত ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। দেশীয় ব্যবসায়িগণ ক্রমে ক্রমে অর্থহীন হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইতে লাগিল। নবাবের রাজস্বেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল, এবং সাধারণ বণিকগণ ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ সিপাহীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অবাধে বাণিজ্যকার্য চালাইতে লাগিল। যে স্থানে নবাবের কর্মচারিগণ অনুমতি পত্রের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা অমনি তাহার নিকটস্থ ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ কর্তৃক ধৃত হইয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে রাজস্বের ক্ষতি হওয়ায় মীরকাসেম কলিকাতা কাউন্সিলে বারংবার লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। গবর্ণর ভান্সিটার্ট কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যদিগকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধও গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে কলিকাতার সভ্যগণের পরামর্শে

ভান্সিটার্ট নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য মুংগেরে নবাবের নিকট গমন করেন। তথায় তিনি নবাবের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসেন যে, যেখানে ইংরেজেরা শতকরা ৯৲ টাকা শুল্ক দিবেন, তথায় দেশীয়দিগকে শতকরা ২৫৲ টাকা দিতে হইবে, এবং ইংরেজদিগের অনুমতি পত্র ইংরেজ অধ্যক্ষগণের স্বাক্ষরিত হইয়া নবাবের রাজস্ব কর্মচারিগণ কর্তৃকও পুনঃ স্বাক্ষরিত হইবে। ভান্সিটার্ট মুংগের হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাউন্সিলে এই সমস্ত বিবৃত করিলেন। কিন্তু সভ্যগণ সে প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। তাঁহারা কেবল লবণের জন্য শতকরা ২।।০ টাকা শুল্ক দিতে চাহিলেন; এবং যেখানে তাঁহাদের লোকের সহিত নবাবের গোলযোগ হইবে, ইংরেজ অধ্যক্ষেরাই তাহার বিচার করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মীরকাসেম কাউন্সিলের এইরূপ মত শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি রাজ্য মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কি দেশীয় কি বিদেশীয় সমস্ত বণিকদিগকে আদেশ দিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ, ২২এ মার্চ তারিখে তিনি কলিকাতা কাউন্সিলে এই সংবাদ লিখিয়া পাঠান। তিনি লিখিয়া দিলেন যে, "ইংরেজ গোমস্তাদিগের অত্যাচারের জন্য এক কপর্দকও শুল্ক আদায় হয় নাই। তাঁহারা আমার কোন কোন কর্মচারীর সহিত গোপনে যোগ করিয়াছেন এবং কাহারও কাহারও নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়াছেন। যে সকল ব্যবসায়ী-দিগের শুল্ক দেওয়া কর্তব্য তাহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের আশ্রয়ের জন্য বিনা শুল্কে ব্যবসায় চালাইতেছে। এই কারণে আমি একেবারে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছি ও চৌকি সকল তুলিয়া দিয়াছি। কারণ, কেবল এই শুল্কের জন্য বিনা কারণে কেন আমার আচরণ নিন্দিত হইবে? যদি আমার কোন কর্মচারী শুল্কের জন্য পীড়াপীড়ি করে, আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। আপনারা ফর্মান ও সনন্দের উপর যে অধিকার স্থাপন করিতে চাহেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমিও এতদ্দেশে বিশ ত্রিশ বৎসর আছি এবং তাহাদের বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। আপনাদের স্মরণ করা কর্তব্য যে, নবাব মীরজাফর খাঁর সময় পর্যন্ত আপনাদের গোমস্তারা কয়েকটি মাত্র দ্রব্যেরই ব্যবসায় করিত।

যদিও আপনাদের সহিত আমার সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি আপনারা গৃহনির্মাণাদির জন্য দশটি বা বিশটি বাহাদুরী কাষ্ঠ আনিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আমার রাজত্বকালে আপনাদের গোমস্তারা এত অধিক গোলযোগ ও এত ক্ষতি করিয়াছে যে, আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে অক্ষম। এই সমস্ত ব্যাপার হইতেই বিবেচনা করিবেন যে, কে অত্যাচারী ও কেই বা অত্যাচারগ্রস্ত ?"* ইংরেজ কর্মচারিগণের স্বার্থপরতা ও অত্যাচারের জন্য নবাব মীরকাসেম যে শুল্ক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক কোন কোন বিবেক-বুদ্ধিপরায়ণ ইংরেজ কর্মচারীও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মীরকাসেমের রাজত্বকালে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর ও কলিকাতা কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। তিনি ও ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব নবাবের শুল্ক রহিত করার আদেশের নিন্দা করেন নাই।†

* The affair of duties is as follows :—On account of the oppression of the English Gomostahs, there has not so much as a single farthing been collected by way of duties. Nay so far from it, you form collusions with some of my people and exact fines from others. And many marchants who ought to pay customs have carried their goods duty free through your protection. Upon this account, I have entirely given up the collection of duties, removed all chokeys wheresoever established. For why should I subject my character to be reproached without cause, on account of duties. If any one of my people shall insist upon duties I will severely punish him. As to what you write of your grounding your rights upon the Firman and former sunnuds. I have been twenty or thirty years in this country and I am perfectly well acquainted with the nature thereof. But you ought to remember that your gomastahs until the time of Meer Mahamed Jaffir Cawn traded only in some certain articles, Nay altho' I stood your friend you were unable to provide ten or twenty timbers from Chittagong for building, but now in my administration your gomastahs make so many disturbances and are guilty of so great injuries that I cannot enumerate them. Judge therefore from these circumstances who is the oppressor and who the oppressed."

† It has however been determined by the majority of the Board, that we shall trade in all articles custom free, as well as

বাংগলার অন্যতম গবর্নর ভেরেলেষ্ট সাহেবও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে ,তাঁহাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ও নবাবের লোকজনের প্রতি তাঁহাদের কর্মচারিগণের অযথা অত্যাচারের জন্য মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।* ইহার পর মীরকাসেমের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসেম অবশেষে ফকিরী গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ মীরজাফর আবার কিছুদিনের জন্য সিংহাসন পাইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব নাজিম হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে কোম্পানী সাহ আলম বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই দেওয়ানী লাভের পর হইতে ক্রমে তাঁহাদের ক্ষমতা দেশমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। এত দিন যাহা অনিশ্চিত ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। দেশের রাজস্ব সংগ্রহের ভার পাইয়া তাঁহারা দেশমধ্যে যথেচ্ছভাবে বাণিজ্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে দেশীয় শিল্পিগণের বিলোপ সাধন হইতে আরম্ভ হইল। তন্তুবায়কুল নির্মূল হইল। অনেক দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে অন্যান্য বণিকদিগেরও সর্বনাশ উপস্থিত হইল। তাহার পর তাঁহারা রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া রাজা

from place to place in the country as in foreign imports and commodities for exportation which resolution being declared to the Nabab he on his part has determined to take off customs in general and lay trade entirely open. We cannot think him to blame in this proceeding nor do we see how he could do otherwise."

(Vansittart's narrative vol. III)

*"A trade was carried on without payment of duties in the prosecution of which infinite oppressions were committed. English agents or gomastahs not contented with injuring the people trampled on the authority of the Government binding and punishing the Nabab's officers wherever they presented to interfere. This was the immediate cause of the ensuing war with Meer Cassim."

(A view of the English Government in Bengal. By Harry Verelest.)

হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশমধ্যেও নানাপ্রকার অত্যাচারের স্রোত-প্রবাহিত হইল। সোনার বাংগলা ছারখার হইয়া গেল। পর প্রবন্ধে আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সোনার বাঙ্গলা ছারখার

বাণিজ্যলক্ষ্মীর কল্যাণবর্ষণে বিশ্ববিজয়ী হইয়া সুচতুর ইংরেজবণিক প্রথমে বাঙলার সর্বেসর্বা হইয়া পরে তাহার রাজরাজেশ্বর হইয়া উঠিল। বাণিজ্য-যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। সোনার বাঙলার সোনার সিংহাসনে তাহাদের অনেক দিন হইতে লোলুপদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ক্রমে সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া না জানি কি ইন্দ্রজাল-বলে তাহাকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিল। পলাশীপ্রান্তরে সিরাজের গৌরব-নিশান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলে ইংরেজ বণিক সোনার বাঙলার সোনার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া অবশেষে নিজেরাই তাহাতে উপবেশন করিল। একহস্তে রাজদণ্ড ও অপর হস্তে মানদণ্ড ধরিয়া ইংরেজ বণিক বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে, আপনাদিগের শাসননীতি প্রচার করিতে লাগিল। রাজনীতি ও বণিকনীতি মিশ্রিত এই অপূর্ব শাসননীতি ভারতের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। নবাব-বাদসাহের বিস্তৃতরাজ্য হইতে শিল্পব্যবসায়ীর ক্ষুদ্র নিকেতন পর্যন্ত তাহার সংবাদ দিন দিন পঁহুছিতে লাগিল। একদিকে বিশ্ববিজয়ী সেনাপতিগণ রাজ্যাধিকারে প্রেরিত হইতে লাগিলেন, অপর দিকে দিগ্বিজয়ী গোমস্তাগণ পণ্যদ্রব্য করায়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে লাগিল। একদিকে অস্ত্রাঘাতে রাজ্য অধিকৃত হইতে লাগিল, অপর দিকে কশাঘাতে পণ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। আর্তনাদ ও রক্তপাত উভয় দিকেই চলিয়াছিল। এমন বিচিত্র শাসননীতি জগতের আর কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না। রাজনীতি ও বণিকনীতি মিশ্রিত এই অপূর্ব শাসননীতি ইংরেজ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপরতাপূর্ণ

মস্তিষ্কেরই নব আবিষ্কার। ইংলণ্ডের মহাসভা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিচিত্র নীতির সমর্থন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক এই নবাবিষ্কৃত নীতিবলে কোম্পানী বাহাদুর বা তাহাদের ধুরন্ধর কর্মচারিগণ সোনার বাংগলায় যেরূপ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিতে শরীরে রোমহর্ষণ উপস্থিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের অভিনয়ের কথা অনেক ইতিহাসে লিখিত আছে, কিন্তু বাণিজ্য-জগতের সেই ভয়াবহ চিত্র সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা এস্থলে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিতেছি। এরূপ চিত্র জগতের ইতিহাসে বিরল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাদসাহ সাহআলমের নিকট হইতে বাংগলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর সোনার বাংগলার প্রকৃত প্রভু হইয়া উঠিলেন। নবাব নাজিম নামমাত্র আপনার অস্তিত্ব রাখিয়া তাঁহাদের আদেশ পালনে রত হইলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ইংরেজ বণিক বহুদিন হইতে আপনাদের ক্ষমতা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল। নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া পরে তাহারা সেই চেষ্টাকে ফলবতী করিয়া তুলে। যদিও পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বংগদেশে তাহাদের ক্ষমতা প্রচারিত হয়, তথাপি কিছুদিন পর্যন্ত তাহারা আপনাদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে সেই ক্ষমতা একেবারে প্রসারিত হইয়া পড়ে। রাজস্বসংগ্রহের সম্পূর্ণ ভার আপনাদের হস্তে লইয়া ইংরেজ কোম্পানী সোনার বাংগলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠে। রাজস্বসংগ্রহের সংগে সংগে তাহারা আপনাদের পূর্ববাণিজ্য ও ব্যবসায়ের পরিচালনে যারপরনাই যত্নশীল হয়। কিন্তু সেই বাণিজ্য পরিচালনের জন্য কোম্পানীর কর্মচারিগণ বংগদেশে যে সমস্ত অত্যাচার প্রবর্তিত করিয়াছিল, তদ্দ্বারা দেশীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পিকুলের সর্বনাশ সাধিত হয়। একদিকে রাজস্ব-কর্মচারিগণ আপনাদের রাজস্বসংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করে, অপর দিকে কোম্পানীর বাণিজ্য-বিভাগের গোমস্তাগণ লোকের প্রতি অযথা উপদ্রব করিয়া দেশমধ্যে এক মহতী অশান্তির অবতারণা করিয়াছিল। কিরূপে দেশমধ্যে সেই অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া-

ছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া বাংগলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিম তখনও বাংগলার শাসনকর্তৃরূপে বিরাজ করিতেছিলেন ও বাদশাহ সাহআলমও ভারতের সম্রাটরূপে এই সমস্ত প্রদেশের কর গ্রহণেও বিরত হন নাই। দেওয়ান ও নাজিমের হস্তে রাজস্ব ও শাসনের ভার ন্যস্ত থাকায় দেশমধ্যে একপ্রকার দ্বৈধশাসন প্রবর্তিত হয়। রাজস্ব সম্বন্ধে গোলযোগ হইলে দেওয়ান তাহার প্রতিকার করিতেন, অথচ ফৌজদারী বিচার নাজিমের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। এই প্রকার শাসনে সাধারণ লোকেরা দেওয়ান ও নাজিমের মধ্যে কে দেশের রাজা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। যদিও কোম্পানী বাহাদুরকে রাজস্ব বিভাগের সর্বেসর্বা ও দেশমধ্যে তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাদিগকেই প্রভু বলিয়া মনে করিত, তথাপি পুরাতন সংস্কারানুসারে নবাব নাজিমকেও একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিত না। সাধারণ লোকের এরূপ ভাবের জন্য দেশমধ্যে নানারূপ গোলযোগের অবতারণা হইয়াছিল। দ্বৈধশাসনের জন্য লোকের মনে নানারূপ ভাবের উদয় হইলেও সকলেই কোম্পানীবাহাদুরকে আপনাদের প্রভুরূপে বুঝিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারিগণের বা গোমস্তাদিগের সহিত অবিরত সংস্রবে তাহাদিগের হৃদয়ে কোম্পানী বাহাদুরের বিরাট-মূর্তি সর্বদাই জাগিয়া উঠিত, নবাব নাজিমের ছায়া পর্যন্তও স্থান পাইত না। তথাপি দেশে প্রকৃত রাজা কে, অনেক দিন পর্যন্ত ইহা তাহারা স্থির করিতে পারে নাই। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের অত্যাচারে তাহারা যারপরনাই জর্জরিত হইয়া পড়ে।

রাজস্বসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর রাজস্ব আদায়ের নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহাদের কর্মচারিগণ অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইয়া উঠিল। অবশ্য তাহাদের স্বার্থপরতাই ইহার একমাত্র কারণ। তাহাতে কোম্পানীর যে ক্ষতি হইত, সে বিষয়ে তাহারা কোনরূপ দৃষ্টিপাত করিত না। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে

সন্তুষ্ট করিবার জন্য অধীন বেনিয়ান বা গোমস্তাগণ তাহাদিগকে অনেক অর্থ প্রদান করিত, তদ্দ্বারা তাহারা আপনাদের পদ স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছিল। জমিদারেরাও কোম্পানীর ক্ষমতাশালী কর্মচারিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুপরিমাণে অর্থবৃষ্টি করিতেন। এই সমস্ত অর্থসংগ্রহের জন্য দরিদ্র প্রজাগণের উপর যে নানারূপ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা বোধ হয়, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সেই অত্যাচারের স্রোত কিরূপ বেগে বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে দেবীসিংহ প্রভৃতির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যক রূপেই অবগত আছেন।* ক্রমে দরিদ্র প্রজাবর্গের অবস্থা শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইলে এবং জমিদার ও গোমস্তাগণের অবিরাম শোষণে তাহাদের ধ্বংসের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল, তাহারা চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। ক্রমে ভূমিকর্ষণের জন্য তাহারা তাগাবী বা অগ্রিম টাকা লইতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ী বা ধনী লোকেরা তাহাদিগকে এ সময়ে তাগাবীর ঋণ দিতে সাহসী হয় নাই। কারণ বঙ্গদেশে দ্বৈধশাসন প্রবর্তিত হওয়ায় তাহারা কাহাকে প্রকৃত জামিন মনে করিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যদিকে কোম্পানীর গোমস্তাগণ তাগাবী প্রদান করিতে আরম্ভ করায় দরিদ্র প্রজাবর্গ তাহাদের নিকট ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে তাহা লইতে সাহসী হইত না, এবং তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সকল গোমস্তাদিগের নিকট হইতে তাগাবী লইতে হইত।† যাহা হউক এই তাগাবীর

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর দেবীসিংহ দেখ।

† "And it must be equally obvious that the encouragement so necessary for agriculture in Bengal is at present less than even it has been; for the merchants and other men of property among the natives for want of due security under this double Government dare not lend money upon Tagaby, as before, to the cultivators of the soil, nor dare the latter receive it from any others than the English Collectors and Banyans which when they do, it is reluctantly," (Considerations on Indian Affairs.— William Bolts, Merchant and Alderman or Judge of the Hon. The Mayors Court of Calcutta. 2nd Edition p. 161.)

বন্দোবস্তের জন্য প্রজাবর্গের কষ্টের অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। কিন্তু অবিরাম শোষণে তাহারা যারপরনাই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সকল প্রজাবর্গের মধ্যে আবার অধিকাংশই শিল্পী ছিল। তাহারা শিল্পকার্য ও কৃষিকার্য এই উভয়বিধ ব্যাপারে আপনাদের জীবিকানির্বাহ করিত। কোম্পানীর কর্মচারিগণের অত্যাচার ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য তাহারা শিল্পদ্রব্য যোগাইতে এরূপ ব্যস্ত থাকিত যে, ভূমিকর্ষণের প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিবার অবসর পাইত না। কাজেই যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে পারিত না। রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইলে তাহারা কোম্পানীর কর্মচারিগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া আপনাদের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়াও রাজস্ব পরিশোধ করিত। তাহাতেও নিস্তার না পাইয়া অবশেষে তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত।* রাজনীতি ও বণিকনীতির দ্বিমুখ শাণিত অস্ত্রে বঙ্গের প্রজাবর্গ দিন দিন খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর রাজস্বেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল।

কোম্পানীর কর্মচারিগণের ক্ষমতা বর্ধিত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহারা কতকগুলি দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে। তজ্জন্য দেশীয় কি বিদেশীয় অন্যান্য বণিক ও ব্যবসায়িগণের সর্বনাশ সাধিত হয়, এবং যাহারা সেই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করিত, তাহাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে থাকে। কারণ দেশমধ্যে ক্রেতাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় তাহাদিগকে অল্প মূল্যেই দ্রব্যাদি দিতে বাধ্য হইতে হইত। এই

* "The oppressions and monopolies in trade which have been introduced of late years but particularly within the late seven, have been the principal causes of such a decrease in the real revenues of Bengal, as may shortly will be most severely felt by the Company. For the Ryots, who are generally both landholders and manufacturers by the oppressions of gomastas in harrasing them for goods are frequently rendered incapable of improving their lands and even of paying their rents; for which on the other hand they are again chastised by the officers of the revenue and not unfrequently have by those harpies been necessitated to sell their children in order to pay their rents or otherwise obliged to fly the country." (Bolts).

সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে লবণ, সুপারি ও তামাক এই তিনটি প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে দেশ মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণ ও তাহাদের অধীনস্থ গোমস্তাগণ নিরীহ প্রজাবর্গের প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছিল তাহা জগতের কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না।* কোম্পানীর কর্মচারিগণের আদেশে কেহ দেশীয় বা বিদেশীয় কোন বণিক বা ব্যবসায়ীর নিকট এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিত না। অথবা সাধারণ লোকে তাহাদের নিকট হইতে সে সমস্ত ক্রয় করিতে পারিত না। যাহারা এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করিত কোম্পানীর কর্মচারিগণ তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিয়া, পরে সমস্তই নিজেরা গ্রহণ করিত এবং তজ্জন্য তাহারা উপযুক্ত রূপ মূল্য বা পারিশ্রমিক পাইত না। এদিকে সেই সমস্ত দ্রব্য সাধারণের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। ইহাতে সাধারণকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশ মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা না থাকায় প্রাত্যহিক ব্যবহার্য এই সমস্ত দ্রব্য বাধ্য হইয়া অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইত। আবার যাহারা তাহা প্রস্তুত বা উৎপাদন করিত, অগ্রিম অর্থ লইয়া যদি তাহারা সেই পরিমাণে দ্রব্য প্রদান করিতে না পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করা হইত। তাহাদিগকে নানা প্রকারে নির্যাতিত করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইত। অনেকে তজ্জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। উপযুক্ত পরিমাণে এই সমস্ত দ্রব্য না পাওয়ায় অধিক পরিমাণে তাহাদের মূল্য নির্দিষ্ট হইত। কাজেই সাধারণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা যে কতদূর

* "We come to consider a monopoly the most cruel in its nature and most destructive in its consequences to the Company's affairs in Bengal of all that have of late been established there. Perhaps it stands unparalleled in the history of any Government that ever existed on earth, considered as a public act, and we shall be not less astonished when we consider the men who promoted it, and the reasons given by them for the establishment of such exclusive dealings in what way there be considered as necessaries of life." (Bolts)

দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। এইরূপ একচেটিয়া ব্যবসায়ে অন্যান্য বণিক ও ব্যবসায়ী, শিল্পী ও জনসাধারণ সকলেরই পক্ষে এক মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারিগণের নির্দয় অত্যাচার দেশমধ্যে হাহাকার আনয়ন করিয়াছিল।

মীরকাসেমের সময় হইতেই এইরূপ একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ হয়, এবং তাঁহার সহিত যে সমস্ত বাণিজ্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, এই তিনটি প্রাত্যহিক ব্যবহার্য দ্রব্যের এক চেটিয়া ব্যবসায় তাহাদেরই অন্তর্গত। মীরকাসেমের পর মীরজাফর, তাহার পর নজমউদ্দৌলা, নবাব নাজিম হইলেও উহাদের একচেটিয়া ব্যবসায় সমভাবে চলিতেছিল। এই সময় ক্লাইব সাহেব ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।—"গবর্ণর ও কাউন্সিল এবং অন্যান্য কর্মচারিগণের লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায়ের দ্বারা নবাবের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় এবং গবর্ণর ভান্সিটার্ট কর্তৃক আমাদের গোমস্তাদিগের প্রতি দেশীয় কর্তাদিগের তত্ত্বাবধান ও অধিকারের ক্ষমতা বিস্তৃত হওয়ায় গত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমস্তই নবাবের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিয়াছিল। মুসলমানদিগের মিতাচার ও ন্যায়পরতার প্রতি বিশ্বাস করা অসম্ভব। যদি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বিচার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষ হইতেই তাহা প্রতিপালিত হইবে। সুতরাং লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায় উপস্থিত গোলযোগের অন্যতম কারণ হওয়ায়, আমার বিবেচনায় এই সমস্ত দ্রব্য নবাবকে প্রত্যর্পণ করা উচিত, এবং কোম্পানীর কর্মচারিগণ ইহাদের ব্যবসায় করিতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইবে। তাহাতে সমস্ত অমংগলের মূলোচ্ছেদন হইবে।"* ইহার পর ডিরেক্টরগণ নবাবের সহিত পরামর্শ করিয়া

* "It is likewise true that the encroachments made upon the Nabab's prescriptive rights by the Governor and Council, and the rest of the servants trading in the articles of salt, beetle and tobacoo together with the power given by Mr. Vansittart to subject our gomostas or agents to the juridiction and inspec-

কোম্পানীর ও তাহার কর্মচারিগণের সুবিধানুসারে লবণ প্রভৃতি ব্যবসায় করিবার জন্য আদেশ দেন।

ক্লাইব গুরুগম্ভীরস্বরে কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের নিকট ঘোষণা করিলেন যে মুসলমানদিগের নিকট হইতে মিতাচার ও ন্যায়পরতার আশা করা যায় না; কেবল তাঁহারাই ইহার এক মাত্র মালিক; সেই জন্য তিনি ডিরেক্টরগণকে লবণ, সুপারি, ও তামাকের ব্যবসায় নবাবকে প্রত্যর্পণ করিতে লিখিয়াছিলেন। ডিরেক্টরগণও তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় কর্মচারিগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ধর্মাবতার ন্যায়পর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিগণ কিরূপ ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছিলেন আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি, এবং যিনি মুসলমানদিগের নিন্দাবাদ করিয়া জগতে আপনাদের নিরপেক্ষতার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিও পুনর্বার ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ করিবামাত্র সেই সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে কেমন মিলিয়া গিয়াছিলেন আমরা তাহাও দেখাইতেছি। মুসলমানের বিচার আচারের সাক্ষী ইতিহাস; আকবর, আলিবর্দি ও মুসলমান ছিলেন, ইতিহাসে তাঁহাদের কথাও লিখিত আছে। আবার যিনি আমীরচাঁদকে বঞ্চিত করিবার জন্য জালপত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহারও কথা ইতিহাসে আছে। কোম্পানীর কর্মচারিগণের ন্যায়পরতার বিবরণ ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে আছে। আমরা এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে যে সকল মুসলমান ভ্রাতা তাঁহাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া শ্বেতাঙ্গগণকে দেবতা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ভারতে ব্রিটিশ

tion of the country Gove[illegible]ment, all concerned to hasten and bring on the late troubles; but still the ground work of the whole was the Nabab's independency. It is impossible to rely upon the moderation and justice on Mussalmen. Strict and impartial justice should ever be observed, let that justice come from ourselves. The trading therefore in salt, beetle and tobacoo having been one cause of present disputes, I hope these articles will be restored to the Nabab, and your servants absolutely forbid to trade in them. This will be striking at the root of the evil." (Bolts)

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইবের সম্ভাষণের কথাটা একটু মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের আদেশ আসিলে তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় কর্মচারিগণ লবণ, তামাক, সুপারির ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, ক্রমে তাহা স্থায়ী ভাবে আরম্ভ করিল। এই সময়ে ক্লাইব সাহেবও ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। তাহার পর বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানী গ্রহণ করা হইল। তাহাতে উক্ত একচেটিয়া ব্যবসায় পরিচালনের জন্য তাহাদের যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা সমভাবে উক্ত দ্রব্যসমূহের ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। তাহার লভ্যাংশ কোম্পানীর সরকারে জমা না হইয়া কর্মচারিগণের পেটিকা পূর্ণ করিতে লাগিল। কোম্পানীর কর্মচারিগণ নিজেরা তাহা ভাগ করিয়া লইতে লাগিল। ডিরেক্টরগণের আদেশানুসারে দেওয়ানীগ্রহণের সময় তাহারা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য একটি সমিতি গঠন করিল। উক্ত সমিতি সেই সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি তাহাদের ব্যবসায় করার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল। নবাবের নিকট তাঁহার কর্মচারিবর্গকেও ঐ রূপ আদেশ দিবার জন্য আবেদন করা হইল।* এইরূপে দেওয়ানী গ্রহণের সময় কোম্পানীর কর্মচারিগণ ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য রবার্ট ক্লাইবও সেই সময় বঙ্গদেশে উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিলে, তাঁহার কর্মচারিগণ প্রভুর প্রতি

* "Select Committee 10th August 1765."

That the salt, beetlenut and tobacco product in or imported in Bengal shall be purchased by this established Company public advertisements shall be issued strictly prohibitting all other persons whatsoever, who are dependent on our Government, to deal in these articles.

That application shall be made to the Nabab to issue the like prohibition to all his officers and subjects of the districts where any quantity of either of these articles is manufactured or produced."

একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহারা লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় অবাধে চালাইতেছিল। কিন্তু কোম্পানী দেশের রাজস্বসংগ্রাহকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহারা কোম্পানীকে ঐ সমস্ত দ্রব্যের কিছু শুল্ক প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল।* তাহাতে আবার তাহাদের মূল্য আরও একটু বর্ধিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল।

নিম্নে সেই বিজ্ঞাপনটি প্রদত্ত হইল।—

"Advertisements—The Honorable Court of Directors having thought proper to send out particular orders for limiting the inland trade in the articles of salt, beetlenut, and tobacco, the same is now to be carried on in conformity to those orders by a public society of proprietors to be formed for that purpose ; and an exclusive right to the trade of those articles will be vested in this society by an authority derived from the Company and from the Nabab, all manner of persons dependent upon the Honourable Company's Goverment are hereby strictly prohibited from dealing in any respect directly or indirectly in the articles of salt, beetlenut, or tobacco from the date hereof; that is so say that they shall not enter into any new engagements unless as contractors either for the purchase or sale of those articles with the society of trade. " (Bolts)

* "Select Committee held at Fort William the 18th September 1765.

"Bestowing therefore all due attention to the circumstance of the Company's being at the same time the head and masters of our service, and now come into the place of the country Government by his Majesty's Royal Grant of the Dewanee, it is agreed that the inland trade of the above articles shall be subject to a duty to the Company after the following rates, which are calculated according to the best judgment we can from of the value of the trade in general and the advantage which may be expected to accrue from it to the proprietors.

On salt *thirty five percent* valuing the hundred maunds at the rate of ninety Arcot rupees, and in consideration hereof the present collary duty to be abolished.

On beetlenut *ten percent* on the prime cost.

On tobacco *Twenty five percent* on ditto. (Bolts)

এদিকে কোম্পানীর কর্মচারিগণ আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায় পরিচালনের জন্য এরূপ যত্নশীল হইয়াছিল যে, তজ্জন্য কোম্পানীর অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ সেই কারণে তাঁহাদের কর্মচারিগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করেন যে, তাহারা আর গুপ্ত ব্যবসায় পরিচালন করিতে পারিবে না। তজ্জন্য লর্ড ক্লাইভ কলিকাতার মেয়র আদালতে এক অংগীকার পত্র দাখিল করেন। তাহাতে কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যতীত কর্মচারিগণ স্বতঃ বা পরতঃ কোন রূপেই আর ব্যবসায় করিতে পারিবে না বলিয়া অংগীকার করে।* কোম্পানীর সহিত কোম্পানীর কর্মচারিগণের এইরূপ অংগীকার-পত্র যে রহস্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহাতে কিন্তু জনসাধারণ অব্যাহতি পায় নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের এই সময়ের শাসন-নীতি কেবল জনসাধারণকে ক্রমাগত প্রতারিত করিতেছিল এবং তাহা বড় বড় বাক্যাবলী ও বাহ্যাড়ম্বরের অন্তরালেই অবস্থিতি করিত।† বাস্তবিক দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে দেশ মধ্যে কোম্পানীর ক্ষমতা বদ্ধমূল হইলে তাঁহাদের কর্মচারিগণের প্রভুত্ব দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। কি দেশীয় কি

* This Indenture made the first day of October 1766. Bet. The Limited Company of Merchants of England trading to the East Indies, on the one part; and Robert Lord Clive, Baron Clive of Plassey in the kingdom of Ireland, President and Governor of Fort William in the kingdom of Bengal on the other part.

The said Lord Robert Clive doth hereby for himself, his heirs, executors and administrators covenant, promise and agree to and with the said United Company and their successors that he the said Robert Clive during the time he shall continue to be President and Governor of Fort William aforesaid, shall not directly or indirectly under any pretence or pretext whatsoever carry on or use or exercise any trade or eommerce in the way of merchant or otherwise traffic, adventure, or trade in any commodities whatsoever at, to, in, or from the East Indies, China, Persia, or Mocha, &c.

† "It must appear to a sensible mind that the whole, system of the Government of Bengal at this period was in reality no-

বিদেশীয় সমস্ত বণিক ও ব্যবসায়ী বঙ্গদেশ হইতে একরূপ বিদায় লইতে আরম্ভ করে। সমস্ত দ্রব্য কোম্পানীর কর্মচারিগণের করায়ত্ত হয়। তাহারা সকল দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় না করিলেও প্রকারান্তরে সমস্ত দ্রব্যের প্রতি তাহাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। কেহ তাহাদের সে দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। তাহারা যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, শিল্পিগণকে তাহা সরবরাহ করিবার জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইত। অথচ তাহারা তাহার উপযুক্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক পাইত না। অন্যান্য বণিক ও ব্যবসায়িগণ দূরে বিতাড়িত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে তাহাদিগকে কোম্পানীর গোমস্তাগণের নিকট অল্পমূল্যে সমস্ত বিক্রয় করিতে হইত। তাহার পর সেই সমস্ত দ্রব্য সাধারণের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। যাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার অনুমতি ছিল বা কোম্পানীর কর্মচারিগণ যাহাদের প্রতি কণামাত্র অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, তাহাদিগকে শুল্ক প্রদান করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইত। কাজেই তাহারাও জনসাধারণের নিকট তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত না। এইরূপ ক্ষেত্রে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য জনসাধারণকে যে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হইত তাহা সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। সর্বাপেক্ষা কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্য ব্যবসায় লইয়া দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ আমাদের সোনার বাংলায় কার্পাস ও রেশমের চাষ এবং কার্পাসজাত বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রের শিল্প চলিয়া আসিতেছে। এই শিল্প আমাদের নিজস্ব। সামান্য কাষ্ঠ-নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যুগ-যুগান্তর হইতে এই শিল্পে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছি। বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ শতমুখে আমাদের

other than one continued scene of imposition upon the public under sounding phrases and pompous appearances, perhaps more ridiculous than anything that has been held up under the veil of politics and even exceeding anything exhibited on the theatre of false "religion." (Bolts)

এই নিজস্ব শিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং জগতের আর কোন জাতি এই শিল্পে যে আমাদের সমকক্ষ নহে, তাহা কোন কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।* এই অদ্ভুত শিল্পের জন্য আমরা কাহারও মুখাপেক্ষা করি নাই। জগতের বহুজাতি আমাদেরই মুখাপেক্ষা করিয়াছিল। এখনও আমাদের শ্মশানভস্ম হইতে দেশীয় শিল্পিগণ ইন্দ্রজালবলে যে সূক্ষ্ম ও চিক্কণ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, তাহাতে জগতের সকলজাতি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যায়। ম্যাঞ্চেস্টার বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্যন্ত তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। কেবল বস্ত্রবয়ন শিল্প বলিয়া নহে, এই সমস্ত বস্ত্র রঞ্জিত করার শিল্পও এতদ্দেশের অধিবাসিগণ বিশেষ রূপেই পরিজ্ঞাত ছিল, এবং তাহাদের সেই রঞ্জন-শিল্পের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব উভয়েরই পরিচয়

*"Of the exquisite degree of perfection to which the Hindus have carried the production of the loom, it would be idle to offer any description. As there are few objects with which the inhabitants of Europe are better acquained whatever may have been the attainments in this art, of other nations of antiquity, the Egyptians for example, whose fine linen was so eminently prized, the manufacture of no modern nation can, in delicacy and fineness, vie with the textures of Hindustan. It is observed at the same time by intelligent travellers, that this is the only art which the original inhabitants of that country have carried to any eonsiderable degree of perfection.

[Note—"No art in Hindustan is carried to the same degree of perfection as in Europe except some article in which the cheapness of labour gives them an advantage as in the case of fine muslins of Dacca."]

(Tenman's Indian Recreations i. 104.)

"The people are in a state of gross rudeness, Buchanan informs us in every part of Bengal, where arts have not been introduced by foreignars ; the only one that has been carried to tolerable perfection is that of weaving Journey through Mysore & i 285."

James Mill's History of British India.

পাওয়া যাইত। ইহাও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন।* আজও তাহার অত্যন্ত অভাব ঘটে নাই। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ ও তাহাদের গোমস্তাদিগের অমানুষিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারে এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পের যারপরনাই অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। তাহার পর ইংলণ্ডের বণিকগণ এই শিল্পের অনুকরণে মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রবয়নের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের নিজস্ব এই শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তাই সোনার বাঙ্গলা জুড়িয়া এক শোচনীয় হাহাকার উঠিয়াছে। এই শিল্পের ধ্বংসে দেশের তন্তুবায়কুলের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। তাহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য লোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যাহারা এককালে সমস্ত জগতের আচ্ছাদনের ভার লইয়াছিল, যাহাদের হস্ত-প্রসূত পুঞ্জীভূত বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র শত শত জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ দেশান্তরে, দ্বীপদ্বীপান্তরে নীত হইয়াছিল, আজ তাহারা আপনাদের একমুষ্টি উদরান্ন সংগ্রহের জন্য কি শোচনীয় কষ্ট ভোগই না করিতেছে! এই বস্ত্রবয়ন শিল্পের ধ্বংস হওয়ায় যে কেবল তন্তুবায়কুল নির্মূল হইয়াছে তহাই নহে, বাঙ্গলার সমস্ত সাধারণ পরিবারে ইহার জন্য অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। এই কার্পাস বস্ত্র বয়নের জন্য যে সমস্ত সূত্র প্রস্তুত হইত, বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পরিবারে তাহা প্রতিদিন সম্পন্ন হইত। সাধারণ গৃহস্থের বিধবারা সেই সমস্ত সূত্র প্রস্তুত করিতেন। তদ্দ্বারা অনেক পরিবারের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইত। কিন্তু যে দিন হইতে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর জন্য কার্পাস বস্ত্রবয়ন ও সূত্রের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে সমস্ত পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান উঠিয়া গেল, দেশমধ্যেও হাহাকারের

* "Among the arts of the Hindus, that of printing and dyeing their cloths has been celebrated and the beauty and brilliancy as well as durability of the colours they produce are worthy of particular praise." (Mill's British India.)

এই সমস্ত শিল্প ক্রমে লোপ হইয়া গিয়াছে। যদিও অদ্যাপি তাহাদের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবার আশা নাই। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির আদর না বাড়িলে ইহা একেবারেই লোপ পাইবে।

রোল উঠিল। কেবল রেশম ও রেশমী বস্ত্রের জন্য এদেশের শিল্পীদের দুই এক মুষ্টি অন্ন অদ্যাপি চলিতেছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণের রেশম ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপে দেশের লোকের অন্নে বিশেষরূপ টান পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক, কার্পাস বস্ত্র ও সূত্রের শিল্প এদেশ হইতে একবারে নির্মূল হওয়ায় আমাদের যে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে তাহা সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমে কোম্পানীর কর্মচারিগণ দেশীয় শিল্পিগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া কিরূপে ইহার অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয় ও পরে ইংলণ্ডে এই শিল্পের প্রচার বর্ধিত হওয়ায় কিরূপে ইহার বিলোপ সাধন হয়, আমরা যথাক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

মোগল-রাজত্বকালে বিশেষতঃ আলিবর্দি খাঁর শাসন সময়ে তন্তুবায়গণ স্বাধীন ভাবে আপনাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত। তাহারা উক্ত ব্যবসায়ে আপনাদের মূলধন নিয়োগ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিত ও তাহা স্বেচ্ছামত বিক্রয় করিত। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের প্রথমেও তাহারা সেইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। কিন্তু ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজ কোম্পানীর সন্ধি হইলে কোম্পানীর কর্মচারিগণ তন্তুবায়গণের প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। বিশেষতঃ তাহাদের গোমস্তাগণ এই সময় হইতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহার পর মীরজাফর খাঁর শাসন সময়ে তাহাদের ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে, রাজা মহারাজাকেও তাহাদের আদেশ মান্য করিতে হইত। তাহারা তন্তুবায়গণের প্রতি যদৃচ্ছারূপ আদেশ প্রদান করিয়া যত ইচ্ছা মাল লইত এবং তাহারা যে মূল্য নির্ধারণ করিত তন্তুবায়দিগকে তাহাই লইতে হইত।* কিরূপে কোম্পানীর কর্মচারিগণ তন্তুবায়গণের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিত, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ কোম্পানীর কর্মচারিগণের অধীনে তাঁহারা আপন-আপন

* "In this situation of things as the trade of the Company increased and with it the inland trade of individuals also in a much greater proportion these evils, which at first were

বেনিয়ান নিযুক্ত করিতেন। ঐ বেনিয়ানগণ আবার কতকগুলি গোমস্তা নিযুক্ত করিত, তাহাদের অধীনে কেরাণী, খাজাঞ্চি, পিয়াদা থাকিত। গবর্ণর সাহেব জমীদারদিগকে পরোয়ানা দিতেন যে, ইহাদের কার্যে যেন কোনরূপ বাধা দেওয়া না হয়। বরঞ্চ তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইলে গোমস্তাগণের ক্ষমতা ক্রমেই বর্ধিত হয়। তাহারা সমস্ত আড়ংগে উপস্থিত হইয়া কাছারী করিত, সেখানে দালাল, পাইকার ও তন্তুবায়দিগকে আহ্বান করা হইত। তথায় তাহাদিগকে দাদন দিয়া তাহাদের সহিত চুক্তি করা হইত যে, অমুক সময়ে এত পরিমাণ মাল দিতে হইবে। দাদনের টাকা লইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করা হইত।* দালালদিগকে এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব পত্র রাখিতে হইত। তাহারা কোন বিষয়ের ত্রুটি করিলে অত্যাচার ভোগ করিত। কোম্পানীর সেরেস্তায় এই সকল তন্তুবায়ের নাম লিখিত থাকিত। তাহারা আর কাহারও কাজ করিতে পারিত না। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা এক স্থানে সংগৃহীত হইত এবং যাচনদারেরা তাহার মূল্য স্থির করিত। বাজারে সেই সমস্ত দ্রব্য যে দরে বিক্রীত হইত, যাচনদারেরা তাহা অপেক্ষা শত করা ১৫ হইতে ৪০ পর্যন্ত কম মূল্য স্থির করিত।† এইরূপে তন্তুবায়গণ অত্যাচারে জর্জরিত

scarcely felt, become at last throughout the Bengal provinces and it may with truth be now said that the whole inland trade of the country, as at present conducted and that of the Company's investment for Europe in a more peculiar degree, has been one continued scene of oppressions: the baneful effects of which are severely felt by every weaver and manufacturer in the country every article produced being made a monopoly in which the English with their Banyans and black Gomastas arbitrarily decide what quantities of goods each manufacturer shall deliver and the prices he shall received for them." (Bolts.)

* "And when refusing to take money offered's it has been known they have had it tied in their girdles, and they have been sent away with a flogging." (Bolts)

† "The Jachandars fix upon the goods, are in all places at

হইয়া গোপনে ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিত। কোম্পানীর গোমস্তারা তাহাতে সন্দেহ করিয়া তাহাদের প্রতি পিয়াদা মোতায়েন দিত এবং তাঁতে বস্ত্র বয়ন শেষ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা কাটিয়া লওয়া হইত। বেনিয়ান ও গোমস্তাগণও তন্তুবায়গণের নিকট হইতে বস্ত্র লইয়া গোপনে বিক্রয় করিয়া উত্তমরূপ উপার্জন করিত।

মোগল বাদসাহদিগের রাজত্বকালে নবাব আলিবর্দি খাঁর সময় পর্যন্ত যে তন্তুবায়কুল স্বাধীনভাবে আপনাদের ব্যবসায় পরিচালন করিয়া লোকের নিকট গাঁইট গাঁইট বস্ত্র বিক্রয় করিত, সিরাজদ্দৌলার সময়ে ইংরেজদিগের সহিত তাহার সন্ধি হওয়ার পর হইতে তাহারা অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া শত শত ঘর দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতে তাহাদের কোন নবাব না থাকায় তাহারা কাহারও নিকট প্রতিকারের আশা করিতে পারিত না। কোম্পানীর নিকট তাহাদের লোকের বিরুদ্ধে তাহারা কোন রূপ বিচারের আশা করিত না।*

least fifteen percent and some even forty percent, less than the goods so manufactured would sell foit in the public bazar or market upon a free sale." (Bolts)

* "In the time of the Mogal Government and even in that of the Nabob Allaverdy Khan the weavers manufactured their goods freely, and though there is no such thing at present it was then a common practice for reputable families of Tanty or weaver caste to employ their own capitals in manufacturing goods which they sold freely on their own accounts. There is a gentleman now in England who in the time of that Nabob has purchased in the Dacca province in one morning eight hundred pieces of muslin at his own door as brought to him by the weavers of their own accord. It was not till time of Serajah-al-Dowlah that oppressions of the natives now described, from the employing of Gomastas, commenced with the increasing power of the English Company upon their changing the mode of providing their investment; and the same gentleman was also, in Serajah-al-Dowlah's time, witness to the fact of above seven hundred families of weavers in the districts round Jungulbarry, at once abandoning their country and their professions on account of oppressions of this nature

ক্রমে এই অত্যাচার ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। অল্পমূল্যে তাহাদের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিন দিন তাহাদিগকে নিরন্ন করা হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা পরিত্রাণ পায় নাই। আপনারা ক্রমে দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে উপনীত হইতেছে দেখিয়া যখন তাহারা অন্যত্র বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করিত এবং দালাল ও পাইকারেরা তজ্জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিত, অমনি সকলে কোম্পানীর গোমস্তাগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত। তাহার উপর তাহাদিগকে অনেক টাকা জরিমানা দিতে ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতে হইত। তাহাতেও নিষ্কৃতি না পাইয়া তাহাদের জাতিচ্যুতি ঘটিত। তন্তুবায়েরা আবার মোচলেকা অনুসারে কার্য করিতে না পারিলে তাহাদের জিনিস পত্র আটক করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইত। রেশমের নগদী পাকদার-গণের উপর এরূপ অত্যাচার করা হইত যে তাহাদের মধ্যে অনেকে এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আপনাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অকর্মণ্য সাজিয়া বসিয়া থাকিত। লর্ড ক্লাইবের সময় ইহাদের প্রতি অত্যাচার কিছু অধিক মাত্রায় উঠিয়াছিল। কোম্পানীর সিপাহীগণ সামাজিক নিয়মের পবিত্রতা উল্লংঘন করিয়া সৈদাবাদের আর্মেনীয়গণের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিযুক্ত ঐ সমস্ত নগদী পাকদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কাশীমবাজারে ইংরেজদিগের কুঠিতে লইয়া যাইত।*

which were then only commencing. Since those days the natives have had no Nabob to apply to in cases of oppressions but such as were to dependent creatures of the English Company against whom they could hope for no redress." (Bolts) জঙ্গলবাড়ীর ন্যায় বাঙ্গলার অনেক স্থান হইতে তন্তুবায়গণ আপনাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যায়, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* "With every species of monopoly, therefore, every kind of oppression to manufacturers, of all dinominations throughout the whole country has daily increased in so much that weavers for daring to sell their goods, and Dalals & Pykars for having contributed to or connived at such sales, have by the Company's agents, been frequently seized and imprisoned, confined in irons, fined considerable sums of money, flogged and

তাহার পর কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের আদেশে রেশমশিল্পিগণ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠীতে গিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে হইত। যাহারা তাহার অন্যথাচরণ করিত, তাহারা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। এইরূপ ভয়াবহ অত্যাচার যে জগতের ইতিহাসে বিরল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে দেশের লোকেরা আবহমান কাল হইতে স্বাধীনভাবে আপনাদের ব্যবসায় পরিচালন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিত, রাষ্ট্রবিপ্লবে, ধর্মবিপ্লবেও যাহাদিগের শান্তিভঙ্গ হয় নাই, এই বণিকজাতির প্রভুত্বে ও রাজত্বে তাহারা যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়া পড়ে এবং আপনাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার বিক্রয়—এমন কি স্থানত্যাগ করিয়া বনে জংগলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। যে সময়ে পাঠান মোগলের শাণিত তরবারিতে ভারতবর্ষ বা বংগভূমি রঞ্জিত হইয়াছিল, সে সময়েও তাহাদের কিছুমাত্র রক্ত বসুন্ধরা বক্ষে পতিত হয় নাই, তাহাদের সামান্য আর্তনাদেও বায়ুস্তর ঈষৎ কম্পিত হয় নাই। কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ জাতির রাজত্বারম্ভে একমাত্র বণিকদিগের হস্তে তাহারা কি ভয়াবহ অত্যাচার ভোগ না করিয়াছে! বাণিজ্যের জন্য এরূপ অত্যাচার আর কোন জাতি করিয়াছে কিনা জানি না। রাজ্যস্পৃহা অনেক

deprived in the most ignominious manner of what they esteem most valuable their casts. Weavers also upon their inability to perform such agreements as have been forced from by the Company's agents universally known in Bengal by the name of Mutchulcahs have had their goods seized and sold on the spot to make good the deficiency; and the winders of raw silk called Nagads have been treated also with such injustice that instances have been known of their cutting of their thumbs to prevent their being forced to wind silk. This last kind of workmen were pursued with such rigour during Lord Clives late government in Bengal from a zeal for increasing the Company's investment of raw silk that most sacred laws of society were atrociously violated; for it was a common thing for the Company's sepoys to be sent by force of arms to break upon the houses of the Armenian merchants established at Sydabad (who have from time immemorial been largely concerned in the silk trade and forcibly take the Nagads from their work and carry them away to the English factory." (Bolts)

জাতিকে রক্তপিপাসু ও অত্যাচারী করিয়া তুলে ; কিন্তু বাণিজ্য-পিপাসায় যে লোকে রাক্ষসী মূর্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, তাহা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যতীত আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। যে কার্পাস বস্ত্রবয়নের জন্য ভারতবাসী—বিশেষতঃ বংগবাসী জগতে চিরবিখ্যাত ছিল, এইরূপ ঘোরতর অত্যাচারে তাহাদের সর্বনাশ সাধন—এবং ক্রমে তাহাদের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া ইংরেজ বণিক স্বদেশে তাহার আয়োজন আরম্ভ করে। তাই সোনার বাংগলা ছারখার হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তন্তুবায়গণের প্রতি এরূপ ভয়াবহ অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া অনেক মহাপ্রাণব্যক্তি ইংরেজের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার তন্তু-বায়গণের প্রতি কোম্পানীর গোমস্তাদিগের অত্যাচারের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় কলিকাতা কাউন্সিল তাঁহাকে কোম্পানীর শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।* ইংরেজ বণিকের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া দেশের লোকের উপকার করিতে গিয়া তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া অবশেষে এক মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁহাকে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বিচক্ষণম্মন্য পণ্ডিতগণ সেই রাক্ষসপ্রকৃতি ইংরেজগণের পক্ষ সমর্থনার্থ নন্দকুমারকে

* "Nabob Mirjaffer has entered into an agreement with us that he or his officers should on no account interfere with the acts and conduct of the Factors and Gomastas of the East India Company and that those Factors and Gomastas should be allowed perfect liberty to act just as they pleased in furtherance of the commercial interests of the Company. But a wicked Brahmin named Nundcummar, notwithstanding the remonstrances of his master, the present Nabob of Murshidabad, always stands between the Company's servants and the weavers who take advances from them. This man makes frequent complaints that the weavers are being oppressed by the servants and Gomastas of the East India Company. He has no right to make any such complaints when the Company's servants are authorised by the Nabob himself to deal with the weavers just as they please in fuartherance of their most lawful trade. Nundcummar is really an enemy of the East India Company."

অথবা গালিবর্ষণ করিয়া, গ্রন্থকলেবর বর্ধিত করিতে লজ্জাবোধ করেন না। সে যাহা হউক, এইরূপ ভীষণ অত্যাচারে বাংগলার তন্তুবায়কুলের যে ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কার্পাস বস্ত্রের সহিত কার্পাসেরও একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতে কোম্পানীর কর্মচারিগণ ত্রুটি করেন নাই। এই সময়ে বাংগলায় যথেষ্ট কার্পাস জন্মিত। তাহার প্রতি মণের মূল্য ১৬ টাকা হইতে ১৮ টাকা পর্যন্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত গংগা ও যমুনা দিয়া জলপথে উত্তর-পশ্চিম হইতে অনেক তূলার আমদানী হইত। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ সুরাট ও বোম্বাইএর তূলা আমদানী করিতে আরম্ভ করায়, তাহারও একচেটিয়া করেন। কাজেই বাঙলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তূলার ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মহম্মদ রেজা খাঁ কাউন্সিলের সভ্যাদিগের নিকট হইতে সুরাট ও বোম্বাইয়ের তূলা লইয়া জমীদারদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এইরূপে বাংগলায় কার্পাসের চাষ ও ব্যবসায়ের ধ্বংস সাধিত হয়।

ইউরোপে প্রেরণোপযোগী বস্ত্র ব্যতীত কার্পাস বস্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত বস্ত্র বসোরা, জেড্ডা, মোখা, বোম্বাই, সুরাট ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি বাজারে রপ্তানী হইত, তাহাদেরও একচেটিয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বস্ত্র অর্থাৎ ঢাকার মোটা মসলিন, আনন্দী, হায়াতী, সোনারগাঞি, সরবতী, কাশিমবাজার ও রাধানগরের ছাপা, মুগা, তেপ্প, তারাচাঁদী, মুর্কটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সাড়ী ও সুচী ও সুচী সাড়ী, কাটানি, তাপ্তা, প্রভৃতির ব্যবসায় কোম্পানীর কর্মচারিগণ না করিলেও তাহাদের দাদনের জন্য সমানরূপ অত্যাচার করা হইত।*

এইরূপে বংগীয় শিল্পিগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া সমস্ত দ্রব্যের

*The public monopoly next in consequence as of late pracised has been that of piece goods fit for the markets of Bassorah, Judda, Mocha, Bombay, Surat, and Madras. Of those goods there are many sorts which the English Company do not deal in, such as at Dacca, the course kinds of Malmals, called Anundy, Hyaty, Sonargouny, Sherbatty, and at Cossimbazar & Radhanagar several sorts of sarries, called Chappa, Mugga,

একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করায় বাংগলার স্থলপথে বাণিজ্যের স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। পূর্বকালে এসিয়ার অনেক স্থানের—এমন কি তাতার প্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়িগণ পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাংগলার আশ্রয় লইত। কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, শিখ প্রভৃতি জাতির সহস্র সহস্র ব্যবসায়ী অসংখ্য ভারবাহী বলীবর্দ প্রভৃতি লইয়া ব্যবসায়ের জন্য প্রতি বৎসর বংগদেশে আসিত। তজ্জন্য, বংগদেশে জলপথে ইউরোপ হইতে এবং পারস্য ও আরব সাগর দিয়া অন্যান্য দেশ হইতে যত সোনারূপার আমদানী হইত, স্থলপথ বাণিজ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক হইত। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণের অত্যাচারে সেই সমস্ত বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ বংগদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে ঐ সকল স্থানের সহিত সভ্যজগতের ব্যবসায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়।*

Tempy, Tarachandy and Mucta, also Soocies and Soocy-Sarries, Cattanes and Taffetis &c &c in the provision of which nevertheless under the same influence, like oppressions are practised as for the Company's investment." (Bolts).

* "In former times it was customary for merchants from all the inland parts of Asia and even from Tartary, to resort to Bengal with little else than money or bills to purchase the commodities of those provinces. A variety of merchants of different nations and religions such as Chashminians, Multanys, Patans, Sheiks, Suniassys, Poggyas, Bettens and many others used to resort to Bengal annually in cuffalas or large parties of many thousands together (with troops of oxen for the transport of goods) from different parts of Hindustan by which the inland importation of bullion into Bengal always far exceeded the whole importation by sea from Europe and the Gulfs of Persia and Arabia. Thus by the bad practices of the Company's Agents & Gomostas in the interior parts, and by those proceedings of the Company, of their Governor and Council of Calcutta which we have now instanced, all those foreign merchants have been deterred from approaching the Bengal provinces; And things have come to such a pass that the whole of that advantageous trade now turned into other channels and probably lost to those countries for ever." (Bolts)

এবং এইরূপে বাংগলার অন্তর্বাণিজ্যেরও ধ্বংস সাধিত হয়। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য স্থানীয় লোকেরাও কোন প্রকার ব্যবসায় করিতে পারিত না।*

ইংরেজ ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপরতাপূর্ণ বাণিজ্যে ও রাক্ষসিক অত্যাচারে সোনার বাংগলা সর্বপ্রকারে ছারখার হইয়া যায়। ইহার পর এই সমস্ত শিল্প ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হওয়ায় বংগভূমি একেবারে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়।

এইরূপ আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও সোনার বাংগলার শিল্প-গৌরব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। অতঃপর ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা এদেশের শিল্পিগণকে স্বাধীনভাবে বস্ত্রবয়নাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হন। তথাপি ইহার গৌরব একেবারে লোপ পায় নাই। ইংলণ্ডের বাজারে বংগীয় শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্যাদি তথাকার শিল্পিগণের দ্রব্য অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রীত হইয়াও যথেষ্ট লাভ থাকিত। ইহা ইংরেজ বণিকগণের অসহ্য হইয়া উঠে এবং যাহাতে ইহার মূলোচ্ছেদন হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা বদ্ধপরিকর হইল। উক্ত ব্যবসায়িগণ যাহাতে ভারতীয় দ্রব্যের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন ও বিনাশুল্কে ভারতে আপনাদের পণ্য প্রচলিত করিতে পারে তজ্জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের চেষ্টায় পার্লিয়ামেণ্টের হাউস অব কমন্সের আদেশে একটি কমিটি গঠিত হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস, সার টমাস মনরো, সার জন ম্যালকম, জন ষ্ট্রাচী প্রভৃতি ভারতের সর্বতত্ত্ববিৎ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভারতবাসীরা বিলাতী দ্রব্য আপনাদের ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করিবে কিনা? তাঁহারা সকলেই উত্তর দেন যে, তাহারা বিলাসী নহে, তাহাদের দেশজাত দ্রব্যে তাহারা আপনাদের অভাব দূর করিয়া

* "We have seen all merchants from the interior parts of Asia effectually prevented from having any mercantile intercourse with Bengal, while, at the same time, the natives in general are in fact deprived of all trade within the provinces, it being wholly monopolized by a few Company's servants and their dependents." (Bolts)

থাকে। তাহাদের নিকট বিলাতী দ্রব্যের আদরের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন যে, বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা ভারতীয় দ্রব্য অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও ইংরেজ বণিকগণ নিরাশ না হইয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতীয় শিল্পের মস্তকে কুঠারাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের উপর গুরুতর কর স্থাপনের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া লইল। তাহাতে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উপর ইংলণ্ডে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ পর্যন্ত কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আগত বিলাতী বস্ত্র বিনাশুল্কে চলিতে লাগিল। এই ঘোরতর স্বার্থপরতার জন্য ইংরেজ বণিকেরা লোকসমাজে নিন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, আপনারা স্পষ্টাক্ষরে বলিত যে, আমরা ইহাকে আমাদের স্বদেশজাত শিল্পের রক্ষাশুল্ক বলিয়া মনে করিয়া থাকি।* ইতিপূর্বে ভারতে বস্ত্রবয়নাদি নিষিদ্ধ হইয়াছিল, যাহারা তাহা করিতে যাইত, অমনি তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। কেহ সূত্র প্রস্তুত বা বস্ত্রবয়ন করিতে পারিত না। অনেক গৃহস্থ ও তন্তুবায়ের বাটী হইতে চরকা ও তাঁত নষ্ট করিয়া ফেলা হইত। কোম্পানীর কর্মচারিগণ তন্তুবায় ও সাধারণ গৃহস্থের এইরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়া ভারতে ও সোনার বাঙ্গলায় বিলাতী দ্রব্য প্রচলনের পথ পরিষ্কার করিয়া তুলে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাসবস্ত্রের আমদানী হয় নাই, ১৮০৯ খৃঃ অব্দে তথায় ১১৮,৪০০ শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইল। এদিকে আমেরিকা, ডেনমার্ক, পোর্টু-গাল ও এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভারত হইতে যে সমস্ত কার্পাসজাত বস্ত্র যাইত, তাহার রপ্তানী বন্ধ হইতে লাগিল ও ভারতবর্ষে প্রবলবেগে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।† যে সমস্ত সূক্ষ্মবস্ত্র বিলাতে হইতে পারিত না, কেবল তাহাই এদেশে অল্পমাত্রায় প্রস্তুত হইত, ক্রমে তাহারও অনু-করণ আরম্ভ হইল। এদেশ হইতে বস্ত্রের নমুনা গিয়া দিন দিন মাঞ্চেষ্টার

* "(We) Look upon it as a protecting duty to encurage our manufactures."

† এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ শ্রদ্ধাস্পদ সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

ও পায়সলির কলে তাহা প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভারতীয় শিল্পিগণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। ১৮১৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসায়ের একচেটিয়া বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিলাতী দ্রব্য নিষেধ করিয়া দিলে ইংলণ্ডের বণিক ও শ্রমজীবি-সমাজে হাহাকার পড়িয়া যায়। তখন তাহাদের দৃষ্টি কামদুঘা ভারতভূমির উপর নিপতিত হয়। তাহাদের চেষ্টায় ১৮১৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের সময় কোম্পানীর ন্যায় অন্যান্য বণিক্‌গণও ভারতে রীতিমত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে পারিবে বলিয়া ব্যবস্থা স্থির হয়। তদবধি কোম্পানীর একচেটিয়া বন্দোবস্ত স্থগিত হয়। ক্রমে ভারতে ইংরেজ বণিক্‌গণের স্রোত প্রবলবেগে বর্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপরিবর্তনের সময় তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়। তখন অন্যান্য বণিকেরা অবাধে বাণিজ্য চালাইতে থাকে। কোম্পানী ইতিপূর্বে ভারতের—বিশেষতঃ সোনার বাঙ্গলার—আর এক সর্বনাশ সাধন করিয়া রাখিয়াছিল। দেশীয় শিল্পের উপর গুরুতর শুল্ক বসান হইয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, লর্ড বেণ্টিংকের সময়ে বিলাতী কাপড়ের শতকরা ২॥০ টাকা কর নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু ভারতবাসীরা ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের জন্য শতকরা ১৭॥০ টাকা কর দিতে বাধ্য হইত। দেশীয় চর্মনির্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায় দেশে করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা কর দিতে হইত। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষা শতকরা ৫ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইত। এইরূপ প্রায় ২৩৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পণ্য দ্রব্যের উপর বিভিন্নরূপ অন্তর্বাণিজ্য কর স্থাপিত হয়। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুই-দিকের গতিরোধ করিয়া আমাদের যে কি সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি আছে কি? এই সময়ে লবণের শুল্কও অপরিমিত ছিল, তাহার হ্রাসের জন্য চেষ্টা করা হয়। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে হাউস অব কমন্সে যে সাক্ষ্য প্রেরিত হয়, তাহাতে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি লবণের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।* ইহার পর

* নিম্নে রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যের একাংশ প্রদত্ত হইল :—"Ram

হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বেনিয়াগিরি পরিত্যাগ করিয়া দেশের প্রকৃত রাজা হইয়া উঠেন, এবং অন্যান্য বণিকগণের প্রসার অবাধ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষ ও সোনার বাংলা তাহাতে আরও জর্জরিত হইয়া পড়ে। বিলাতী দ্রব্যের আমদানীতে দেশের রাজার দোকান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে এবং আমাদের শিল্পিগণের মধ্যে অন্নের হাহাকার পড়িয়া যায়।

আমরা যদি পূর্বাপর আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি ইহা প্রতীত হয় না যে, ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ বণিকগণের অত্যাচারে আমাদের সোনার বাংলা ছারখার হইয়াছে? মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের জন্য বাংলায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে ইহাতে প্রভুত্ব স্থাপন করে, পরে ইহার সর্বেসর্বা হইয়া চারিদিক হইতে শোষণ আরম্ভ করিয়া আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত পর্যন্ত শোষণ করিয়া লয়। মোগলের রাজছত্র অপহরণ করিবার জন্য তাহাদের যে ক্ষমতা বা কৌশল থাকে থাকুক, কিন্তু নিরীহ ভারতীয় ব্যবসায়ীর রক্তশোষণে ইহাদের যে কি গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "যেই রক্ষক সেই ভক্ষক" বলিয়া যে একটা কথা প্রচলিত আছে, ভারত ও বাংলার পক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। বাংলা ও ভারতের রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে কোম্পানী তাহার অধিবাসিগণের রক্ত পান করিয়াছিল, তাহাকে রাক্ষস ব্যতীত আর কি নামে অভিহিত করিতে পারা যায়? বঙ্গীয় শিল্পিগণের প্রতি ভয়াবহ অত্যাচার করিয়া কি তাহারা রাক্ষসী প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই? তাহাদের শিল্প দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া, বেত্রাঘাত জর্জরিত করিয়া, জাতিচ্যুত স্থানচ্যুত করিয়া পথের ভিখারী করা হইয়াছিল, এবং প্রজাবর্গ আপনাদের স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

Mohun Ray says—As salt has by long habit become an absoltue neces sary of life, the poorest peasants are ready to surender everything else in order to procure a small portion of this article, though the dearth of salt is felt by the whole community and the people in general are therefore obliged to make use of a bad quantity and few comparatively aie able to incur the expenses of procuring it in a purer form."

তাহার পর বিলাতী দ্রব্য প্রবর্ত্তন করিয়া, দেশীয় দ্রব্যের প্রতি গুরুতর করভার স্থাপন করিয়া, দেশের যাহা কিছু অন্নসংস্থান ছিল, তাহার মূলোচ্ছেদন করা হয়। যে সমস্ত গৃহস্থেরা সূত্র কর্ত্তন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে থাকে। তাহাদের চরকা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করা হইত। তন্তুবায়গণের তাঁত নষ্ট করা হইত। তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠীতে কাজ করিতে যাইতে হইত। এইরূপে বাংগালীর সমস্ত শিল্প ব্যবসায়ের বিনাশ করিয়া ইংরেজ বণিক তাহার অধিবাসিগণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান তুলিয়া দেয়। কত কত পরিবার যে ইহাতে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জীবিকার দায়ে অনেকে নীচবৃত্তি গ্রহণ করে। অনেক স্ত্রীলোক এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া অবশেষে নিন্দিত উপায়ে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল! হা ভগবান! সুসভ্য ইংরেজ বণিকের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বাংগালী কি সুখভোগ না করিয়াছে! যাহাদের হৃদয় স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ, যাহাদের প্রকৃতি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে সোনার বাংগলায় বিচরণ করিয়াছিল, আমাদের দেশের লোকেরা কেমন করিয়া তাহাদিগকে কল্যাণের অবতার বিবেচনা করিয়াছিল, বুঝিতে পারি না। তবে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে রাজ্যগ্রহণের পর হইতে আমাদের মস্তকে শান্তিজল নিপতিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতের রাজকর্মচারিগণ এখনও পর্যন্ত মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। আমাদের সোনার বাংগলা শিল্পগৌরবে যেরূপ মহীয়সী ছিল, যদি তাহার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি কঠোর করভার স্থাপিত না হইত, তাহা হইলে পায়সলি ও মাঞ্চেস্টারের কলগুলি অংকুরেই বিনষ্ট হইত এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যেও তাহারা আমাদিগের নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। কিন্তু যাহাদের নিকট হইতে আমরা রক্ষার আশা করিয়াছিলাম তাহারাই আমাদিগকে করভারে জর্জরিত করিয়া ও অবাধে বিলাতী দ্রব্য প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগের কি সর্বনাশ সাধিত না করিয়াছে! আমরা স্বাধীন হইলে এই বিলাতী দ্রব্য প্রচলনের প্রতিশোধ লইতে পারিতাম, কিন্তু যাহাদিগকে বৈদেশিকের দয়ার প্রতি নির্ভর করিতে হইয়াছে, তাহাদের আর অন্য

উপায় কি ?*

কোম্পানীর রাজত্বের বিষময় ফলে ভারতবর্ষ জর্জরিত হইয়া উঠিলে এবং পরিশেষে সিপাহীবিদ্রোহের ভয়াবহ অভিনয় সংঘটিত হইলে, শান্তি-ময়ী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, ভারতের ভবিষ্য কল্যাণের জন্য ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাঁহার সেই দৈববাণীতুল্য ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ভারতবাসী আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সিপাহীবিদ্রোহের পর যাঁহারা ভারতের শাসনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা আন্তরিক যত্নের সহিতই ভারতবাসীর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে ভারতে যে সমস্ত স্বার্থপর ইংরেজ বণিক ও ব্যবসায়ী ছিল, তাহারা স্বজাতি-সুলভ অত্যাচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ঐ সময়ে বঙ্গভূমি নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উঠে। নীলবানরে সোনার বাংলা ছারখার করিয়া ফেলে। এই সময়ে বাঙ্গালী শিল্পী বিশেষতঃ তন্তুবায়কুলের অন্ন সংস্থান একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল।

* The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A.D) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 to 80 percent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitary duties and decrees existed the mills of Paisly and Manchester would have been stopped in their outset and could scarcely have been again set in motion even by power of steam. They were created by the sacrifice of Indian manufacture. Had India been independent she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self defence was not permitted her. She was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arms of political injustice to keep down and ultimately strangle a competition with whom he could not have contended on equal terms."

(Mill's History of British India—Wilson.)

কেবল তাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া ধনী লোকদিগের দ্বারে উপনীত হইয়া কোনরূপে জীবিকানির্বাহ করিত। তখনও পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন প্রবর্তিত হয় নাই। ক্রমে তাহাও হইয়া একেবারে ভারতের সেই চির প্রচলিত শিল্পের ধ্বংস সাধিত হয়। শিল্পিগণের ধ্বংস সাধিত হইলে, নিরীহ কৃষকগণের প্রতি ইংরেজ বণিকের রাক্ষসী দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাই বাংগলায় নীলকরদিগের পৈশাচিক অভিনয় ঘটিয়াছিল। কোম্পানীর সময় হইতে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এবং ভারতেশ্বরীর শাসন সময়ে তাহা সমভাবে প্রচলিত থাকায়, তদানীন্তন মহানুভব শাসনকর্তৃগণ ইহা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে তাঁহাদের ন্যায় শাসনকর্তা থাকিলে আমাদের অবস্থা বোধহয় এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিত না। নিম্নে নীলকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষত আমাদের সোনার বাংগলায় নীল উৎপন্ন হইয়া দেশ বিদেশে নীত হইত। ইউরোপে ভারতজাত নীল উৎপন্ন হওয়ার পর হইতে ভারতের নীলের আমদানী ইউরোপে কমিয়া যায়।* কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বারম্ভের পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কতকগুলি ইউরোপীয় ব্যবসায়ী আবার ভারতীয় নীলের ব্যবসায় আরম্ভ করায় ইউরোপে আবার অধিক পরিমাণে তাহার প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু তজ্জন্য দেশের নিরীহ কৃষকগণ নীলকরদিগের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উঠে। কোম্পানীকে দেশমধ্যে বাণিজ্যের জন্য অনেক অত্যাচারের অভিনয় করিতে দেখিয়া ঐ সমস্ত নীলকরগণও রাক্ষসী মূর্তি ধারণ করিয়া কৃষকগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। নীলকরগণ কৃষক ও অপরাপর লোকদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিত। তাহাদিগের নিকট হইতে পাওনা আদায় করিবার জন্য তাহা-

* "The manufacture of indigo appears to have been known and practised in India at the earliest period. From this country, whence the dye obtains its name Europe was anciently supplied with it, until the produce of America engrossed the market." (Colebrook).

দিগের পায়ে তড়ুম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিত, এবং সময়ে সময়ে এরূপ অত্যাচার করিত যে, তাহাদের মৃত্যু পর্যন্তও সংঘটিত হইত। নীলকরদিগের এইরূপ অত্যাচার অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাহাদের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া কৃষকগণ ভূমি ফেলিয়া পলায়ন করিত, এবং পরিশেষে একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে তাহারা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট হয় ও নীলকরদিগের সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে প্রবৃত্ত হয়। জমীদারেরা নীলকরদিগের কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না। অগত্যা কৃষকেরা আপনারাই তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। অবিরত অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া, শারীরিক আঘাত সহ্য করিয়া বন্দী এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এবং আপনাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রতি অত্যাচার সহ্য করিয়াও যখন তাহারা নীলকরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই, তখন তাহারা নীলবানরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। যেখানে বলপূর্বক নীলকরদিগের লোকেরা নীলের চাষ করাইতে যাইত, সেইখানে কৃষকদিগের লাঠির আঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাতেও তাহারা নিষ্কৃতি পায় নাই। কারণ, তাহাদের চুক্তিপত্রানুসারে নীলকরেরা তাহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই অত্যাচারেও সোনার বাঙ্গলা ছারখার হইয়া গিয়াছিল, তাই কবিওয়ালারা গাহিয়াছিল,—"নীলবানরে সোনার বাঙ্গলা কল্লে ছারখার"।

নীলকরদিগের এইরূপ অত্যাচার প্রথম হইতেই ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্তৃগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহা দমনের জন্য আদেশও দিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে আমাদের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো মহোদয়ের প্রপিতামহ তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মহোদয় নীলকরদিগের অত্যাচার দমনের জন্য আদেশপত্র প্রচার করেন।* কিন্তু

* "In the year 1810 the lisences granted to the planters to reside in the interior of the country were withdrawn on account of the severe ill-usage of the natives proved against them, and the Governor General in Council found it necessary to issue a circular in that year of date the 13th of July from which the following is an extract—'The attention of Government has

নীলকরেরা তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তাহার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত সেই সমস্ত অত্যাচারে দরিদ্র প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিতে ত্রুটি করে নাই। অর্ধ শতাব্দী এইরূপ অত্যাচার ভোগ করিয়া যখন প্রজাগণ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া আপনারাই তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইল, তখন আবার সেই অত্যাচার নিবৃত্তির জন্য সরকার হইতে চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই সিপাহী-বিদ্রোহের রক্তপাতে

recently been attracted in a particular manner to abuses and oppressions committed by Europeans who are established as indigo planters in different parts of the country. Numerous as these abuses oppressions have latterly been the Right Honourable the Governor in Council is still willing to hope that this imputation does not attach to the character of the indigo planters generally considered as a body or class of people. The facts however which have recently been established against some individuals of that class before the Magistrates and Supreme Court of Judicature are of so flagrant a nature that the Governor General in Council considers it an act of indispensible public duty to adopt such measures as appear to him under existing circumstances best calculated to prevent the repitition of offences equally injurious to the English character and to peace and happiness of our native subjects.

The offences to which the following remarks refer and which have been established beyond all doubt or dispute against individual indigo planters may be reduced to the following heads ;—

1st—Acts of violence which although they amount not in the legal sense of the word to murder have occasioned the death of natives.

2nd—The ellegal detention of natives in confinement especially in stocks with a view to the recovery of balances alleged to be due from them or for other causes.

3rd—Assembling in a tumultary manner, the people attack to their respective factories and others and engaging in violent affrays with other indigo planters.

4th—Illicit infliction of punishment by means of a rattan or otherwise on the cultivators or other natives.' (Minute by Sir John Peter Grant the Lieutenant Governor of Bengal on the Report of the indigo commission.—Buckland.)

ভারতবর্ষ রঞ্জিত হইয়া উঠে। তাহারই পর প্রজাগণের সহিত নীলকর-দিগের অবিরত বিবাদে গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এক কমিশন বসিয়া এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করা হয়। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জন পিটার গ্রাণ্ট কমিশনের বিবরণের উপর নিজের এক মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছিল।* তিনি স্বয়ং পরি-দর্শনার্থ মফঃস্বলে বহির্গত হইয়া প্রজাদিগের কাতরধ্বনি শ্রবণে অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বরের মন্তব্যে তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন।* ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতেও ইহার প্রতিকারের

*লর্ড মিণ্টোর সময়ের অত্যাচার উল্লেখ করিয়া সার জন পিটার গ্রাণ্ট লিখিয়াছেন :—

These proceedings of half a century ago, when considered in connection with late events, will be seen to be of great interest now, and to have a strong practical bearing on the present position of affairs.

I have said that grave crimes connected with indigo have much decreased in frequency, but it could not be said that the character of the abuses to which the system of Bengal indigo manufacture is subject, is essentially altered now from what it was 50 years ago : seeing that the published records of Government show examples that have occured within the last 18 months of each one of the 11 heads under which the offences connected with indigo as prevailant in 1810 to are classified in the above cited Resolution" (Minute on the Report of the Indigo Commission.)

* "I have myself just returned from an excursion to Serajgunge on the Jamuna river, when I went by water for objects connected with the line of the Dacca Railway and wholly unconnected with indigo matters. I had intended to go up the Mathabhanga and down the Ganges ; but finding on arriving at the Kumar that the shorter passage was open, I proceeded along the Kumar and Kaliganga which rivers run in Nadia and Jessore and through the part of the Pabna district which lies south of the Ganges.

Numerous crowds of rayats appeared at various places whose

চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নীলকরদিগের অসীম ক্ষমতা প্রজাদিগকে অন্য প্রকারে নির্যাতন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকেও বশীভূত করিয়া ফেলে। বলপূর্বক তাহাদের নির্যাতনের আর সুবিধা না থাকায়, নীলকরগণ প্রজাদের চুক্তিভঙ্গের জন্য ফৌজদারি মোকর্দামা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়া ভারত গবর্ণমেন্টের কাউন্সিল হইতে এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করায়। কিন্তু তৎকালীন ভারত-সচিব সার চার্লস উড্ এই অহিতকর আইন সমর্থন না করিয়া তাহা উঠাইয়া লইতে আদেশ করেন।* সে সময়ে মহানুভব সচিব ও শাসনকর্তৃগণ ছিলেন বলিয়া, নিরীহ প্রজাগণ দুর্দান্ত নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইয়াছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থানে স্থানে তাহার

---

whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same two rivers from dawn to dusk, as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between the river side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for jnstice. All were not respectful and orderly but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women & children. has no deep meaning. The organization and capacity for combined and simultanious action in the cause which tens remarkable demonstration over so large and extent of country proved are subjects worthy of much consideration."

(Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. I)

* "The question of making breaches of contract for the cultivation and delivery of agricultural produce punishable by criminal proceeding is not one which now for the first time presents itself for consideration. It has been maturely considered and the deliberate judgment of Indian Law commissions,

নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নীলকরের অত্যাচার লইয়া সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটক লিখিত হয়। ইংরেজীতে ইহা অনূদিত হইয়া বাংগলা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব ইহার অনুবাদ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকরদিগের অভিযোগে তাঁহাকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। সে যাহা হউক, তৎকালে বাংগলার দরিদ্র প্রজাবর্গ নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে কোন-রূপে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

নীলকরের অত্যাচার হইতে দরিদ্র কৃষকগণ অব্যাহতি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারের বণিকগণের হস্ত হইতে হতভাগ্য তন্তুবায়কুল আর এজন্মে রক্ষা পাইল না। কেবল তাহারা বলিয়া নহে, সূত্র প্রস্তুত করিয়া বাংগলার যে সমস্ত গৃহস্থ জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাদেরও আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইল না। বাংগলার অনেক পরিবারের মধ্যে বিধবাগণ সূত্র-প্রস্তুত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন; তাঁহারা যে সেই সকল অর্থ কেবল জীবিকার জন্য ব্যয় করিতেন এমন নহে, তদ্দ্বারা তাঁহারা গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাদি করিয়াছেন। ধনী ও জমীদারেরা বংগদেশে যত পুষ্করিণী প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা পুণ্যবতী মহিলাদিগের খনিত পুষ্করিণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই যে বাংগলার সর্বত্র জলকষ্টের নিদারুণ হাহাকার উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য অনেক গ্রামে ম্যালেরিয়া আপনার আবাসস্থান স্থাপন করিয়া

of the Lagislative Council, of the Secretary of State in Council, of the majority of the Indigo Commissioners, of the Lieutenant Governor of Bengal and even as it appears to me of your own Government has been recorded against any such measure. I am not prepared to give my sanction to the law which you propose and to subject to criminal proceedings matters which have hitherto been held as coming exclusively under the jurisdiction of the civil tribunal and I request that the Bill for the punishment of Breaches of Contract recently introduced by you into the Legislative Council may be withdrawn."

(Bengal under the Lieutenant Governors.)

রাক্ষসী মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে, যদি বাংগলার পুণ্যবতী মহিলাগণের স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহার প্রতিকারের উপায় দেখিতে পাইতাম। সে কালের ধনী জমীদারদিগের পুণ্যার্জনের স্পৃহা থাকিলেও মহিলাগণের অগণ্যকীর্তি তাঁহাদের পুণ্য-কীর্তিরাজিকে পরাজিত করিয়াছিল। আজ ধনী জমীদারগণ বিলাসিতায় মগ্ন, মহিলাগণেরও স্বাধীন উপার্জনের পথ রুদ্ধ, কাজেই সোনার বাঙলা ছারখার হইয়া গেল। তাই আজ দুর্ভিক্ষে, জলকষ্টে, ম্যালেরিয়ায় ও মহামারীতে সোনার বাংগলা ছারখার হইয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ ইহাতে অগ্নি জ্বালাইয়াছিল, সেই দিন হইতে ইহা দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে পুড়িয়া এক্ষণে ইহা ভস্মসাৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সেই শ্মশানভস্মের মধ্যে থাকিয়া এক্ষণে চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি।

সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি ?

চিতাভস্মপরিপূর্ণ শ্মশানতুল্য হইয়া সোনার বাংগলা এক্ষণে বিরাজ করিতেছে। ইহার চারিদিকে ভস্ম—চারিদিকে দগ্ধ অঙ্গার—ইহাকে ভস্ম করিবার জন্য যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, আজিও তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই। ইংরেজবণিকের সেই বিশ্বগ্রাসিনী লালসার অগ্নি আজিও ইহার পরতে পরতে জ্বলিতেছে। যতদিন সোনার বাঙ্গলার অস্তিত্ব থাকিবে, বোধ হয়, রাবণের চিতার ন্যায় সে অগ্নি চিরদিনই জ্বলিবে। ইংরেজবণিক আগুন জ্বালাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে আগুন জ্বালিতে দিল কাহারা ? আমরা কি সে আগুন জ্বালিতে দেই নাই ? আমরাই ত সে আগুন জ্বালাইবার সহায়তা করিয়াছি, তাই নিজেরাই এক্ষণে বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিতেছি। ইংরেজবণিককে বাঙ্গলায় আনিল কে ? আমরা কি আনি নাই ? তাহাদের অনুচর হইয়া শিল্পিগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল কাহারা ? আমরা কি করি নাই ? আবার ইংরেজবণিকের কুহকে পড়িয়া পাশ্চাত্য বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছে কাহারা ? আমরা কি নই ? তাই বলিতেছি, ইংরেজবণিক সোনার বাঙ্গলায় আগুন জ্বালাইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরাই তাহার সহায়তা করিয়াছি। আমরা তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, আমরা সেই আগুনকে রক্ষা করিয়াছি এবং এখনও তাহাকে বাতাস দিয়া ধীরে ধীরে জ্বলিতে দিতেছি। সুতরাং সোনার বাংগলা যে আমাদের পাপে দগ্ধ হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এই পাপের জন্য—মহাপাপের জন্য আজ আমাদের এত দুর্দশা। আজ তাই সোনার বাঙ্গলা শ্মশানভূমি ! তাহার চারিদিকে অন্নবস্ত্রের হাহাকার, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, ম্যালেরিয়া, মহামারীর প্রবল হুঙ্কার ! আজ তাই সোনার বাঙ্গলার ক্রোড় হইতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণী লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে ! শিল্পিকুল নির্বংশ হইতেছে ! সুতরাং বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস যে অনিবার্য তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে ? বাংগলার পল্লীগ্রামসমূহ

জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল। জলাশয় সমস্ত শুষ্ক ও পঙ্কিল। ভগ্নগৃহ ও পতিত ভিটায় শৃগাল পেচক ক্রীড়া করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় স্ফীতোদর দুই চারি জন লোক বাঙ্গালী জাতির শেষ অস্তিত্বটুকু মাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। প্রতিগৃহে বিধবা রমণীর সংখ্যা বাড়িতেছে। সোনার বাঙলা শ্রীহীন, শক্তিহীন, স্বাস্থ্যহীন। যেন ভগবানের কি এক প্রবল অভিশাপ ইহার মস্তকে পতিত হইয়াছে। মা আমাদের অন্নপূর্ণা, তিনি স্বর্ণপ্রসবিনী, তবে তাঁহার প্রতি এ অভিশাপ কেন ? এ অভিশাপের কারণ যে আমরা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নষ্ট করিয়াছি, আমরাই ইংরেজবণিকের কুহকে পড়িয়া, বিলাসিতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়াছি। আমাদের এ দুর্দশা হইবে না কেন ? আমাদের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ! তাই চারিদিকে বেড়া আগুন জ্বলিতেছে।

এক্ষণে উপায় কি ? সত্য সত্যই কি আমরা বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিব ? ইহার কি কোনই উপায় হইবে না ? সত্য সত্যই কি সোনার বাঙলা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে ? সত্য সত্যই কি বাঙালি জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে ? হইবে বৈ কি ? যে ধ্বংস-স্রোত সোনার বাংলায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে বাংগালী জাতিকে টানিয়া লইয়া বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে ডুবাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংগালী জাতির বর্তমান অবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, এ জাতির ধ্বংস অনিবার্য। ভগবানের অভিশাপ যাহাদের মস্তকে পড়িয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করে এমন সাধ্য কার ? মহাপাপে যাহারা জন্মভূমি—মাতৃভূমিকে ডুবাইয়াছে তাহাদের রক্ষা করিবে কে ? এখনও পর্যন্ত যাহাদের চৈতন্যের উদয় হয় নাই,—এখনও পর্যন্ত যাহারা আলস্যের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া সময় কাটাইতেছে,—এখনও যাহাদের সরলতা, দৃঢ়তা ও কার্যকরী শক্তির উন্মেষ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না, তাহাদের অস্তিত্ব কতদিন এই বসুন্ধরার পৃষ্ঠে থাকিতে পারে ?

বাঙ্গালী জাতির ধ্বংস যে অনিবার্য, সে বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কারণ, এরূপ অকর্মণ্য জাতি এই জীবন-সংগ্রাম কালে কদাচ আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমে যে বাঙ্গালী আপনার

অস্তিত্ব হারাইবে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই বলা যাইতে পারে। তথাপি আশার মোহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না, আশাই আমাদিগকে উত্থানার্থ বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। আশা আমাদের মনোমন্দিরে ক্ষীণ বর্তিকা হস্তে উদিত হইয়া সোনার বাঙ্গলার সোনার চিত্র আজিও দেখাইতে বিরত হইতেছে না। এই যে চারিদিক হইতে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি উঠিয়া কোটি কণ্ঠে সোনার বাঙ্গলাকে বন্দনা করিতেছে, আশা আমাদিগকে সেই দিকে কর্ণপাত করিবার জন্য বারংবার উত্তেজিত করিতেছে ; যদিও আমরা জানি যে তাহাতে এই শ্মশান-বাঙ্গলার ধূমাচ্ছন্ন বায়ুস্তরে সামান্য কম্পন মাত্রও হইবে না, তথাপি আশার কুহকে আমরা একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক এই ভারতব্যাপী বিরাট স্বদেশী আন্দোলন আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে, তাই আমরা সুপ্তোত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি ?"

সত্য সত্যই আশার আলোকে উৎফুল্ল হইয়া সোনার বাঙ্গলার উজ্জ্বল চিত্রই দেখিতে পাইতেছি। তাহার শ্মশানচিত্র অপসারিত হইয়া জীবন্ত চিত্রই আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। আমরা তাহার সেই "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" মূর্তিই দেখিতে পাইতেছি। আমাদের মনে সেই সোনার বাঙ্গলারই চিত্র উদিত হইতেছে,—

"যেখানে রাখাল ছেলে, সহোদর মোর,
দিনান্তে শ্রমের শেষে লভে মাতৃ-ক্রোড়,
সুমধুর স্নেহ স্বর্গে সেই ধূলাঢাকা,
ছায়ামাখা একপদী পূর্ণিমার রাকা
কৌমুদী বিলায় যেথা কুটীরের চালে,
কলকণ্ঠ মধুধারা শাখার আড়ালে,
মন কেড়ে লয় দিকৃ-বধূর গুন্ঠন—
'মুকুলে আকুলি' ওঠে রসাল কানন—
মেলে যেথা ছেলে মেয়ে পল্লীর খেলায়
বকুলবিছান পথে গোধূলি বেলায়।
যেখানে সুখের পোষে ভরিয়া উঠান

দশ দিক আলো করে সোনা-ঢালা ধান
সোনালি ধানের শিষ বাঁধিয়া মুঠায়
ভাই বোন মিলে যথা ছুটিয়া বেড়ায়।"

ভগবান করুন, সোনার বাংলার এই চিত্র যেন চিরস্থায়ী হয়।

আশায় উৎফুল্ল হইতেছি সত্য, সোনার বাংলার সোনার চিত্র মানসচক্ষে দেখিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাকে পুনর্বার জীবন্ত করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের নিদ্রাভংগ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আবার যে আমরা আমাদের স্বভাববশে ঘুমাইয়া পড়িতেছি! এই যে আমাদের দেশের যুবকগণ—ছাত্রগণ প্রহরীর ন্যায় সর্বদাই "বন্দে মাতরং" ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে সজাগ করিয়া দিতেছে, কিন্তু আমরা ঘুম ভাংগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি? মাতৃপুজা—মাতৃসেবা দূরে থাকুক, আজিও ত আমাদের মোহনিদ্রা ভংগ হয় নাই। আমরা এক একবার জাগিতেছি আবার ঘুমাইয়া পড়িতেছি। যতই দিন যাইতেছে, ঘুম ততই পাকিয়া আসিতেছে। কাজেই আমাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে,—'সোনার বাংলা জাগিবে কি?' এখনও পর্যন্ত জাগরণের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যাহা হইয়াছে তাহাকে সামান্যরূপ চক্ষুরুন্মীলন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, প্রকৃত জাগরণ এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশী আন্দোলনের এই মহাসুযোগ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর কোন কালে আমাদের এ নিদ্রা ভংগ হইবে না। এই নিদ্রাই শেষে আমাদের মহানিদ্রায় পরিণত হইবে। অভিশাপগ্রস্ত আমাদিগের নিকট এই স্বদেশী আন্দোলন বরস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" কিন্তু বাস্তবিকই তোমরা উঠিতে পারিবে কি? বাস্তবিকই তোমরা জাগিতে পারিবে কি? সত্য সত্যই সোনার বাংলা জাগিবে কি?

আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। এই বরলাভ করিয়া আমাদিগকে উঠিতে ও জাগিতে হইবেই। তাই সকলকে অনুরোধ করিতেছি, একবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াও দেখি, একবার সকলে জাগ দেখি, দেখি মা আমাদের

জাগেন কি না! মা আমাদের গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন সত্য, এ সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে কিনা জানি না, না ভাঙ্গিলেও তাঁহার অকাল বোধন করিতে হইবে। রাক্ষসের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই মাকে না জাগাইলে—তাঁহার নিকট হইতে আশীর্বাদ লাভ না করিলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আশা নাই। মাকে জাগাইবার জন্য ষোড়শোপচারের আয়োজন করিতে হইবে, নতুবা তিনি জাগিবেন না। গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, নৈবেদ্য সমস্তেরই আয়োজন করিতে হইবে, নতুবা মা জাগিবেন কেন? এ সমস্ত উপচার, ভাই, কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? রাক্ষসের নিকট হইতে কি আনিতে হইবে? তাহা হইলে ত রাক্ষসেরই জয় হইবে! মা জাগিয়া রাক্ষসকেই ত বর দিবেন এবং রাক্ষস ত তাঁহার সমস্ত আশীর্বাদ লুটিয়া লইবে। সুতরাং আমাদিগকেই এই সমস্ত উপচার প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা প্রকৃত আশীর্বাদ লাভ করিতে পারিব এবং তখন মায়ের পূজার প্রকৃত অধিকারী হইব। যাহা দিয়া মায়ের পূজা করিব, তাহা রাক্ষসের নিকট হইতে লইলে চলিবে না। শুনিয়াছি, মা চিনির নৈবেদ্যে বড়ই তুষ্ট হন; যদি তুমি তাঁহার ভক্ত হও, তাহা হইলে নিজে সেই নৈবেদ্য প্রস্তুত কর; কদাচ রাক্ষসের নিকট হাত পাতিও না। মা সাড়ীতে বড় প্রীতিলাভ করেন, সে সাড়ী তুমি নিজে কি করিতে পার না? এক দিন তুমি মাতা বসুন্ধরার সাড়ী যোগাইয়াছিলে; আজ আপনার মাকে দুই একখানি সাড়ী দিতে পারিবে না? যদিও জানি রাক্ষসের নিকট হইতে সাড়ী না আনিলে তোমরা মাকে দিতে পার না—কিন্তু যখন তোমরা মাকে জাগাইতে চাহিতেছ, তখন আপনাদের প্রস্তুত সাড়ী না দিলে, মা রাক্ষসকেই আশীর্বাদ করিবেন। তাই বলিতেছি, মায়ের অকাল-বোধনের জন্য ষোড়শোপচারের আয়োজন কর এবং নিজেরাই সেই নৈবেদ্য ও বস্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। যাহার নির্মিত দ্রব্য দিবে, মা তাহাকেই আশীর্বাদ করিবেন। সেই জন্য কদাচ রাক্ষসের নিকট হাত পাতিও না। আজ তোমরা রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কি বলিয়া আবার তাহার নিকট হাত পাতিবে। যদি একবার স্বদেশী আন্দোলনরূপ বর পাইয়াছ, তবে একবার নিজেরা জাগিয়া মায়ের অকাল বোধনের চেষ্টা কর।

বাস্তবিকই আমরা রাক্ষসের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এ রাক্ষস কে? ইংরেজবণিক! ইংরেজবণিকের রাক্ষসী মূর্তির কথা ত আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কেমন করিয়া সেই রাক্ষস আমাদের সহিত জীবন-সংগ্রাম বাধাইয়াছে, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। আজ সেই রাক্ষস-মূর্তিধারী ইংরেজবণিকের সহিত জীবন-সংগ্রামে—শিল্প-যুদ্ধে আমরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের অস্ত্র শস্ত্রাদিও অপহৃত, কেমন করিয়া আমরা জয়লাভ করিব? জয়লাভ করিতে পারিবই কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে যদি মায়ের অকাল বোধন করিতে পারি তাহা হইলে কিছু আশা করা যাইতে পারে। যদি আবার আমরা স্বদেশী উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে জাগাইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে। এত দিন আমরা রাক্ষসের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিলাম। কে যেন আমাদের কর্ণে "বন্দে মাতরং" মন্ত্র দিল, তাই আমরা পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া নাগপাশটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে জাগিতে হইবে ও মাকেও জাগাইতে হইবে! মা জাগিলে তাঁহার স্নেহস্পর্শে আমাদের ক্ষত চিহ্ন সমস্ত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা সত্য সত্যই কি জাগিতে পারিব ও মাকেও জাগাইতে পারিব? বাস্তবিকই সোনার বাংলা জাগিবে কি?

এ ঘোরতর জীবনসংগ্রামের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে কি? আমরা সকলেই ত চক্ষের সমক্ষে অহরহ সেই সংগ্রাম দেখিতেছি; কেবল দেখিতেছি কেন, নিজেরাও যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছি। কে না এই সংগ্রামের আঘাত সহ্য করিয়াছে? তবে আর কাহার নিকট ইহার পরিচয় দিব? তথাপি একবার তাহার চিত্র দেখা কি ভাল নয়? কারণ, সেই বিরাট সংগ্রাম সকলে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছে না, অনেকেই তাহা আংশিকরূপে দেখিতে পায়। কাজেই তাহার একটা চিত্র দেখান মন্দ কি? যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা সকল দিকের সংবাদ রাখে না, কিন্তু দূতমুখে সমস্তই জানিতে পারে। সেইরূপ এই সংগ্রামের একটা চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করায় হানি কি? অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় গৃহে বসিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্র দেখাইয়াছিলেন। আমরা সকলেই

অশ্ব, আবার আমরা সকলেই রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, কিন্তু আমাদের সঞ্জয় কোথায়? সঞ্জয় থাকুক বা নাই থাকুক, ঐ শুন, বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গেল, ইংরেজের ক্ষমতা সোনার বাংলায় বাড়িল, সংগে সংগে আমাদের জীবনসংগ্রামেরও আয়োজন হইতে লাগিল। সে কালের চিত্র পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে একবার এ কালের চিত্র দেখান যাউক। মুসলমান নবাব বাদসাহের আমলে উচ্চ রাজপদে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লোক নিযুক্ত হইত এবং তাহাদের প্রায় সকলেই এদেশবাসী ছিল। রাজকর্মচারি-রূপে রাজকার্য করিয়া এ দেশের লোকেরা প্রতিপালিত হইত। রাজস্ব কর্মচারী বল, দেওয়ান বল, মুন্সী বল, এমন কি সেনাপতি পর্যন্ত বল, এদেশের লোকেরা অর্থাৎ বাংগালী-রাই নিযুক্ত হইত। নিম্ন পদের লোকও এদেশ হইতে নিযুক্ত হইত। আরব, পারস্য বা তাতার হইতে লোক আসিত না। আর এক্ষণে উচ্চপদে সমস্তই শ্বেতাংগ। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাহাদের এদেশে আগমন, ভারত ভাণ্ডারের অর্থগ্রহণ, তাহার পর সেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া আবার তাহাদের স্বদেশে প্রতিগমন। নিম্নপদও ক্রমে তাহারা ও ফিরিংগীরা অধিকার করিতেছে। রাজকার্যে শ্বেতাংগের সহিত জীবন-সংগ্রামে দেশীয়েরা পরাজিত ও আহত, প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত।

মুসলমানী আমলে দেশের উৎপন্ন নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য দেশের সংকুলান না করিয়া বিদেশে যাইতে পারিত না। আর এক্ষণে? এক্ষণে দলে দলে নানাজাতি শ্বেতকায় বাংগলায় আসিয়া আমাদের পেটের ভাত হইতে অনেক দ্রব্য জাহাজে পুরিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই সমস্ত চাউল গমে কি হয়? না মদ্য প্রস্তুত হয়। সরকারী কাগজে কলমে বেশ পরিস্কার লেখা থাকে যে, এত টাকার জিনিস রপ্তানী হইয়া এদেশের টাকা হইল। কিন্তু তাহাতে হইল কি? আমাদের পেটের ভাত জুটিল না। অর্থনীতিবিদ্‌গণ হয়ত হাস্য করিয়া বলিলেন যে, ওরে মূর্খ! তোমাদের দেশের টাকা হইতেছে, আর তোমরা খাইতে পাইতেছ না বলিয়া চীৎকার করিতেছ! তোমরা অর্থনীতির কিছুই বুঝ না! সে কথা সত্য, আমরা বাস্তবিকই অর্থনীতির কিছুই বুঝি না। কারণ টাকা খাইয়া যে জীবন

ধারণ করিতে হয়, তাহা ত জানি না। যদি দেশে জিনিসই নাই থাকিল, তবে টাকা লইয়া করিব কি ? এখানেও জীবনসংগ্রামে আমাদের জীবন সংশয়।

তারপর নীলকর, চা-কর ও পাট ব্যবসায়ীদের কথা। নীলকরের অত্যাচার পূর্বে বলা হইয়াছে। তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কৃষক-দিগের অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। চা-করদিগের সহিত জীবনসংগ্রামে কুলীদের পেটের ভাত জুটিতেছে না। তাহার পর পাট ব্যবসায়ীদের ব্যাপার। এই জীবনসংগ্রামটি বড়ই বিচিত্র! বাহিরে দেখিতে বোধ হয়, এই জীবনসংগ্রামে আমরাই জয়লাভ করিতেছি, আমাদের কৃষকেরা জয়যুক্ত হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কি হইতেছে ? ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ এত বাড়িয়াছে যে, সাধারণ লোকে প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ অনুভব করিতেছে; আর যাহারা জয়যুক্ত হইতেছে, সেই কৃষকেরাও পরক্ষণেই আবার রসদের জন্য ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতেছে। বাস্তবিক কৃষকগণের সাময়িক কিছু অর্থ লাভ হইতেছে সত্য, কিন্তু ধান্যের চাষের অভাবে সাধারণ লোক এবং কৃষকদেরও অনেকে খাইতে না পাইয়া যে মরিয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর গ্রামের জলাশয়সমূহে এই সমস্ত পাট পচাইয়া পল্লীর স্বাস্থ্য নষ্ট করা হইতেছে, এবং যে কৃষকেরা অর্থলাভ করিতেছে, চিকিৎসার জন্য কুইনাইন প্রভৃতি বিলাতী ঔষধ কিনিতে তাহারা তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেছে। আবার ঐ সমস্ত পাট গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি হইয়া যেমন আসিতেছে, অমনি তাহা কৃষকগণেরই অংগে শোভা পাইতেছে। বল দেখি, এই বিচিত্র সংগ্রামে পরিণামে জয়যুক্ত হইল কাহারা ? এই জীবন-সংগ্রামে আমরা জয়লাভ করিতে ইচ্ছা করি সত্য, কারণ এ অস্ত্র সোনার বাঙ্গলা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু পরিণামে আপনাদিগকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সকলে সামঞ্জস্য ভাবে যদি শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তবেই বলিতে পারি সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছি, নতুবা আপাত-জয়লাভের কোনই মূল্য নাই।

এতদ্ব্যতীত আর একটি সংগ্রামও আছে। সেটি শ্বেতাংগ জমীদার-দিগের সহিত দেশীয় জমীদারদিগের জীবনসংগ্রাম। অনেক কুঠীয়াল

সাহেব এক্ষণে জমীদার হইয়া বসিয়াছেন। দেশীয় জমীদারগণের জমীদারী নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাঁহারা ভূস্বামী হইয়াছেন। তাঁহাদের লাঠি সড়কির নিকট অন্যান্য জমীদারেরা পলাইয়া যান, নিরীহ প্রজাগণের ত কথাই নাই। এখানেও প্রকৃত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রাম।

তাহার পর শিল্প বাণিজ্যের জীবনসংগ্রাম। আমরা পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে আমরাই এককালে জগতের অন্নবস্ত্রের সংকুলান করিতাম। এক্ষণে পৃথিবীর চারিদিক বিশেষত বিলাত হইতে আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া আসিতেছে। কিপ্রকারে আমাদের দেশের শিল্পিকুলের ধ্বংস সাধন হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে যাহাও আছে, তাহাদের সহিত কিরূপ প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাই একবার দেখাইতেছি। পূর্বে বাঙ্গলার লবণ, চিনি, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি পৃথিবীর অনেকস্থানে নীত হইত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই বাঙ্গলায় ঐ সমস্ত পদার্থ কি পরিমাণে আসে, তাহাই দেখান যাইতেছে। বাঙ্গলাতে বৎসরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার লবণের আমদানী হইয়া থাকে। ৫০ লক্ষ টাকার কার্পাস সূত্রের আমদানী হয়। ১৫ কোটি টাকার কার্পাস বস্ত্র ও ৬৭ লক্ষ টাকার কার্পাস শিল্পের অন্যান্য দ্রব্য আইসে। তদ্ভিন্ন চিনিও বহুল পরিমাণে আমদানী হয়। সুতরাং যে সোনার বাঙ্গলা এককালে জগতের অন্নবস্ত্র যোগাইয়া ছিল, আজ তাহাকে বিদেশীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে। আজ তাহার শিল্পিগণ বৈদেশিকগণের সহিত ঘোরতর জীবনসংগ্রামে জর্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের ধ্বংস সংঘটিত হইবে! যে বাঙ্গলায় কোটি কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে দেশের অধিবাসী জীবন-সংগ্রামে কতদিন বাঁচিতে পারে? কাজেই তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজের আগমন হইতে এই জীবনসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে ইংরেজবণিক এই সংগ্রামে জয়লাভের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে সম্যকরূপেই কৃতকার্য হইয়াছে। ক্ষীণ-শক্তিসম্পন্ন যে সমস্ত অল্পসংখ্যক শিল্পী আজিও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের অধ্যবসায়কে ধন্য বলিতে হয়। কিন্তু তাহারা আর কতদিন যুদ্ধ করিতে পারিবে? ক্রমেই তাহাদের শক্তির হ্রাস

হইতেছে, ওদিকে ইংরেজবণিক আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে একেবারে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সর্বাপেক্ষা এই জীবন-সংগ্রামই ভয়াবহ !

সুতরাং যেদিকে দেখ সেই দিকে বৈদেশিক বিশেষতঃ ইংরেজবণিক ও ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। আমাদের রাজা ইংরেজ, তাঁহার সচিবগণও ইংরেজ, প্রতিনিধি রাজপুরুষও ইংরেজ। অবশ্য আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ন্যায় বিচারের আশা করিয়া থাকি এবং তাঁহারা তাহা দান করিতে যে পরাঙ্মুখ, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইংরেজবণিকের এমন কুহক যে, তাঁহারাও মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। আমাদের রাজরাজেশ্বর নিরপেক্ষ হইলে কি হইবে ? তাঁহার প্রতিনিধি কর্মচারিবর্গ যে ইংরেজবণিকের কুহকজাল ভেদ করিতে পারেন না ; বরং তাহাতেই অনেকে আপনা হইতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিয়া বণিকসম্প্রদায় ক্ষুদ্রশক্তি-সম্পন্ন আমাদের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিতেছে। এই সংগ্রামে কি আমরা জয়াশা করিতে পারি ? কিন্তু না করিলেও ত আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

তাই বলিতেছি, আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। যদি এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা ত বলিতেছি, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের এই অবস্থা দেখিয়াই তাহা বলিতে হইতেছে। যদি তোমরা সেই ধ্বংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা কর, যদি বাস্তবিক এই ভয়াবহ রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করিও না। আর আলস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। আর বিলাসিতার স্রোতে অংগ ঢালিয়া দিও না। প্রকৃত বীরের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াও। যদিও জানি, রাক্ষসে তোমাদের রক্ত শোষণ করিয়াছে, তোমাদের দেহে রক্তবিন্দুর বড়ই অভাব, তথাপি যেটুকু আছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তোমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বীর-বেশে রণসাজে এই দুর্ধর্ষ রাক্ষসের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ দেখ, ভগবানের বররূপ স্বদেশী আন্দোলন তোমাদিগকে

জাগাইতেছে। ঐ শুন, বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই আবার বলিতেছি, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

জীবনসংগ্রামের যে চিত্র দেখাইলাম, তাহাতে যে তোমাদের ধ্বংস ঘনাইয়া আসিতেছে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? দেখ, চারিদিকে তোমাদের সহিত জীবনসংগ্রাম হইতেছে; তোমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্বত্রই রাক্ষসের আক্রমণ, সংগে সংগে শত্রুগণ তোমাদের দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাক্ষসের সোনার পুরী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল জানি, কিন্তু এক্ষণে রাক্ষসেই আমাদের সোনার বাংগলা দগ্ধ করিতেছে। তাই বলিতেছি, আমাদের আর নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। যদি আমরা সুযোগ পাইয়াছি, তবে ছাড়িব কেন? এই মহাসুযোগ যদি আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, আমাদের অস্তিত্ব এ বসুন্ধরা-পৃষ্ঠে আর অধিকদিন থাকিবে না, বাংগালী জাতির ধ্বংস শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। ইহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া,—পিপাসায় ক্ষামকণ্ঠ হইয়া—রক্তমোক্ষণে কংকালসার হইয়া—শ্মশানের চিতাভস্ম অংগে মাখিয়া—যদি আমরা ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের এ ঘুম আর কোন কালেই 'ভাংগিবে না।' তাই বলিতেছি যে, একবার বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াও।

ঐ দেখ, রাজপুরুষেরা না জানি কি উদ্দেশ্যে সোনার বাংগলাকে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। কোটিকণ্ঠের আর্তনাদে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না। সে আর্তনাদে সিমলা শৈলের প্রস্তর বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। শ্বেতদ্বীপচুম্বিত মহাসাগরে একটিও তরংগ উঠিল না। কিন্তু যেই তোমরা জীবনসংগ্রামের—শিল্প-যুদ্ধের একটু ভয় দেখাইয়াছ, অমনই ভাল ভাবেই হউক, আর মন্দভাবেই হউক, সকলেই "ত্রিস্ঠ ত্রিস্ঠ" করিয়া উঠিয়াছেন। যাহারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে সোনার বাংগলা কম্পিত করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকলকে জাগাইতেছিল, দেশের আশাস্থল সেই যুবকগণের—সেই ছাত্রবৃন্দের নির্যাতনের ব্যবস্থা প্রথমে সূচিত হইল। কারলাইল ও লায়নের সারকুলার জারি হইয়া ছাত্রগণের পীড়নের ব্যবস্থা হইল। ওদিকে পূর্ববংগের নূতন সায়েস্তা-খাঁ দেশের নেতৃবর্গকে ডাকাইয়া ধমক দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা নানারূপ অভিনয়

আরম্ভ করিল। রংপুরের স্পেশাল কনেস্টবলীয়—বরিশালের গুর্খা অভিযানের ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেখাদেখি পশ্চিম বঙ্গেও দুই একটি ক্ষুদ্র অভিনয় আরম্ভ হইল। এসব অভিনয়ের কারণ বুঝিতে পারিয়াছ কি ? ঐ জীবনসংগ্রামের—ঐ বিলাতী জিনিস 'বয়কটের' ভয়! যদিও রাজপুরুষগণ দেশে শান্তিরক্ষার প্রয়োজন বলিয়া এই সব অভিনয়ের কারণ নির্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা কিন্তু বুঝি, কেবল এই জীবনসংগ্রামের ভয়ে তাঁহাদিগকে বিচলিত হইতে হইয়াছে। যদি বাস্তবিক বাঙ্গালী ও তাহাদের অনুসরণে সমস্ত ভারতবাসী আজ বিদেশজাতদ্রব্য ত্যাগ ও স্বদেশজাতদ্রব্য গ্রহণ রূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যদি কেহ বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, ভাব দেখি সেই "ইউনাইটেড কিংডমের" কি অবস্থা হয় ? তাহার কোটি কোটি টাকার দ্রব্য ভারতে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, এই স্রোত যদি বাস্তবিকই রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে শ্রমজীবিগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইবে, সে কথা কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে ? তাহা হইলে এই জীবন-সংগ্রামে বঙ্গবাসী—ভারতবাসী যে জয়লাভ করিবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? তাই যাহারা এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া পথ পরিষ্কার করিতেছিল, তাহাদিগকে নির্যাতন করার চেষ্টা করা হইল। ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ রাজপুরুষ জানেন যে, বাঙ্গালীর এই আন্দোলন অভিনয় মাত্র, ইহার স্থায়িত্ব জলবুদ্বুদের ন্যায়! তথাপি প্রথম হইতেই বুদ্বুদ নষ্ট করাই ভাল। কারণ কি জানি যদি কোন বাতাসে তাহা দুই একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গে পরিণত হয়, তাহা হইলে অন্তত দুই এক খানা বোঝাই জাহাজও ডুবিয়া যাইতে পারে। তাই সেই অভিনয়ের—সেই ছায়াবাজীর পট তুলিতেই ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন হইয়াছিল। এজন্য নব সায়েস্তা খাঁ যে অভিনয় করিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না।

তাঁহার রাজ্যে প্রকাশ্যস্থানে "বন্দে মাতরং" ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারিত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই নববর্ষের শুভ প্রথম দিনে বরিশালে তাঁহার একটি অনুচর সমগ্র বঙ্গের প্রতিনিধিগণের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে বর্তমান ইংরেজ শাসনের দুর্বলতার ও অবিবেচনার পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে। সে দিন স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ যুবকবৃন্দ, পুলিশের লাঠির আঘাতে যেরূপে রক্তাক্তকলেবর হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; আবার সংগে সংগে আনন্দও উপস্থিত হয়; কারণ তাহারা "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বাংগলার রাজনৈতিক আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপে সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেব কর্তৃক ধৃত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বে-আইনি বিচারে জরিমানা দিলেন, শুনিয়া যেমন দারুণ মর্মপীড়া উপস্থিত হয়, আবার সেই পুলিশ সাহেবকে প্রাদেশিক সমিতির মণ্ডপে সকলে "বন্দে মাতরং" উচ্চারণ করাইয়াছেন শুনিয়া হর্ষেরও সঞ্চার হয়। সে দিন যে সকল যুবক মাতৃভূমির জন্য আপনাদের রক্তদান করিয়াছিল, এমন কি প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত ছিল, তাহাদের নাম এই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে যে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সোনার বাংগলার সকল সন্তান তাহাদের ন্যায় রক্তদানে—প্রাণদানে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এ জীবন-সংগ্রামে আমাদের জয় সুনিশ্চিত, এরূপ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের সেরূপ ভাগ্য হইবে কি? স্বদেশের জন্য আমাদের কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? স্বদেশের জন্য আমরা কয়জন রক্তদান করিতে পারি? কয়জন প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইবার ইচ্ছা করি? "বন্দে মাতরং" মহামন্ত্রে কয়জন সিদ্ধিলাভে অগ্রসর হইয়াছি? সে যাহাই হউক এখন আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, এ জীবনসংগ্রামে জয়লাভের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের দেশে কার্পাস-শিল্প জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, একমাত্র এই কার্পাস শিল্পের জন্য সোনার বাংগলায় সোনা ফলিত, সকল জাতিই ইহার সহায়তা করিত এবং আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া লইত। আমরা যদি সেই কার্পাস শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন করি, তাহা হইলে আমরা এই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা আছে। যাঁহারা ইংরেজী অর্থনীতিতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে যে দ্রব্য অধিক পরিমাণে ও স্বল্পায়াসে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে, অবাধ বাণিজ্য প্রচলনের পক্ষে তথায় তাহারই উন্নতির চেষ্টা করা

আবশ্যক। এই নীতি দেশকাল বিবেচনায় সকল দেশে সকল সময়ে উপযোগী কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কারণ জগতের অধিকাংশ রাজশক্তি রক্ষাশুল্কের ব্যবস্থা করিয়া স্বদেশজাত সকল শিল্পের প্রচলনে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনায় তাহা না করিলে দেশের শ্রমজীবিগণের—শিল্পিগণের ভয়ানক অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয়। তাই ইংলণ্ডেও চেম্বারলেন ও ব্যালফোরপ্রমুখ মনীষিগণ ইহার প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন। অর্থনীতির পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত যদি সকলেরই অবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে আমরাও তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; কারণ কার্পাস-শিল্পে আমরা যখন এককালে জগতের সমস্ত জাতিকে পরাজিত করিয়াছি, এমন কি আমরা যে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতাম, মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানে বাষ্পীয় কলের আয়োজন করিয়াও, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত না, তখন অর্থনীতিবিদ্‌গণের মত স্বীকার করিলেও আমরা কার্পাস-শিল্পের অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতে যে জয়যুক্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। অবশ্য বর্তমান সময়ে দেখিতে গেলে, মাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু ইহাতে পরিণামে যে আমরা জয়লাভ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বাষ্পীয় কল, কি তাঁতের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য, এ বিষয়ে আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাষ্পীয় কলের সহায়তা গ্রহণ করা কর্তব্য বটে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের শিল্পি-কুলের পুনর্জীবন দানের জন্য তাঁতের বহুপ্রচলনও আবশ্যক। কেবল বাষ্পীয় কলে কতকগুলি ধনীর ধনবৃদ্ধি হইবে, সাধারণ শিল্পিগণের কোনই উপকার হইবে না। কিন্তু তাঁতের প্রচলন হইলে, শিল্পিকুল হইতে অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থেরও জীবিকার উপায় হইবে। প্রাচীনমতে সুতা কাটা প্রচলিত হইলে, অনেক গৃহস্থের অন্নসংস্থান হইবে। তবে সেই সকল যন্ত্রও বর্তমান অবস্থার উপযোগী ক্ষিপ্র ও বহুলপরিমাণে উৎপাদনক্ষম হওয়া আবশ্যক। অন্য দিকে কোন কোন বস্ত্রের জন্য বাষ্পীয় কলেরও প্রয়োজন আছে। তাহাতে শ্রমজীবিগণের উপকার সাধিত হইবে। এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া কার্য করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত

হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে। এজন্য কার্পাসের চাষও করিতে হইবে, পূর্বে আমাদের দেশে কার্পাসের চাষ ছিল, চেষ্টা করিলে এখনও তাহা প্রবর্তিত হইতে পারে। তাহার পর আমাদের দেশ হইতে বহুলপরিমাণে চিনির রপ্তানী হইত। এ দেশে ইক্ষু ও খর্জুর বৃক্ষ অপরিমিত রূপে জন্মিয়া থাকে। আমরা যদি এই উভয়বিধ চিনি কল ও দেশী যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি এবং সকলেই তাহা ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে ইহার দ্বারাও আমাদের অনেক উপকার সাধিত হইবে। বিদেশী চিনির মূল্য কিছু অল্প বটে, কিন্তু উহা হিন্দু মুসলমানের অস্পৃশ্য। উহার পরিষ্কারের উপায় উভয় জাতির ধর্মবিরুদ্ধ। সুতরাং কদাচ তাহা স্পর্শ করা উচিত নহে। তাহার পর লবণ—আমাদের রাজপুরুষদের সহিত তাহার সম্বন্ধ অধিক, সুতরাং লবণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু লিভারপুল প্রভৃতি স্থানের লবণ দূষিত হইয়া আসায় উহা হিন্দু মুসলমানের ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে আরও অনেক শিল্প আছে। যদি আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, স্বদেশের দ্রব্য পাইলে কদাচ বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে আমাদের দেশের সকল শিল্পের অনুষ্ঠান পুনর্বার আবদ্ধ হইতে পারে, এবং আমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই আপনাদের জীবিকার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে, কেহই কাহারও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না; তাই বলিতেছি, হিন্দু মুসলমান সকলে একবার ভাই ভাই মিলিয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সময় ক্রমশ চলিয়া যাইতেছে, আপনাদের জীবিকার উপায় ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে সকলে প্রস্তুত না হইলে, তোমাদের ধ্বংস দ্রুত গতিতে আসিবে। জগতের সকল জাতি এই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক বার তোমরাও প্রাণপণে চেষ্টা কর।

ঐ শুন, রাজপুরুষগণও আমাদের জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিবার আশা দিতেছেন। অন্ততঃ তাঁহারা মুখে ইহাই বলিতেছেন। যদিও ইংরেজবণিকের সহিত সংগ্রাম ঘোরতর আকার ধারণ করিলে, তাঁহারা আমাদিগের কতদূর সহায়তা করিবেন তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে

পারি না, তথাপি তাঁহাদের ঘোষণাকে আমরা দৈববাণী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। লাট কর্জন হইতে নব ছোট লাট ফুলার পর্যন্ত স্বদেশী শিল্পের উন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাও আমাদের এক মহাসুযোগ। তাই বলিতেছি, এসুযোগ আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। রাজপুরুষদের আশ্বাসে আমাদের ভীতি, সন্দেহ, সমস্ত পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তাঁহারা কেবল আশ্বাস দেন নাই, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং এই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত রাজপুরুষগণের আশ্বাসকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ রাজশক্তি সহায় থাকিলে, নির্ভয়ে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণ কতদিন আশ্বাস দিতে পারিবেন, তাহাও চিন্তনীয় বটে। সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিলে আবার রেগুলেশন লাঠি বা সংগীন যে বাহির হইবে না, একথা কে বলিতে পারে ?

সহস্র লাঠি, সহস্র সংগীন বাহির হউক, বন্দুকের শব্দে সমস্ত বাংলা প্রতিধ্বনিত হউক, কিন্তু আমাদিগকে আর পিছাইলে চলিবে না। লাঠি, সংগীন, বন্দুকের আঘাত সহ্য করিয়াও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আর বৃথা কাল কাটাইলে চলিবে না। সময় থাকিতে একবার সকলে মিলিয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সোনার বাংলাকে জাগাইয়া তুল। আবার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বস্ত্রবয়নের অনুষ্ঠান হউক। তন্তুবায়কুলের মুখে হাসি দেখা দিক, প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে সূত্র প্রস্তুত হইতে থাকুক। পুণ্যবতী মহিলাগণ আপনাদের জীবিকার উপায় করিয়া লউন। তাঁহাদের পুণ্যকীর্তিতে আবার গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণী খনিত হউক। পঙ্কিল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হউক। ম্যালেরিয়া, মহামারী, দূরে পলাইয়া যাউক। অতিথি অভ্যাগত দুইমুষ্টি অন্ন পাউক। গ্রামে গ্রামে চিনির কারখানা স্থাপিত হউক। রাশি রাশি চিনি জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া যাউক। অন্যান্য শিল্পেরও অনুষ্ঠান হউক। সকলে আপন আপন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে যত্নশীল হও। পরস্পর পরস্পরের বৃত্তি লইয়া কাটাকাটি মারামারি করিও না। সংগে সংগে বিজাতীয়

আচার ব্যবহার পরিহার করিয়া স্বজাতীয় আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান কর। বিলাসিতা পরিত্যাগ কর। সংযম অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, মহিলা-দিগকেও তাহার শিক্ষা দেও। বালক-বালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস করিতে শিখাও। তাহা হইলে দেখিবে সোনার বাঙলা জাগিয়া উঠিবে, আবার তাহার সোনার চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। এক্ষণে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কার্যস্রোতে বঙ্গভূমিকে ভাসাইতে হইবে। আমরা জগতের কোন কার্যই করি না। কিন্তু ঐ দেখ মা আমাদের অজস্র কাজের দ্বারা কত কল্যাণবর্ষণ করিতেছেন! তাই বলিতেছি একবার মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া বল দেখি—

"তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মি, হে বঙ্গজননি,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্য মুখে।
এ বিশ্ব সমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা! তুমি শুধু মা গো!
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশি দিন জাগো
নিত্যকর্মে রত শুধু অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি,
রৌদ্র নিবারিছ—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে!
শরত মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে

ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত-কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্য শান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মংগলচ্ছবি মৌন অবিচল
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল !"

কবির সহিত তোমরাও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া আবার প্রার্থনা করিয়া বল—

"পুণ্যে পাপে দুখে সুখে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।"

এই নিত্য কল্যাণময়ী মাকে জাগাইবার জন্য তোমরা কি কিছুই করিবে না ? মাকে ভুলিয়া আর কত দিন থাকিবে ? এখন হইতে প্রতিজ্ঞা কর যে, এ জীবন মাতৃসেবায় উৎসর্গ করিবে, সোনার বাংলার সোনার চিত্র ফিরাইয়া আনিবে, সব ভুলিয়া মাকে ভালবাসিতে শিখিবে। মায়ের ধূলা স্বর্ণরেণু বলিয়া অংগে মাখিবে ; মায়ের জল মন্দাকিনী-বারি বলিয়া মাথায় লইবে ; মার যা কিছু আছে সমস্তই পুণ্যময় বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে, আশা করা যায় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মস্তকে বিধাতার কল্যাণবর্ষণ হইবে। তাই বলিতেছি একবার প্রাণ ভরিয়া গাও—

"বাঙলার মাটী বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান্ "

অনুষঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সোনার বাঙ্গলা

পৃষ্ঠা ২ "বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন, তখন এবং তাহার বহুদিন পরেও বাংলাদেশের সহিত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূক্তে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলিয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে পুণ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ... ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বোধায়ন ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আর্যগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এইরূপ বিধান আছে।" —বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১০-১১।

সুতরাং গ্রন্থকারের অভিমত অনুসারে ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতিতে বঙ্গের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হলেও তখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে বৈদিক সভ্যতার প্রসার ঘটেনি।

মনুসংহিতা' রচনাকালে (২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) বাঙলা দেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত হ'ত।"—বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, পৃ. ২২।

২-৩ "In the epics the Vangas are no longer shunned as impure barbarians. The Ramayana mentions them in a list of peoples that entered into intimate political relations with the high-born aristocrats of Ayodhya.

In the Great Epic (Mahabharata) Bhima undertakes a hurricane campaign in the land we call Bengal. Madgugiri, Pundra, Vanga, Tamralipta, Karvata, apparently a neighbouring place and the land of the Suhmas." —*History of Bengal*, Vol. I, ed. R. C. Majumdar, Dacca University, pp. 8-9.

পৃষ্ঠা আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গ্রীক ও লাতিন লেখকদের মতে
৪ বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল, একটি Prasioi বা প্রাচ্য এবং আর একটি Gangaridai (ভুল পাঠান্তরে Gandaridai) বা গংগারাষ্ট্র (?)। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল Palibothra বা পাটলীপুত্র, এবং গংগারাষ্ট্রের Ganga বা গংগা (-নগর)। পেরিপ্লাস-গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়, গংগা-নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল। টলেমি আরও বলিতেছেন, এই গংগাবন্দরের অবস্থিতি ছিল গাংগেয় Kamberikhon নদীর মোহনায়। এই Kamberikhon এবং কুমার নদী অভিন্ন ···। Gangaridai যে গাংগেয় প্রদেশের লোক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক ও লাতিন লেখকরা এ সম্বন্ধে একমত। দিয়োদোতাস-কার্টিয়াস-প্লুতার্ক-সলিনাস-প্লিনি-টলেমি-স্ট্রাবো প্রভৃতি লেখকদের প্রাসংগিক মতামতের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, গ্রীক-লাতিন লেখক কথিত Gangaridai বা গংগারাষ্ট্র গংগা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, এবং প্রাচ্য-রাষ্ট্র গংগা ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে সমস্ত গাংগেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। —বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৪৪০-৪১।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে "গ্রীকেরা যে Ganges বা গংগানদীর নাম থেকে গাংগেয় জাতি অর্থে Gangarid (একবচনে Gangarides, বহুবচনে Gangaridae) নামের সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু নামটি Gangid না হয়ে Gangarid হল কেন, সেটা বিতর্কিত বিষয়। ··· আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে Ptolemy বলেছেন যে, Gangarid-রা গংগানদীর পাঁচটি মোহনা দ্বারা বিধৌত জনপদে বাস করত এবং আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস ঐ গংগার মোহনা-ধৌত অঞ্চলেই স্বনামখ্যাত বংগজাতির বাসস্থান নির্দেশ করেছেন, সুতরাং যে জাতিকে ভারতীয়েরা বংগ বলত, তাকেই গ্রীকেরা Gangarid বলেছে এবং গ্রীকগণ 'বংগ' নামের সংগে 'গংগা' গুলিয়ে ফেলে Gangarid নাম সৃষ্টি করেছিল। গ্রীকরা যে প্রায়শ ঠিক এইরকম ভুল করত, তার প্রমাণ আছে।" —সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসংগ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৯৭।

৫ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে "প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্ধারণ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের অটভূমি যে ইহার অন্তর্ভুক্ত

পৃষ্ঠা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই···খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরও প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।" —বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ. ২।

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি বিভাগের নূতন একটি নাম পাইতেছি, বঙ্গাল। বিজ্জল কলচুর্যের অবলুর লিপি, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপি এবং আরও কয়েকটি দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি জনপদই একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এ-অনুমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল একাদশ শতকে দুইটি পৃথক জনপদ ছিল।" —বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১৪২।

নিখিলনাথ রায় বর্ণিত বাঙ্গলাদেশ (পৃ. ১০) বঙ্গাল দেশের সঙ্গে অভিন্ন।

৭-৮ ইবন বতুতার ভারতে অবস্থানকাল ১৩৩৩-১৩৪২। এই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলুক।

১০ মাহু—প্রকৃত নাম মাহুয়ান।

১১ ভারথেমা—পুরা নাম Ludovico di Varthema. He visited Gujarat during the reign of Sultan Mahmud Bigarha (1459-1511). In his account he has related many fantastic stories about the personal habits of the Sultan. —*Dictionary of Indian History*, S. Bhattacharya, pp. 831-832. The Travels of Ludovico Di Varthema (১৫০৩-১৫০৮), Haklyut Society, 1863.

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাঙ্গলায় পর্তুগীজদের কার্যকলাপের সূচনা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ সেনের অভিমত: Albuquerque had already dwelt upon the bright prospects that trade with Bengal offered in a letter to his king and master, but it was left to his successor, Lopo Soares de Albergaria, to send an expedition to the Bay, and in 1518, Dom Joao de Silveira appeared with four ships before the bar of Chittagong. —*History of Bengal*, Vol II, Dacca University, p. 352.

১২ ফ্রেডারিক—পুরা নাম Caesar Frederick। এঁর বঙ্গদেশে আগমনকাল ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—১৫৭০ নয়। —*History of Bengal*, Vol II,

পৃষ্ঠা J. N. Sarkar, p. 364.

১৪ ফ্রান্সিস ফার্নান্ডেজ (Francesco Fernandez)—বঙ্গদেশে আগমনকাল ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—ইনি ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নিকলাস পাইমেণ্টার (ইনি ছিলেন গোয়ায় জেস্যুইট সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান মিশনারী) নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এইসকল পত্রের সার সংকলন করিয়া পরবৎসর জেস্যুইট সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিভার (Aqua Viva) নিকট এক বিবরণ পাঠাইয়া দেন (১৬০০)। ডু-জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেস্যুইট পাইমেন্টার পত্রাবলী ও অন্যান্য স্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই মূল গ্রন্থ ফরাসী হইতে ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। —যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সতীশচন্দ্র মিত্র, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২২।

সোসা ও ফনসেকার পুরো নাম Domengo de Souza এবং Melchoir da Fonseca।

বাউয়েস-এর পুরো নাম Andre Bowes। সোসা, ফনসেকা এবং বাউয়েস ১৫৯৮ সালের ৩রা মে কোচিন হইতে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন।

Du Jarric, Peirre-এর বইটির সম্পূর্ণ নাম Histoire des Choses plus memorables advenues tant ez Indes Orientales que autres pais de la decouverte des Portugais, Bordeaux, 1608-14. ১৬০১ হইতে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী এই বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। 'Important for the history of the Portuguese and Christianity in Bengal, contains the texts in translation of several letters written by the Portuguese missionaries in Bengal. —*Bengal under Akbor and Jahangir*, Tapan Ray Chowdhury p. 262

পার্শা = Samuel Purchas His Pilgremes, 4 vols, 1625 published in *Early Travels in India*, ed. by T. Wheeler, Calcutta 1864.

১৫ ফ্রান্সিস পাইরার্ড—এঁর প্রকৃত নাম Francois de Laval Pyrard. এঁর ভ্রমণকাহিনী Voyage বইটি Gray এবং Ball-এর সম্পাদনায় তিন খণ্ডে লণ্ডনের Hakluyt Society কর্তৃক ১৮৮৭-

পৃষ্ঠা ৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।
"ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ বাদশাহ জাহাংগীরের দরবারে স্যার টমাস রো'কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।" এই তথ্যটি ভুল। স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা প্রথম জেমস্ (১৬০৩-১৬২৫)-এর দূত হিসাবে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন।

১৭ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের এবং তাভার্নিয়েরের ভারতে অবস্থানকাল যথাক্রমে ১৬৫৯-১৬৬৬ এবং ১৬৪০-১৬৬৭ সাল। "বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়েরের বাংলাদেশের বিবরণের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। খাদ্যশস্য বা পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্পর্কে বার্নিয়ের যা বলেছেন, প্রায় একই ভাষায় দেখা যায় তাভার্নিয়েরও তাই বলেছেন।" —বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ, পৃ. ২১৩।

২৩ *A Geographical Account of the Countries round the Bay of Bengal* by Thomas Bowrey (1669-1679), Ed. R. C. Temple, Hakluyt Society, 1905.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার বাঙ্গলার ছারখারের সূচনা

২৭ পর্তুগীজদের বাংগলাদেশে প্রথম আগমন সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্য: "Albuquerque had already dwelt upon the bright prospects that trade with Bengal offered in a letter to his King and master, but it was left to his successor, Lopo Soares de Albergaria, to send an expedition to the Bay, and in 1518, Dom Joao de Silveira appeared with four ships before the bar of Chittagong. He had been shortly preceded there by Joao Coelho, another Portuguese agent." —*History of Bengal*, Vol. II, Dacca University, p. 352.

২৮-২৯ "যে [রাজ] দূত উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইয়া প্রথমে ভারতে ও বাংগলায় ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া লন তিনি সার টমাস রো।" ইনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা প্রথম জেমস (১৬০৬-১৬২৫) কর্তৃক রাজদূতরূপে ভারতে প্রেরিত হয়েছিলেন (১৬১৫)।

পৃষ্ঠা এর ১২ বছর আগে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ পরলোকগমন করেন।
২৯ যে 'ইংরেজ চিকিৎসকের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া'র উল্লেখ করা হয়েছে তিনি Surgeon Boughton। এঁর 'ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া' সম্পর্কিত বিষয়টি এইরূপ—"In 1636 the Emperor of Delhi (বাদশাহ শাহজাহান), having a beloved daughter seriously ill, was informed by one of the nobles of his court, of the skill exhibited by European practitioners of medicine, and was induced to apply to the President of Surat for aid in his extremity. Upon this Mr. Gabriel Boughton, Surgeon of the ship Hopewell, was directed to proceed to Delhi and render his professional services. This he did with such success that the imperial favours were liberally bestowed upon him, and in particular, he obtained a patent, permitting him to trade without paying any duties, throughout the Emperor's dominions."—*Good Old Days of John Company*, 2nd ed., W. H. Carey, p. 15; অবশ্য এই বিষয়টির উপর নতুন গবেষণাসূত্রে জানা যায় সার্জেন বোটন তাঁর নিজের জন্যই ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেছিলেন, কোম্পানীর জন্য নয়। —The Myth of the English East India Company's Trading Privileges in Bengal, 1651, S. Chowdhuri, *Bengal Past & Present*, December 1979.

বিনাশুল্কে বাণিজ্যের যে অধিকার লাভের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তা বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল না—"Under the provisions of a *farman* issued by Emperor Shah Jehan [in 1650], the English traders were exempted from paying inland transit duties on goods bound for the west coast for export. The *farman* of 1650 did not specifically apply to Bengal". —Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*—1756-57, p. 3.

৩০ সার জন মিড্‌লটন—এই নামটি বিভ্রান্তিজনক। এই ইংরেজ পুরুষটির ক্ষেত্রে দুটি নাম ব্যবহৃত হয়েছে—John Midnall এবং John Mildenhall। P. E. Roberts-এর মতে "In 1599, a London

পৃষ্ঠা merchant-adventurer, John Midnall, or Mildenhall reached India by the overland route. He was granted a passport by Elizabeth, and spent seven years in the East, during which time he visited the court of the Emperor Akbar at Agra, and procured for him certain privileges of very dubious values"—*History of British India under the Company and the Crown*, p. 22.

৩১ বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোটন-এর নামের সঙ্গে বাণিজ্যিক অধিকারলাভের যে ঘটনা জড়িত তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে যে-সব নিশান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেছিল সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে—"By a misrepresentation of the *farman* of 1650, the English traders obtained from Shah Shuja, the nawab of Bengal, a *nishan* certifying that the English goods were to be exempt from road and port duties 'in accordance with' the *farman* of 1650. Having established this precedent, the Company between 1656 and 1672, secured from Shah Shuja and his successors at least six *parwanas* confirming the *nishan* of 1651. The only significant change through these years had been the establishment of a yearly tribute of Rs. 3,000 to be paid to the nawab of Bengal for his concession". *Sirajuddaullah and the East India Company*, Brijen Gupta, p. 3.

৩১ সায়েস্তা খাঁর প্রথম সুবেদারী—মার্চ ১৬৬৪ জুলাই ১৬৭৮। সায়েস্তা খাঁর দ্বিতীয় সুবেদারী ১৬৭৯-১৬৮৮।

১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী এক ফরমান লাভ করে। এই ফরমানে বলা হয়—"Be it known that…it is agreed of the English nation that besides their usual custom of 2 percent for their goods, more 1½ percent *Ji·ya*, or poll money, shall be taken. Wherefore it is commanded, that in the said place (Surat) three and a half percent of all their

পৃষ্ঠা goods, on account of customs or poll money be taken for the future. *And at all other places*, upon this account, let no one molest them for custom, *rahdari*, *peshcash*, *farmaish*."

এই প্রসঙ্গে ব্রিজেন গুপ্তের বক্তব্য—"The English traders interpreted this *farman* to mean that their goods *at Surat only* were to be subjected to a 3½ percent duty, while "at all other places" they were to be free not only from such duties, but also the yearly tributes like the one paid by them in Bengal. The Mughal officials, on their part linked the clause 'and at all other places' to the sentence preceding the clause, without inserting a period which meant that a 3½ per cent duty was to be uniformly levied throughout India. An appeal to the Emperor to interpret the *farman* in the Company's favour met with no success."—*Sirajuddaullah and the East India Company, 1756-57* ; pp 4-5.

৩২ উইলিয়াম হেজেস—বাঙলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর এবং এজেন্ট। ১৬৮২ সালের আগস্ট মাসে তিনি এই কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর Diary-তে সায়েস্তা খাঁর আমলের বহু ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে।

[জোব] চার্ণক ও কাশিমবাজার—১৬৫৭-৫৮-এর Court Books-এ কাশিমবাজার কাউন্সিলের 'জুনিয়র' সদস্য হিসাবে চার্ণকের নামোল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বৎসর চার্ণক কাশিমবাজার কুঠিতে যোগ দিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ১৫৫৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল ছিল বালেশ্বর, তারপর হুগলী এবং পরে পাটনা। ১৬৬৯ সালে তাঁকে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। এই সময়ে সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার ছিলেন।

৩৩ সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর এক বৎসরের জন্য (জুলাই ১৬৮৮-জুন ১৬৮৯) বাংলার সুবেদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন খান-ই-জাহান বাহাদুর। অতঃপর নূতন সুবেদার মনোনীত হলেন ইব্রাহিম খাঁ (জুলাই ১৬৮৯-জুন ১৬৯৭)।

পৃষ্ঠা [জোব] চার্ণক তৃতীয় এবং শেষবারের মত সুতানুটি ঘাটে অবতরণ করেন ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট।

মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত ঘাটাল-চন্দ্রকোণার জমিদার ১৬৯৫-৯৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তিপরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন।

৩৪ বাংলার সুবেদার আজিম-উস-সান-এর সংগে মনোমালিন্য শুরু হওয়ার পর "In order to find safety in a place at a distance from the prince, (Dewan) Murshid Quli chose for his residence the town of Makshudabad, in the centre of Bengal and more conveniently situated than Dacca for keeping in touch with all parts of the province···The name of the city was, many years later changed with the Emperor's permission to Murshidabad.—*History of Bengal*, Vol ii, Ed. Sir Jadunath Sarkar, Dacca University, p. 404.

৩৫ বাদশাহ্ ফরখশেরের কাছে সনদ বা ফরমানের জন্য আবেদন করার পরে কোম্পানীর প্রতিনিধিরা দীর্ঘকাল দিল্লীতে অবস্থান করেন। কি কি শর্তে ফরমান প্রদত্ত হবে তার মুসাবিদা তৈরী হয় ১৭১৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর। মুসাবিদার অনুলিপি রচনার কাজ শেষ হয় ১৭১৭ সালের জানুয়ারীর শেষ ভাগে। বাদশাহের অনুমোদনের পর ১লা ফেব্রুয়ারী মোহরাঙ্কিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২৭শে মার্চ উহা মোহরাঙ্কিত হয়। ১৩ই এপ্রিল ফরমানটি প্রতিনিধিদলের হাতে সমর্পণ করা হয়—বিশদ বিবরণ C.R Wilson এর *Early Ann ls of the English in Bengal*, Vol II, part II, পৃ. ix দ্রষ্টব্য।

১৭১৭ সালের ফরমানের শর্তগুলি S Bhattacharya, *The East India Company & The Economy of Bengal* নামধেয় গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন (পৃ. ২০-২২)।

৩৬-৩৭ মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পরলোকগমন করেন। আর্মেনিয়ানদের বাণিজ্যিক স্বার্থে বিঘ্ন ঘটানোর অপরাধে নবাব আলিবর্দি খাঁ ইংরেজ কোম্পানীকে খেসারত বাবদ ১,২০,০০০ টাকা নবাব সরকারে দণ্ড দিতে বাধ্য করেন (Consultations, 20th October, 1749, *Letter to Court* 13th January 1750 para 109)।

৩৮ আলিবর্দি মৃত্যুশয্যায় তাঁর উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজকে ইংরেজদের

পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দমন করার নির্দেশ জারি করেছিলেন—এই মর্মে হলওয়েল যা উল্লেখ করেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ সম্পর্কে কাশিমবাজার কুঠির ম্যাথু কলেট লিখেছেন—"...as to Aliverdi Cawn's last dying speech—I look on it as a specious fable"। ঢাকা কুঠির অধ্যক্ষ Richard Becher-এর মন্তব্য: "Mr. Holwell will excuse me if I do not admit Aliverdi Cawn's speech as genuine till better proofs are brought to support it than any I have yet seen. Such advice, if really given, it is reasonable to imagine had few or no witnesses, so that it appears very improbable that Mr. Holwell in his distressed situation at Muxudabad should have been able to unravel the mysteries of the Cabinet and explore a secret never yet known to any one but himself." কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ Mr. Watts-ও অনুরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। দেশীয় ঐতিহাসিক করম আলি স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে মৃত্যুকালে আলিবর্দি খাঁ সিরাজকে ইংরেজ কোম্পানীর সংগে যথাসম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সুতরাং হলওয়েল প্রদত্ত কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়—এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা K. K. Datta, *Alivardi and His Times*, পৃ. ১২৯-১৩১-এ দ্রষ্টব্য।

৪০ কলিকাতা দুর্গের পতন: ২০শে জুন ১৭৫৬। এ সম্পর্কে স্যার যদুনাথ লিখেছেন: "... about 4'-O'clock in the evening, the enemy scaled the walls from all sides and the little river-gate of the Fort was burst open by a Dutch sergeant and delivered to the enemy. Some of the defenders were cut down, but Holwell now surrendered, the fighting ceased, and Siraj-ud-daulah entered Calcutta as a victor." —*History of Bengal*, Dacca University, p. 475-476.

৪২ ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক কলিকাতার পুনরধিকার—২রা জানুয়ারী ১৭৫৭ খ্রী.।

নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী।

পৃষ্ঠা ইংরেজ কর্তৃক হুগলী ও চন্দননগর অধিকারের তারিখ যথাক্রমে ১৭৫৭
৪৩ সালের ১০ই জানুয়ারী এবং ২৩শে মার্চ।

পলাশীর যুদ্ধ—২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রী.।

মীরজাফরের সিংহাসনলাভ—২৬শে জুন, ১৭৫৭; সিংহাসনচ্যুতি ২২শে অক্টোবর ১৭৬০।

৪৪ মীরকাশেমের নবাবী লাভ ২২শে অকটোবর, ১৭৬০ খ্রী.।

মীরকাশিমের সিংহাসনচ্যুতি এবং মীরজাফরের দ্বিতীয় নবাবী ১৭৬৩ খ্রী.।

৪৭ ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভ, ১২ই আগস্ট ১৭৬৫ খ্রী.।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার বাঙ্গলা ছারখার

৫২ বেনিয়ান—"One of these races of Indians is that of those which call themselves *Vanio*, but who are called, some what corruptly by the Portuguese, and by all other Franks *Banians*; they are all, for the most part, traders and brokers". P. della Valle, i, 486-487 quoted in *Hobson-Jobson* p. 63.

গোমস্তা—Gomosta or Gomashtah, *Hind.* from Pers. *gumashtah* part 'appointed, delegated'. A native agent or factor. In Madras, the modern application is to a clerk for vernacular correspondence. *Hobson-Jobson*, p. 384. 'An agent, a steward, a confidential factor...an officer appointed by zamindars to collect their rents, by bankers to receive money etc. by merchants to carry on their affairs in other places than where they reside and the like.' 'ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে'র পরিবর্তে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে পড়লে ইতিহাসসম্মত যথার্থতা রক্ষিত হবে।

তাগাবী—Taqavi i. e. agricultural loans.

৫৫ মীরকাশেমের সময় হইতে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

৬৪ দাদন—দ্রব্যাদির অগ্রিম মূল্য দান বা গ্রহণ। কবিকঙ্কণ লিখেছেন:

পৃষ্ঠা "দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে/টুটিল সুতার দাড়ি উপায় কি হবে।'

৬৮ মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির তারিখ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট।

৭৩ পায়সলি—i.e. Paisley, 8 km. w. of Glasgow.

Charter Act, 1813 : This Act of 1813 took away the Company's monopolistic right of trading with India and partially threw open the India trade, commerce and industries to the private enterprise of Englishmen, but it left to the Company the monopoly of its trade with China.

The Charter Act of 1833 ended the life of the Company as a commercial agency and turned it completely into a political agency of the Crown of England for the administration of India.—*A Dictionary of Indian History*, S. Bhattacharya, p. 526.

৮০ সার জন পিটার গ্রান্ট—ইনি ১৮৫৯-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংগলার লেফটেনান্ট গভর্নর ছিলেন।

৮১ সার চার্লস উড—১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ইনি বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন।

৮২ নীলদর্পণের রচনাকাল ২রা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ, ইং ১৮৬০। 'নীলদর্পণ' বাস্তবভিত্তির উপর রচিত। 'ভারত-সংস্কারক' (৭ই নভেম্বর ১৮৭৩) পত্রে প্রকাশ :

"নীলকর-পীড়িত নিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য বংগভূমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। নদিয়া ও যশোহর জিলার অনেক স্থান ভ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হওয়াতেই তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।"

"নাটকখানি ১৮৬১ সালে *Nil Durpan, or the Indigo Planting Mirror* নামে "A Native" কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল। অনুবাদক আর কেহই নহেন, স্বনামধন্য মধুসূদন দত্ত।"—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোনার বাঙ্গলা জাগিবে কি ?

পৃষ্ঠা এই যে চারিদিক হইতে 'বন্দে মাতরং ধ্বনি উঠিয়া কোটি কণ্ঠে সোনার
৮৬ বাংগলাকে বন্দনা করিতেছে' ইত্যাদি—এখানে বংগভগ-বিরোধী এবং স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে বাংগলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গ্রন্থকারের নৈরাশ্য প্রশমিত হচ্ছে।

৮৯ আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও অপহৃত— লর্ড লিটনের আমলে প্রবর্তিত আইন (১৮৭৮) দ্বারা ভারতবাসীদের পক্ষে অস্ত্র রক্ষণ এবং ধারণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

৯৪ স্বদেশী আন্দোলনের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে—"R. W. Carlyle, officiating Chief Secretary to the Government of Bengal, sent a secret circular on 10 October 1905 to magistrates and collectors, which instructed "If any attempt is made by boys attending any school or college in your district to take any public action in connection with boycotting, picketing and other abuses, associated with the so-called Swadeshi Movement, you will at once take cognizance of that act. Heads of institutions were asked to take action against these boys, failing which all government aid would be withdrawn and the university be asked to disaffiliate them. A most ignoble suggestion was made viz. that teachers might be asked to act as 'special constables' i.e. as government agents, in detecting offenders. A similar circular was issued by P. C. Lyon, Chief Secretary to the Government of Eastern Bengal and Assam, (16 October 1905) with more vicious implications : "If any institution disregards your (commissioner's and district officer's) advice the case should be reported to me without delay." —'*The Swadeshi Upsurge*', A Centenary History of the Indian National Congress, Vol I., p. 214.

নব সায়েস্তা খাঁ—গ্রন্থকার নবগঠিত পূর্ববাংগলা ও আসামের

পৃষ্ঠা লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার বেম্পফাইল্ড ফুলারকে এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

৯৬ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ করার জন্য ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকার যে অমানুষোচিত নির্যাতন নীতি অবলম্বন করেন তার বিশদ বিবরণ শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত *The Swadeshi Upsurge* (A Centenary History of the Indian National Congress, তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩৩ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।